চিরবিশ্বস্ত চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 24 December, 2019 ■ আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ৭ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বর্ষ শেষে বড় পরাজয় বিজেপির

ঝাড়খন্ডে সরকার গড়ছে কংগ্রেস জোট, মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা রঘুবরের

রাচি/ নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর।। চলতি ইংরেজী বছরের শেষে বড় পরাজয় হল বিজেপির। ঝাড়খন্ড বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পরাজিত হয়েছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস জোট সরকার গড়তে চলেছে। গোটা দেশে একের পর এক বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির হার ও হতাশাজনক ফলাফল কেন্দ্রের মোদি সরকারকে রীতিমতো প্রশ্নের মুখে তুলে দিচ্ছে।

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন রঘুবর দাস। রাজ্যে বিজেপি বিজেপিকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসতে চলেছে কংগ্রেস, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম) ও রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর জোট। সোমবার, ভোট গণনার শুরু থেকেই দু'পক্ষের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শুরু হয়েছিল। কিন্তু, বেলা যত গড়াতে থাকে ততই ভোটের ফলাফল জোট শিবিরের দিকেই ঝুঁকে পড়তে শুরু করে। আর তাতেই ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে যায় পালাবদলের ইঙ্গিত। ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় মোট আসন ৮১টি। সরকার গড়তে প্রয়োজন ৪১। সরকার গড়তে চলেছে জোট।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, সোমবার রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ২৫টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি। জেএমএম ৩০টি

হেমন্ত সোরেন

রঘুবর দাস

আসন, কংগ্রেস ১৬টি আসন, আরজেডি ১টি, ঝাড়খন্ড বিকাশ মোর্চা (প্রজাতান্ত্রিক) ৩টি আসন, এজেএসইউ পার্টি ২টি আসন, নির্দল ২টি আসন, সিপিআই (এমএল) (এল) ১টি আসন এবং এনসিপি ১টি আসন পেয়েছে।

এ দিন ফলাফল স্পষ্ট হতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতেই জোট শিবিরের উল্লাসের ছবি দেখা গিয়েছে। কোথাও জেএমএম ও কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে মিষ্টিমুখ শুরু হয়ে যায়। আবার কোথাও বাজি পোড়াতে শুরু করেন কংগ্রেস ও জেএমএম সমর্থকরা। ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে বুথফেরত সমীক্ষাগুলির বেশির ভাগই এ বার বিজেপির থেকে কংগ্রেস- জেএমএম- আরজেডি জোটকেই এগিয়ে রেখেছিল। রাজ্যের একক গরিষ্ঠ দল হওয়ার পথে হেমন্ত সোরেনের জেএমএম।

এখনও পর্যন্ত যা খবর, তাতে ফের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসতে চলেছেন শিবু সোরেনের পুত্র হেমন্ত সোরেন। জয়ের পর রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন হেমন্ত। পাশপাশি জোটসঙ্গীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। এই আবহে রাজ্যপাল দৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করে তাঁর ইস্তফাপত্র জমা দেন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর। তিনি বলেন, নতুন সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত আমাকে কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে থাকতে বলেছেন রাজ্যপাল। বিজেপির হার প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, আমাদের আশা অনুযায়ী জনমত হয়নি। হেমন্ত সোরেনকে অভিনন্দন। আশা করি, নতুন সরকার উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই হারের পর্যালোচনা করা হবে।

২০০০ সালে গঠিত ঝাড়খণ্ড রাজ্য গত মাসেই ২০ বছরে পা দিয়েছে। এটি রাজ্যের চতুর্থ বিধানসভা নির্বাচন। এ দিন সকাল ৮টা থেকে ভোট গণনা শুরু হয়েছে। মহারাষ্ট্রে বিজেপির সঙ্গে জোট থেকে শিবসেনা সরে যাওয়ায় ক্ষমতা থেকেও সরতে হয়েছে বিজেপিকে। আয়তনে অনেক ছোট হলেও ঝাড়খণ্ডে শেষ পর্যন্ত ফলাফল কী হয় সে দিকে নজর রয়েছে গোটা দেশেরই।

এদিকে, ঝাড়খন্ডের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলকে মেনে নিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ।

সোমবার নিজের ট্যুইটবার্তায় অমিত শাহ লিখেছেন, 'ঝাড়খন্ডবাসী যে জনাদেশ দিয়েছে, তা আমরা সম্মানের সঙ্গে মেনে নিলাম। বিজেপি-কে পাঁচ বছর সেবা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। রাজ্যের উন্নয়নের জন্য বিজেপি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকবে। দলীয় কর্মীদের অভিনন্দন জানাই।'

অন্যদিকে আর এক বিজেপি নেতা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তির জন্য ব্রু শরণার্থীরা চাইছেন আলোচনা

প্রত্যাবর্তনের দাবিতে অনড় কাঞ্চনপুরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা বনধ-এর ফলে কাঞ্চনপুরের বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। ঘরবাড়ি ছেড়ে থানায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা। এতে চটে লাল হয়ে গেছেন কাঞ্চনপুরবাসী। কারণ ব্রু শরণার্থীরাই বাঙালিদের উপর হামলা করেছেন বলে অভিযোগ। ফলে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে দাবি করে ব্রু শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার দাবিতে অনড় কাঞ্চনপুরবাসী। এর ফলে কার্যত অশান্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র মহকুমায়। তাই শান্তির জন্য সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা ছড়িয়ে দিলেন ব্রু শরণার্থী নেতারা।

উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসকের কাছে চিঠি দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন তাঁরা। ব্রু শরণার্থী নেতা ব্রুনো মিসার দাবি, বনধের সময় কারোর ওপর হামলা করেননি ব্রু শরণার্থীরা। শুধুমাত্র ভুল বোঝাবুঝির জন্য তাঁদের ওপর রুষ্ট হয়েছেন বাঙালিরা। কিন্তু, তাঁরাই আমাদের পরম মিত্র, বলেন তিনি।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে আহূত ত্রিপুরা বনধ-এ বহু মানুষের ক্ষতি হয়েছে। তবে কাঞ্চনপুরের পরিস্থিতি এখনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি। সম্প্রতি প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত শান্তি বৈঠকে উন্নয়নমঞ্চ এবং নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ ব্রু শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিতের জোরালো দাবি জানায়। তাঁরা কাঞ্চনপুরে অনির্দিষ্টকালের বনধ প্রত্যাহারের প্রধান শর্ত হিসেবে ব্রু শরণার্থী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানুষকে ভালবাসুন, তবেই নেতা হতে পারবেন, যুবাদের উদ্দেশ্যে বিপ্লবের বার্তা

রবীন্দ্র শাতবার্ষিকী ভবনের সামনে রাস্তায় যুব মোর্চা আয়োজিত সভায় বিজেপি প্রদেশ সভাপতি বিপ্লব দেব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। সেলফি তুলে বা কারোর সুপারিশে নেতা হওয়া যায় না। তার জন্য যোগ্যতা থাকতে হবে। অবশ্য যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন মানুষের সুখ দুঃখে পাশে থেকে তাদের ভালোবাসা অর্জন করা। তবেই কেউ নেতা হওয়া সম্ভব। কারণ, বিজেপি বিশ্বাস করে মানুষের পাশে থেকেই প্রকৃত অর্থে নেতা হওয়া যায়। সোমবার রাজধানীর রবীন্দ্র ভবন চত্বরে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা আয়োজিত সৃজনী উন্নয়ন র‍্যালীতে প্রধান বক্তা হিসাবে যোগ দিয়ে ওই বার্তা দিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার উন্নয়নমূলক কাজ করছে। এক্ষেত্রে পারদর্শী সরকারের সঙ্গে পারদর্শী সংগঠন প্রয়োজন। তাই, শক্তিশালী সংগঠন বুথ স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত করার বার্তা দিলেন তিনি। এদিন বিজেপি সভাপতি বলেন, যেসব দলীয় জনপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন সরকারি দায়িত্বে রয়েছেন, তাদের একইসঙ্গে সংগঠনের কাজকর্মকেও গুরুত্ব দিতে হবে। সংগঠনকে জনতার কাছে নিয়ে যেতে হবে। তিনি দাবি করেন, মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গী হতে পারলেই নেতা হয়ে যাবেন। মানুষের ভালোবাসার জায়গায় নিজেকে গড়ে তুলুন। সেলফি তুলে নেতা হতে পারবেন না, পরামর্শ দেন তিনি।

এদিন বিরোধীদের নিশানা করে বিপ্লবের কটাক্ষ, যারা বলছেন নতুন সরকার বেতন-ভাতা দেয়নি, চাকরি দেয়নি, তাদের উদ্দেশ্যে বলি, কেন্দ্রীয় সরকার ২৪০০ কোটি টাকা না দিলে কর্মচারীদের বেতন দেওয়া সম্ভব হতো না। এমন জায়গায় রাজ্যটাকে নিয়ে এসেছিল পূর্বতন সরকার। তিনি অনেকটা হুঙ্কারের সুরেই বলেন, যা দিয়েছি তাও দেওয়ার ক্ষমতা ছিলো না ওঁদের।

এদিন দলের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সরকারি কাজের মূল্যায়ন এবং শক্তিশালী বুথ গঠন করুন। তবেই ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার দীর্ঘস্থায়ী হবে। তাঁর দাবি, গত ২০ মাসে ২৩০০ এর উপর চাকরি হয়েছে, এর মধ্যে নিয়মিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চালক গ্রেপ্তার হচ্ছে না, প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। লেফুঙ্গা থানাধীন আগরতলা বামুটিয়া সড়কে প্রতিদিন বাইক সন্ত্রাস বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে নাবালক ছেলেরা প্রচন্ড গতিতে এই সড়কে বাইক নিয়ে যাতায়াত করছে। এছাড়াও লাইসেন্সবিহীন, ইন্সুরেন্স বিহীন অবস্থায় বাইক চলাচলের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে। এর প্রতিফলন গত কিছুদিন আগে লেফুঙ্গা থানাধীন কালিবাজার এর জামাই চৌমুহনী এলাকায় ঘটে যায় একটি বাইক দুর্ঘটনা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন ইস্যুতে নতুন বছরের শুরুতেই রাজ্যব্যাপী আন্দোলনে নামবে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। নতুন বছরের প্রথম দিকে তথা জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ থেকে রাজ্যব্যাপী আন্দোলন সংগঠিত করবে প্রদেশ কংগ্রেস। সিএএ, এনআরসি, নারী সংক্রান্ত অপরাধ, খুন সহ অর্থনৈতিক মন্দা ইত্যাদির প্রতিবাদে এই আন্দোলন কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানান প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি পিযুষ বিশ্বাস।

সোমবার কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীবিশ্বাস জানান, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রের নির্বাচন দিয়ে স্পষ্ট মানুষ আর এই দলকে চাইছে না। কংগ্রেস মুক্ত ভারতের শ্লোগান আজ অতীত। যার সদ্য প্রমান ঝাড়খন্ড বিধানসভার নির্বাচন। রাজ্যের মানুষ এই নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে ছিল। সোমবার ঝাড়খন্ড বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে সন্তোষ ব্যক্ত করে এই কথা বলেন পি সি সি-র অস্থায়ী সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস। তিনি দাবী করেন রাজ্যের কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে নতুন করে জোশ ফিরে এসেছে। এই রাজ্যের সরকারের চিরাচরিত ভাবে কটাক্ষ করেন তিনি। বেকারত্বের হার দারুন ভাবে বেড়েছে। ১০,৩২৩ নিয়ে সরকারের নীরবতা নিয়ে সুর চড়ান তিনি। প্রতিশ্রুতি পালন করেনি সরকার। স্বাধীনতা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মিডিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। ভুল ভ্রান্তি হলে ধরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান পি সি সি-র অস্থায়ী সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস।

এদিন কংগ্রেস ভবনে জেলা, ব্লক ও অন্যান্য সাখা সংগঠন গুলির প্রধান দিয়ে নিয়ে ড্রাফ ভোটার তালিকার উপর পর্যালোচনা করা হয়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমস্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে তা সম্পর্কে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর ।। আবারও কৈলাসহরের শহর এলাকার এক গৃহবধূ আগুনে দগ্ধ হয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ঘটনা কৈলাসহর পুর পরিষদের ছয় নং ওয়ার্ডের বৌলাপাশা এলাকায়। কৈলাসহর থানার পাঁচশো মিটারের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে।

সোমবার দুপুর বারোটার সময় হঠাৎ নিজ বাড়িতেআগুনে জ্বলতে দেখে বাড়ির অন্যান্যরা। আশপাশের মানুষরা কৈলাসহর ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। খবর পাওয়া মাত্রই দমকল কর্মীরা এসে গৃহবধূকে উদ্ধার করে কৈলাসহরের ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার সৌমেন দাস জানান, শিল্পী পাল দাস নিজ বাড়িতেই খুব সম্ভবত নিজে থেকেই গায়ে আগুন লাগিয়ে আহত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনআরসি ঃ দেশবাসীকে বিভ্রান্ত না হতে আবেদন জিষ্ণু ও রেবতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব (সংশোধিত) আইন নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখনও চর্চা করছেন। কিন্তু, মানুষকে এই আইন নিয়ে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। আইনে কি রয়েছে না জেনেই সারা দেশ তোলপাড় করে তুলেছেন বিরোধীরা। সোমবার এভাবেই নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতাকে বিঁধলেন ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। তাঁর কথায়, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে দেশের কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। এদিকে, পূর্ব ত্রিপুরার সাংসদ রেবতি মোহন ত্রিপুরাও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের পক্ষে সওয়াল করে বলেন, সারা দেশকে শুধুই বিরোধিতার জন্য অশান্ত করে তুলেছেন বিরোধীরা। তাঁরা সস্তা রাজনীতির পরিচয় দিচ্ছেন।

উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বলেন, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। রাজ্যের পাশাপাশি গোটা দেশেও এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তাঁর দাবি, পূর্বতন সরকার ১২০০ কোটি টাকা দেনা রেখে গেছে। অথচ, তারাই এখন রাজ্য সরকারের কাজকর্মের সমালোচনা করছেন। গঠনমূলক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ ধৃত যুবক পুলিশ রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। স্কুলছাত্রীকে বলপূর্বক গাড়িতে তুলে নিয়ে ধর্ষণের ঘটনায় ধৃত আব্দুল খালেককে চারদিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত। গতকাল রেগুলার কোর্ট ছিল না। তাই তাকে একদিনের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার সোনামুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা শেষে ছাত্রীরা যখন বাড়ি ফিরছিল তখন এক ছাত্রীকে জোর করে গাড়িতে তুলে অপহরণ করে নির্জন এলাকায় নিয়ে যায় এক যুবক। সেখানে তাকে ধর্ষণ করে ঠাকুরমুড়া এলাকায় এনে চলতি গাড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে চম্পট দেয় ওই যুবক। স্থানীয় জনগণ রক্তাক্ত অবস্থায় ছাত্রীটিকে উদ্ধার করে সোনামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু, গাড়িটি তারা আটক করতে পারেননি। চিকিৎসকরা তার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে মেলাঘর মহকুমা হাসপাতালে তাকে স্থানান্তর করেন। সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছিলেন চিকিৎসকরা। বর্তমানে ওই স্কুল ছাত্রী জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আত্মহত্যার অনুমতি চেয়ে দোষ আড়ালের চেষ্টা করেছেন অ্যাকাউনটেন্ট ঃ এসডিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। দোষ আড়াল করতে মহকুমাশাসকের কাছে কার্যত আত্মহত্যার অনুমতি চাইলেন রাজ্য সরকারের খাদ্য দফতরের অ্যাকাউন্টেন্ট ব্রজলাল দেববর্মা। ছয় মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না, ফলে অর্থাভাবে জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। তাই বিলোনিয়া মহকুমাশাসকের কাছে "বিষ" সরবরাহের জন্য চিঠি দিলেন তিনি।

এ-বিষয়ে বিলোনিয়ার মহকুমাশাসক মানিকলাল দাসের বক্তব্য, দুর্নীতির সাথে যুক্ত থাকার অপরাধে ইতিপূর্বে ব্রজলাল দেববর্মার বেতন আটকে দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি ত্রিপুরা বনধ-এ তিনি শামিল হয়েছিলেন বলে অভিযোগ সংবলিত রিপোর্ট দিয়েছেন লংতরাইভ্যালির মহকুমাশাসক। ওই অপরাধ ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই বিষ চেয়ে চিঠি লিখে থাকতে পারেন তিনি, অনুমান করে বলেন মহকুমাশাসক মানিকলাল দাস। সাথে তিনি যোগ করেন, এ-ধরনের নিয়ম বহির্ভূত কাজের জন্য ব্রজলাল দেববর্মার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিলোনিয়া মহকুমাশাসকের অফিসে খাদ্য দফতরের অ্যাকাউন্টেন্ট ব্রজলাল দেববর্মা বর্তমানে লংতরাইভ্যালি মহকুমাশাসকের অফিসে কর্মরত। তিনি সম্প্রতি বিলোনিয়া মহকুমাশাসকের কাছে চিঠি দিয়ে বিষ সরবরাহের অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, ছয় মাস ধরে তিনি বেতন পাচ্ছেন না। ফলে, অর্থাভাবে তাঁর জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। তাঁর আরও দাবি, টাকার অভাবে অনাহার এবং ওষুধের অভাবে জীবন্মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। এমন পরিস্থিতিতে স্ত্রীকে নিয়ে বেঁচে থাকা তাঁর খুবই কঠিন। তাই তিনি বিলোনিয়ার মহকুমা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএএ ও এনআরসির বিরুদ্ধে রাজঘাটে কংগ্রেসের ধরনা

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জী(এনআরসি)-র বিরুদ্ধে রাজধানী দিল্লির রাজঘাটে ধরনা দেখাল কংগ্রেস।এদিনের দলীয় ধরনায় উপস্থিত ছিলেন দলের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা, ওয়ানাডের সাংসদ রাহুল গান্ধী। এদিন সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, মনমোহন সিং সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমলনাথ, কপিল সিব্বল, গুলাম নবি আজাদের মতো নেতারা। উল্লেখ এই সমাবেশ রবিবার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা স্থগিত করে দেওয়া হয়।

সোমবার রাজঘাটে কংগ্রেসের ধরণা আন্দোলন কর্মসূচীতে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী সহ অন্যান্যরা।

উল্লেখ করা যেতে পারে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জীর কোনও প্রভাব যে দেশবাসীর উপর পড়বে না তা রবিবার রামলীলা ময়দানের জানিয়ে দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী।

সেকেরকোটে যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার, অভিযোগ পরিকল্পিতভাবে হত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। ফের রাজ্যে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সোমবার সাতসকালে সেকেরকোটের চা বাগানের রাস্তার ধারে বছর আঠাশের যুবক তনুজিৎ সরকারের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে। কিন্তু তাঁর নাকে ও কানে রক্তের ছাপ রয়েছে। ফলে তনুজিৎকে খুন করা হয়েছে বলেও অনুমান করা হচ্ছে।

আজ সকালে সেকেরকোটে কাঞ্চনমালা চা বাগানের পাশে চৌমুহনিবাজারের লাহোরটিলা এলাকার বাসিন্দা ভূষণ সরকারের ছেলে তনুজিৎ সরকারের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। চা বাগানের শ্রমিকরা মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে আমতলি থানার পুলিশ ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জিবি হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ছেলের মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে তার বাবা-মা ছুটে আসেন।

মৃতের বাবা ভূষণ সরকার বলেন, রবিবার কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তনুজিৎ। রাতে আর বাড়ি ফেরেনি। তাঁর কথায়, প্রায় সময় কাজে বেরিয়ে বন্ধুদের বাড়িতেই থেকে যেত সে। তাই গতকাল বাড়ি ফিরে না আসায় খোঁজাখুঁজি করিনি। তিনি জানান, তনুজিৎ পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ছিল। স্বাভাবিকভাবে পুত্রশোকে দিশেহারা বাবা-মা তাঁদের পরিবার প্রতিপালন কী করে করবেন তা ভাবাচ্ছে।

আমতলির এসডিপিও জানিয়েছেন, সেকেরকোটে রাস্তার ধারে মৃতদেহ পড়ে রয়েছে খবর পেয়ে আমরা ছুটে এসেছি। আপাতদৃষ্টিটি ঘটনাটি খুনের বলে মনে হচ্ছে না। তাই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নেওয়া হয়েছে। কানে এবং নাকে রক্তের ছাপ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, হয়ত রাস্তায় পড়ে গিয়ে রক্ত বেরিয়েছে।

এদিকে তনুজিতের মৃত্যু রহস্যজনক বলে দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের। তাঁদের কথায়, মৃতের জুতা এবং মানিব্যাগ মৃতদেহের থেকে অনেকটা দূরে পাওয়া গিয়েছে। ফলে প্রাণে বাঁচার অনেক চেষ্টা করেছে তনুজিৎ, এমনটাই মনে হচ্ছে।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ৭৬ ◻ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ◻ ৭ পৌষ ◻ মঙ্গলবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ঝাড়খণ্ডের শিক্ষা

ঝাড়খন্ড বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল হইতে আরেকটি শিক্ষা পাইয়াছেন বিজেপি নেতারা। বিভিন্ন রাজ্যের সাম্প্রতিক নির্বাচনে বড়সর ধাক্কা খাইয়া চলিয়াছে এই গেরুয়া দল। স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তার ভাঁজ নেতাদের কপালে। এনআরসি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়া দেশ জুড়িয়া অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। আন্দোলনের নামে চলিতেছে গুন্ডামী। জাতীয় সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হইয়াছে। হিংসার বলি হইয়াছেন অন্তত ১৬ জন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অবশ্য বলিয়াছেন বিরোধীদের ষড়যন্ত্র বানচাল করিবে দেশবাসী। প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যে তারতম্য আছে। দেশ জুড়িয়া উত্তাল হাওয়া মোকাবেলা করিতে গিয়া একেক জন বিজেপি নেতা সুবিধা মতো বক্তব্য রাখিতেছেন। আসামের ডাকসাইটে বিজেপি নেতা তথা অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তো এনআরসির বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে বক্তব্য রাখিয়াছেন। এইবার তিনি আরও গরম কথা ছাড়িয়াছেন। বলিয়াছেন 'অসমিয়া হবে বাধ্যতামূলক, অসমে জমি কিনিতে পারিবেন ভূমিপুত্ররাই।' দেশ জুড়িয়া বিধানসভার নির্বাচনী ফলাফলে বিজেপির ভরাডুবি হইয়াছে। সরকার গড়িতে চলিয়াছে কংগ্রেস ও ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা। ঝাড়খন্ডের ৮১ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ও ঝাড়খন্ড মুক্তিমোর্চা ও আরজেডি জোট পাইয়াছে ৪৭টি আসন। বিজেপি পাইয়াছে ২৫টি আসন। অন্যান্য জয়ী হইয়াছে ৯টি আসনে। ঝাড়খন্ডের এই ফলাফল আবারও বিজেপির বিরুদ্ধে কড়া বার্তাই। দেশ জুড়িয়া যে হাওয়া চলিতেছে, যে ক্ষোভের আগুন জ্বলিতেছে তাহারই বিস্ফোরণ ঘটিয়াছে ঝাড়খন্ড বিধানসভা নির্বাচনে।

ঘোড়া কেনাবেচার রাজনীতিতে কোন্ দল সবচাইতে বেশী পারদর্শী দেশবাসী তাহা ভালই জানেন। মহারাষ্ট্রের ঘটনায় শিক্ষা হইয়াছে বিজেপির। ঘোড়া কেনাবেচার রাজনীতি সম্পর্কেও দেশব্যাপী ঘৃণার উদ্রেগ হইয়াছে। সাধারণ মানুষ তাহা ভাল ভাবে নিতে চান না। ফলে, ক্ষোভের আগুন সময় সুযোগ মতো বিস্ফোরিত হয়। ঝাড়খন্ডে কংগ্রেস জোটের জয়জয়কার দেশ জুড়িয়া কিসের বার্তা যাইবে? মহারাষ্ট্রের পর ঝাড়খন্ড বিজেপির হাতছাড়া। গত লোকসভা নির্বাচনে ১৪ আসনের মধ্যে ১২ আসনে জয়ী হইয়াছিল বিজেপি। এনআরসির ধাক্কা যে বিজেপিকে বড়বেশী বেকায়দায় ফেলিয়াছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সংসদে দাঁড়াইয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জোর গলায় বলিয়াছেন সারা দেশেই এনআরসি লাগু করা হইবে। শুধু নাগরিকত্ব নিয়াই সমস্যার শেষ নাই। দেশ জুড়িয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণও মানুষকে হতাশ করিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্পষ্ট বলিয়াছেন দেশজুড়িয়া হাঙ্গামা কাহারা করিতেছে তাহা কাপড় দেখিলেই বোঝা যায়। সবচাইতে নির্লজ্জ রাজনীতি হইতেছে নীতিহীনতা, আদর্শহীনতা। সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশে ভোট দিবার পর একই দলের নেতা রাজ্যে চাপে পড়িয়া বলিতেছে রাজ্যে নাগরিকত্ব বিল কার্য্যকর করা হইবে না। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তো সরাসরি পাল্টি খাইয়া বলিয়াছেন রাজ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল মানা হইবে। এই নির্লজ্জ রাজনীতি দেখিয়া দেশবাসীর মনে ঘৃণা ক্ষোভ দেখা দিয়াছে। দেশের অন্তত ১২টি রাজ্য নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল কার্যকর করিবে না বলিয়াই ঘোষণা দিয়াছে। সংসদে ভোট দিয়া বিল পাশ করাইয়া বাহিরে চাপের মুখে বিল রাজ্যে কার্য্যকর করা হইবে না বলিয়া যে বালখিল্য রাজনীতির পরিচয় রাখিয়াছেন যেসব রাজনৈতিক নেতা তাহা এই দেশের চরম দুর্ভাগ্য। আসলে, রাজনীতির স্বচ্ছতায় যখন সংকট আসে তখন এইরকম বালখিল্য ঘটনাই ঘটিতে থাকিবে। কিছু শরিক বিজেপির সঙ্গ ছাড়িতেছে। অন্যদিকে বিরোধীরা জোটবদ্ধ হইতেছে। ঝাড়খন্ড নির্বাচন হইতে বিজেপি বড় শিক্ষা নিতে পারিবে। এখনই যদি দল জনমনে ক্ষোভের প্রজ্জলিত আগুন নিভাইতে না পারে তাহা হইলে বিরোধী শক্তির উত্থান হইবে। দূর্বল বিরোধী দল বিজেপি নেতাদের চোখের ঘুম কাড়িয়া নিয়াছে। আসলে, দম্ভ, অহংকার পতনকে ত্বরান্বিত করে। এই সত্যিকে অস্বীকারের কোনও সুযোগ নাই।

বিজেপির অপশাসন থেকে আজাদির ডাক শান্তিনিকেতন থেকে রামপুরহাট

বোলপুর, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিজেপির অপশাসন থেকে আজাদির ডাক শান্তিনিকেতন থেকে রামপুরহাটে পৌঁছল। সোমবার বিশ্বভারতীর বামপন্থী মতাদর্শের সমস্ত সংগঠন এক জোট হয়ে উপাসনালয় থেকে মশাল মিছিল শুরু করে। শহর প্রদক্ষিণ করে ফের তাদের এই মিছিল শেষ হয় উপাসনালয়ে। সেই মিছিল থেকে গেরুয়া অপশাসন থেকে মুক্তির ডাক দেওয়া হয়। পাশাপাশি, এনআরসি ও সিএএ বিরোধী স্লোগান দেওয়া হয়।এদিন বোলপুর ডাকবাংলো মাঠ থেকে তৃণমূলের মিছিল শুরু হয়ে গোটা শহর প্রদক্ষিণ করে ডাকবাংলো মাঠে শেষ হয়। এই মিছিলে হাঁটেন বোলপুর সাংসদ অসিত মাল, মন্ত্রী চন্দ্র নাথ সিনহা, বোলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সুশান্ত ভকত প্রমূখ। ঢাক ঢোল বাজিয়ে মিছিলে হিন্দু পুরোহিত, মুসলিম মৌলবী, আদিবাসী মানুষ মিছিলে হাঁটেন। নানুর, বোলপুর থেকে কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় করে মিছিলে। অন্যদিকে, রামপুরহাটে দলীয় কার্যালয় থেকে বহু মানুষ মিছিল করে গোটা শহর পরিক্রমা করে পাঁচ মাথা মোড়ে বিশাল সমাবেশ হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী আশীষ বন্দোপাধ্যায়, জেলা সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব ভট্টাচার্য্য ও সহ-সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি, যুব নেতা অভিষেক বন্দোপাধ্যায় প্রমূখ।এদিন সমাবেশ থেকে মন্ত্রী আশীষ বন্দোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দাগেন। আশীষ বন্দোপাধ্যায় বলেন, যে দেশের নাগরিক নির্বাচক তাদের নাগরিকত্বের প্রমাণ লাগবে? যদি তারা নাগরিক না হয়ে থাকেন, তাহলে তাদের ভোটে আপনি কি করে প্রধানমন্ত্রী থাকেন? আপনি পদত্যাগ করুন। অমিত শাহ আপনি অসমে বলেছেন, মুসলিমদের তাড়িয়ে দেবেন। আগে আপনি বলুন, ইউ পি এ আমলে আপনি কেন জেল খেটেছেন? এই দাঙ্গাবাজ বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষ আজ স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন নেমেছেন। বলুন, উত্তর প্রদেশে এত মানুষ মরছেন কেন? আসামে ১৯ লক্ষ বাঙালির নাগরিকত্ব বাতিল করেছেন। যার মধ্যে ১১ লক্ষাধিক মানুষ হিন্দু, বাদবাকি অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অসমে প্রতিনিধি পাঠিয়ে প্রতিবাদ করেছেন। যারা ভূমিহীন তারা দলিল কোথায় পাবেন? তাদের তো জমি নেই। পেঁয়াজের দাম ১৫০ টাকা কেজি। তার কোন উত্তর নেই আপনার কাছে প্রধানমন্ত্রী। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সুফল বাংলা থেকে কম দামে মানুষকে পেঁয়াজ সরবরাহ করেছেন।

আইআইএম-এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জন্য পাঁচ একর জমি

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম)-এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জন্য পাঁচ একর জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর একথা ঘোষণা করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র।

নিউটাউনে এই পাঁচ একর জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে। ১৯৬১-র নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্থানীয় কিছু সম্পন্ন বনিক, এমআইটি এবং ও ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় কলকাতায় তৈরি হয় ভারতের প্রথম আইআইএম। প্রথমে এটি ছিল বিটি রোডের এমারেল্ড বাওয়ারে। ১৯৬৮-র ১৫ ডিসেম্বর জোকায় নয়া ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন উপপ্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই। ১৯৮৫-এ আইআইএম সেখানে স্থানান্তরিত হয়। এর আগে যাদবপুর, কলকাতা, প্রেসিডেন্সি ও সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়কে নিউ টাউনে জমি বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি, ডুমুরজলা স্পোর্টস সিটিতে সিএবি'কে স্টেডিয়াম তৈরির জন্য ১৪ একর জমি দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে বলে এ দিন জানান ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বপ্নের বাড়ি কেনার আগে গ্রাহককে যা জানতে হবে

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

নিজের বাড়ির স্বপ্ন ---আজও আছে, গতকাল ছিল, আগামীদিনেও থাকবে। সময়ের বিবর্তনে স্বপ্নপূরণের পতগুলি শুধু পরির্বন হচ্ছে। এক সময় ছিল যৌথ পরিবার---ঠাসাঠাসি বাস করেও আনন্দের পিঠে ভাগ করে প্রদিদিনই ছিল পৌষাপার্বণ। বাড়ির স্বপ্ন ছিল অনেকটাই সুপ্ত। সময় গিয়ে চলে। যৌথ পরিবারের ইটে নোনা ধরতে শুরু করে। যাতে খুলে পড়ে বাড়ির পলেস্তারা বাড়ির স্বপ্ন পূরণের ইচ্ছে তত জেগে ওঠে। তবে সেই স্বপ্নের বাড়ি (অবশ্যই তখন ফ্ল্যাট নয়) মাথা তুলতো সব দায়াদায়িত্ব শেষ করে শেষ সম্বলের কড়িতে। ঋণ নিয়ে বাড়ি---নৈব নৈব চ। যৌথ পরিবার আজ ভাঙতে ভাঙতে 'নিউক্লিয়াস' ফ্যামিলি। এখানেই শেষ নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক দাপাদাপিতে স্বপ্নের বাড়ির ভাবনা-চিত্র আজ নতুন দৃষ্টির তুলিতে আঁকা। বাড়ি নয়, ফ্ল্যাট-ভিলা-এ্যাপার্টমেন্ট। নিজের টাকায় নয় পরের টাকায় বাড়ি। অর্থাৎ ,ঋণ —ইএমআই। ঋণ এখন সামাজিক 'ট্যাবু' নয়। বরং যোগ্যতার পরিচায়ক। কর্মজীবনের শেষে নয়—শুরুতেই স্বপ্নপূরণের ফ্ল্যাট বাড়ি। একক বাড়ি এখন বিলাসিতা—ফ্ল্যাট কালচার ছোট থেকে বড় সহ শহরেই। এই প্রেক্ষাপটে আজকের আলোচনা—ফ্ল্যাট বাড়ি কেনার আগে কি বিষয়ে নজর দিতে হবে সে সম্পর্কে।

এই প্রসঙ্গে একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৬১ সালে শহরের প্রায় ৫৪ শতাংস মানুষ ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। এখন সেই শতাংশ নেমে হয়েছে ২৮ শতাংশ। ২০১৭-১৮-এর কেন্দ্রে অর্থনৈতিক সমীক্ষায় এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বাড়ি বা ফ্ল্যাট কেনা প্রতিদিনের হাটবাজার করা নয় কিন্তু। এজন্য যারা প্রথমবার বাড়ি ফ্ল্যাট কিনছেন তাদের অনেক কিছু যাচাই করে, নিজেকে প্রশ্ন করে উত্তর জেনে তবেই ফ্ল্যাট বাড়ি কেনার স্বপ্নপূরণের সোপানে ধীরে ধীরে পা ফেলতে হবে। এবার দেখা যাক সেই বিষয়গুলি—

প্রয়োজন- বাড়ি / বাড়ি কেনার আগে প্রথমেই ভাবতে হবে---কেন আমি বাড়ি /ফ্ল্যাট কিনছি? নিজের সবসাসের জন্য তাহলে বাড়ি/ ফ্ল্যাট কত বর্গফুটের প্রয়োজন। আর বিনিয়োগের জন্যে হলে তার ভাবনা আলাদা হবে অবশ্যই। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এখন ফ্ল্যাট, না ভিলা বা অন্য কিছু তা কিন্তু ভাবনার বিষয়।

কোথায় কিনবো - ফ্ল্যাট/বাড়ির অবস্থানের ওপর দাম নির্ভর করে। যাতায়তের সুবিধা, পারিপার্শিক পরিবেশ---এসব কিছু বিবেচ্য বিষয়। সস্তা/ দাম কম একমাত্র বিবেচ্য হতে পারে না। শহর এবং তার কোন জায়গা/ লোকেশন বাছাই একটা বড় পর্ব।

মিমতার বিশ্বাসযোগ্যতা - শুধু নয় ফ্ল্যাট /বাড়ির নির্মাতার বিশ্বাসযোগ্যতা শুদুমাত্র 'বুকলেট' পড়ে বোঝা সম্ভব নয়। বাড়ির নির্মাণ সামগ্রীর মান, সুযোগ সুবিধার যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা রক্ষিত হবে কিনা, সময়ে ফ্ল্যাট হস্তান্তরিত না হলে কি হবে, ইত্যাদি। নির্মাতার বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর অনেকাংশ নির্ভরশীল। সম্প্রতি আবাসন ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার বেশ কিছু আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে, সে ব্যাপারে নিজেকে সড়গড় রাখা প্রয়োজন। এজন্য সুপরিচিত নির্মাতাকে বাছা বাঞ্ছনীয়, যাকে ভরসা করা যায়।

বুকিং -এর আগে যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে- অনেক ভাবনাচিন্তার শেষে বাড়ি কেনার স্থান অনেক দেখে ফ্ল্যাটও পছন্দ হয়ে গেছে। এবার বুকিং ও চুক্তির পর্ব। এই পর্বে প্রয়োজনে আইনি পরামর্শদাতার সাহায্যও প্রয়োজন হতে পারে।

১) চূড়ান্ত দাম- সব মিলিয়ে ফ্ল্যাট/ বাড়ির জন্য মোট কত দাম দিতে হবে তা জানা খুব জরুরি। কোনও লুকানো ব্যয় আছে কিনা, যা আপনাকে পরে দিতে হবে তা একবার নয়, দু'বার যাচাই করতে হবে। এছাড়া ওজিএসটি'র ব্যাপারেও চোখকান খোলা রাখতে হবে। এখনও অনেক নির্মাতা এব্যাপারে লুকোছাপা করতে পিছুপা হন না।

২) ক্রেতা বিক্রেতার দলিল/চুক্তিপত্র- বিষয়টি আইনি, আর এজন্য বেশ কিছুটা সময় দিতে—ছত্রে ছত্রে খুঁটিয়ে পড়ে এগোতে হবে। আর এই চুক্তিপত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিলে তার সহায়ক হবে কিনা তাও ভাববার বিষয়। কিস্তিতে বাড়িণ টাকা দিলে বাড়ি করে হাতে পাওয়া যাবে তা নিসিচয় হতে হবে।

৩) নির্মাতার ছাড়পত্র -যে কোনও আবাসন প্রকল্প গড়ে তুলতে আবাসন নির্মাতাকে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র (যেমন-বিল্ডিং প্ল্যান, জমির চরিত্র, দমকল, বিদ্যুৎ সংস্থা)

নিতে হয়। নির্মাতার কাছ থেকে সেসব ছাড়পত্রের ফটোকপি চেয়ে তা যাচাই করাও জরুরি। এখন কিন্তু ২০১৬-এ সার্টিফিকেটও জরুরি। আদালতের নির্দেশে ছাড়পত্র না থাকায় বড় আবাসনের বাসিন্দাদের সাদের ফ্ল্যাট ছাড়তে —একথা ভুলবার নয়।

ফ্ল্যাট/বাড়ি নিবন্ধকরণ- বুকিংয়ের পরে ফ্ল্যাট বা াবড়ির নির্ধারিত দাম মিটিয়ে দেওয়ার পরে আসবে কেনা ফ্ল্যাট নিবন্ধুকরণে অধ্যায়। বাড়ি/ ফ্ল্যাটের 'পজেশন বা দখল পেয়ে গেলেও এব্যাপারে ঢিলেমি কিন্তু অনেক সময় বিপত্তি ডেকে আনে। এজন্য এব্যাপারে কালবিলম্ব একদম নয়। নির্মাতা খুব আগ্রহ না দেখালেও ফ্ল্যাটে নিজের আইনি স্বীকৃতি জোরদার করতে নিজেকেই বেশি উদ্যোগী হতে হবে।

ফ্ল্যাট/ বাড়ি নিবন্ধকরণের আগে নিবন্ধকরণের জন্য কত স্ট্যাম্প ডিউটি/ অন্যান্য চার্জ দিতে হবে তা জেনে নিয়ে সেইমত অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা জরুরি। আর একাজে কি কি নথি লাগবে (যেমন ছবি, প্যানকর্ড, পরিচয়পত্র) তাও জেনে নিতে হবে। ঋণ নিয়ে বাড়ি/ফ্ল্যাট - আমরা আলোচনার শুরুতেই ফ্ল্যাট বাড়ি কেনার বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছিলাম। সেই সূত্র ধরে বলা যায়—কর্মজীবনে প্রথমে বাড়ি/ফ্ল্যাট কিনতে পারিবারিক সাহায্য না পেলে ভরসা সেই আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যারা ফ্ল্যাট কিনতে ঋণ দেয়। সঞ্চয় কর্মজীবনের শুরুতেই খুব বেশি তো হয় না—এছাড়া উপায় কি। আর শুধু কর্মজীবনের শুরু নয়, ঋণ একন কোনও সামাজিক ট্যাবু নয়। ঋণ নিয়ে বাড়ি/ফ্ল্যাটড বর্তমান সময়ের ধারা।

ক) নিজেরঋড় যোগ্যতা- ঋণগ্রহীতা আদৌ ঋণ পরিশোধ করতে পারবে কিনা তা যাচাই না করে কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ মঞ্জুর করবে না। এজন্য ঋণ গ্রহীতার ক্রেডিট স্কোরের বা ঋণ পাবার যোগ্যতা থাকা একান্ত জরুরি।

(খ) প্রসেসিং ফি আবেদনপত্রের নথি সুদ- আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেওয়ার আগে ঋণ নেওয়ার জন্য কি নথি লাগবে, ঋণ আবেদনপত্র বিচারের জন্য প্রসেসিং ফি এবং অবশ্যই সুদের হার,মেয়াদ এবং প্রয়োজনমতো ঋণ পাওয়া যাবে কিনা তা জেনে এগিয়ে যেতে হবে। সুদের হার ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে খোঁজখবর নেওয়া প্রয়োজন--- সব প্রতিষ্ঠানের সুদেরহার,নিয়ম এক নয়। কোনও প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে ভালো 'অফার'---তা বিচার করেই ঋণ নেওয়া এ ব্যাপারে ঋণের মেয়াদ, মাসিক কিস্তি (ইএমআই), সুদের হার—স্থির না ফ্লোটিং গভীরভাবে বিবেচ্য।

করের সুবিধা- আগেও আয়কর আইনে গৃহঋণ নিলে আয়কর ছাড় মিলতো। গত দু'তিন বছরে দেশের বেহাল অর্থনীতির হাল ফেরাতে আরাসন শিল্পকে পাখির চোখ করে সরকার নির্মাতাদের জন্য আর্থিক প্যাকেজ বা প্রকল্প নিয়েছেন। অন্যদিকে, আবাসন ক্রেতাদের ফ্ল্যাট/বাড়ি কেনার আগ্রহ বাড়াতে বিশেষ করে যারা প্রথম বাড়ি কিনছেন তাদের আয়করে আরও বাড়িতে ছাড়ের বিধান করেছেন। শুধু আয়করে নয়, পণ্য ও পরিষেবা করও (জিএসটি) অনেকক্ষেত্রে কমানো হয়েছে। এজন্য গৃহঋণ নিয়ে প্রথম বাড়িটি কেনার আগে দেখা প্রয়োজন গৃহঋণ করের বোঝা কতটা কমবে। কার্পেট এরিয়া/ দামের সামান্য কম/ বেশিতে করের বাড়িতি ছাড় কতটা হাতছাড়া হচ্ছে তার দিকে নজর দেওয়া জরুরি। এবার এক ঝলকে হিসেবটা দেখা যেতে পারে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

দুর্যোধন দুঃশাসনেরা যুগে যুগে

হরিগোপাল দেবনাথ

দক্ষিণ আমেরিকার আমাজনের বন-গহ্বরে বহুদিন ধরে দাবানলের লেলিহান শিখা অনির্বাপিত। এতে সেই মহাদেশের বা পৃথিবীর বুকে অন্যান্যদের সমস্যা কিংবা বিপদ আপদ ও ক্ষয়ক্ষতি যা-ই ঘটুক, প্রত্যক্ষ ক্ষতিটা যে পরিবেশের হচ্ছে, সে বিষয়টিতে কারোরই দ্বিমত থাকার কথা নয়। বন পুড়লে, বনজ সম্পদ ধ্বংস হলে অপূরণীয় ক্ষতি ঘটে। ব্যাপকহারে দাহ্য পদার্থ দগ্ধ হলে বায়ুমণ্ডলের ক্ষতির আশংকা থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও ব্যাপক আকারে আধুনিক সমরাস্ত্র নিয়ে যদি যুদ্ধ বাঁধে তাতেও প্রাণহানি, ধনক্ষয়ের সাথে সাথে সমাজের বুকে পরিবেশ-পরিস্থিতির অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতির সম্ভবানা থাকেই একথা বলে বোঝাতে হয় না।

আচ্ছা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, গণহত্যা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মহামারী, সুনামি বা জলোচ্ছাস ইত্যাদি কারণে মানবকুল শুধু কেন, সমগ্র জীবকুল উদ্ভিদ জগতের ও বস্তুজগতের ক্ষতি সাধিত হয়, তা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু মনুষ্যসৃষ্ট অন্যবিধ কারণে যদি মানুষের সমাজে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্তপাত ঘটে, বিষয় সম্পত্তির অযাচিত ধ্বংস বা অপচয় ঘটে,তাতে মানবসমাজের কী পরিমাণে ক্ষতির আশংকা থাকে, তাও কি বন্যাক্রান্ত নদীতে জল মাপার যন্ত্র দিয়ে, মানবদেহে জ্বর মাপার থার্মোমিটার দিয়ে, ভূপম্পনের মাত্রা বোঝার সিসমোগ্রাফ দিয়ে অথবা খাদ্য পানীয়ে বেজাল মাপার যন্ত্র দিয়ে নির্ণয় করার মতো আধুনিক ভৌত বিজ্ঞানী, রসায়ণ বিজ্ঞানী, রাষ্ট্র বিজ্ঞানী, মনো বিজ্ঞানী কিংবা রাজনীতি বিশারদদের আবিষ্কৃত কোন উপায় রয়েছে আজকাল বড়ই জানতে ইচ্ছে জাগে। আধুনিক সমরাঙ্গনে জয়লাভের উদ্দেশ্যে আনবিক, পারমাণবিক, হাইড্রোজেন, এমনকি মানব বোমাও আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বড়ই আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে যে, রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের তথা দেশ কাণ্ডারী নেতা নেত্রী, তথা হোমড়া চোমড়া, তামাম ক্যাডারবর্গ, তামাম চেলাচামুণ্ডা বা চামচাবাহিনী ইত্যাদি খেয়ালখুশী বা মর্জিত (whims) দেশের রাষ্ট্রে বা রাজ্যের ও সর্বোপরি সমাজের যে অপরিমেয় ভৌতিক, বৌদ্ধিক বা মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিপর্যয় ঘটার অথবা ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হবার সম্ভাবনা থেকে থাকে, সেগুলো মাপার বা নির্ণয় করার কোন যুক্তি সঙ্গত বিধি ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি, আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কথা কেউ ভাবছেন কি? মনে হয়, অতি মুষ্টিমেয় চিন্তাবিদ ও মানব হিতৈষীরা ছাড়া এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজনই কেউ বোধ করেন নি। আর সহসা বোধ করার তাগিদ অনুভব করেন বলেও আমি সন্দেহমুক্ত নাই। তবে, অন্যান্য সব দিক গুলোর মতো এ দিকটা নিয়ে ভাবলেও ভাল হতো। নির্দ্বিধায় বলতে পারি।

আজ মনে পড়ছে, ছাত্রজীবনে কোন এক সময়ে এক বিদ্বজ্জনপরিমণ্ডলে গিয়ে শুনেছিলুম একটি অতি মূল্যবান মন্তব্য law is nothing but commonsense and commonsense is such a thing as very very uncommon উক্ত উক্তিটি মনের ক্যাসেটে এতটাই শক্তরূপে বাঁধাই হয়ে রয়েছে যে, এতকাল পড়ে আজও তা মন থেকে উধাও হয়ে যেত পারে নি। আর অতি সম্প্রতি আমাদের ভারত যুক্তরাষ্ট্রে আধুনিকতম স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সুশিল্পীদের ক্রিয়াকাণ্ড চাক্ষুষ করে আইন কানুন (বলতে হচ্ছে আন্ধা কানুন) দেখে পূর্বোক্ত মন্তব্যটির তাৎপর্য আমার অনুভূতিতে একটা জোর ধাক্কা এনে দিল।

এ প্রসঙ্গে দুয়েকটি প্রশ্নও মনে জাগতেও শুরু করেছি বৈ কি! প্রশ্নগুলো একে একে সাজিয়ে নিচ্ছিঃ-(ক) আইনবড়, না মানুষ? (খ) মানুষের জন্যে আইন, না আইনের জন্যে মানুষ? (গ) বঙ্কিমচন্দ্রে লেখায় রয়েছে 'শিক্ষক কল্যানে বধ্য ছাত্র' আবার জনৈক ইংরেজ লেখকের মতে People are the common fodder of connous তাহলে কি, আমাদের বুঝতে হবে, শাসক কুলের মনোরঞ্জনে দেশবাসী নাগরিকবৃন্দ? তা-ই যদি না হবে, তবে আজকের ভারতে মোদিজী, শাহজীরা এতটাই বাড়াবাড়ি করছেন কোন যুক্তিতে? বিগত ২০১৪ সালে এর অনেক আগে থেকেই ভারতের দুর্দিনে দুরবস্থার সুযোগ লুফে নিয়ে মোদিজীকে জমানার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। কালক্রমে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গুজরাটের গোধরা কাণ্ডের ক্লীনচিটও তিনি পেয়ে গেছেন। ক্ষমতা কেড়ে নিতে তিনি তামাম ভারতবাসীকে স্বপ্নের দুরাশার রামধনুর রঙচঙ দেখিয়ে তিনি ভড়কে দিতে পেরেছিলেন। বেকারদের তাশার মরুভূমিতে তিনি সুপেয় শীতল বারি প্রতি বছরে দু'কোটি চাকরির অফার ছাড়বেন প্রলোভনে মুগ্ধ করেছেন। দেশের গরিব বুভুক্ষু নিম্ন মধ্যবিত্ত- মধ্যবিত্তবানদের আশ্বাসবাণী শুনিয়েছিলেন, বিদেশের ব্যাঙ্ক গুলোতে ভারতবাসীকে পনের লাখ করে ক্যাশ টাকা বিলিয়ে দেবেন। বেকারদের চাকুরি পাবার যেমন সুরাহা হয় নি তেমনি গরিব গুধোরা কেউ কোন কানাকড়ি কালো টাকার বখরা পাননি বলেই জানি। তদুপরি, আরেক ধাপ্পা দেখিয়ে তিনি মস্তবড় বাজিমাৎ করলেন দেশের নোট ও মুদ্রা অচল করে দিয়ে। বললেন, কালোটাকা ওয়ালাদের ও সন্ত্রাসবাদীদের শায়েস্তা করবেন। অগণিত দেশবাসী মাথা নত করে সেই বিনতুঘলকীয় খেয়ালও নীরবে মেনে নিলেন। এরপর খেল দেখালেন জি এসটি-চালু ইত্যাদির। কিন্তু হাতে হাতে ফল পেলেন ভারতীয় লাগামহীনভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির উর্ধগতি, অর্থনৈতিক ধারাবাহিক অবনতি, কৃষি ও কৃষকদের দুরবস্থা আইন শৃঙ্খলার অবনতি, বেকার সসম্যা, প্রশাসনিক দুর্বলতা শাসকগোষ্ঠীর ক্যাডারদের দৌরাত্ম্য আর দুর্নীতি ও দুর্বত্তপনার ব্যাপক জৌলুস। অথচ আশ্চর্যের হলেও সত্যিটা হল, এত সব অনাচার এতদিন (বিগত দেড়বছর) মানুষ মুখ বুজে সয়ে গেছেন ও ক্ষামতাশীলের দাপট মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু দিল্লির মসনবদারের ভুলে গেছেন যে, 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়। আর ভুলে গেছেন বা ভুলে যান বলেই ক্ষমতাদর্শরা ক্রমশঃ ভীতিজনক থেকে ভয়ংকর হয়ে উঠেন। আবার দেশের বর্তমান ভাজপা নায়কদের তথৈবচ অবস্থা। বলতে হচ্ছে আমাদের রাজ্যে ত্রিপুরার কথা কিছুকাল আগে লক্ষ্য করেছি, আমাদের রাজ্যেশ্বর ঘনঘন দিল্লি যান, দিল্লিতে বিভিন্ন দপ্তরের অধীশ্বরদের নিয়ে বৈঠকে বসেন, আলোচনা করেন ওরাজ্যের জন্যে দিল্লির আশীর্বাদ ও রাজ্যবাসীর কল্যাণে কাড়ি কাড়ি অর্থের যোগান রাজ্যে বয়ে আনেন। কিন্তু একনকার হাল হকিকৎ জানান দিচ্ছে সবই বুঝি বুঝি ফাঁকা আবাজ—ফাঁকা বাঁশের খটাখট। কেননা রাজবাসীর কপালে রাজ্যের রাস্তা ঘাটের দুর্দশার বিন্দুমাত্র সারাই হচ্ছে না, পানীয় জলের ও দুর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। চিকিৎসাব্যবস্থা মুখে বা কাগজে মারিতং জগৎ আর কাজে অষ্টরম্ভা। এরাজ্যে বেকারদের মিসং কলে চাকরির অফার পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে থাকলেও অফারের 'অ' কারের বাগ্যেই শিকে ছিঁয়ে কোটরে পড়েনি।

কিন্তু এখন সবদিক ছাড়িয় রাজ্যবাসীর মরণদশা হয়েছে প্রকট। বিগত ২০১৪ সালে কেন্দ্রে মোদিজী গদীনসীন হয়ে ২০১৬ সালে এন, আর সি ও সি এএ নোগরিকত্ব সংশোধনী আইন দেশবাসীর ওপর চাপাতে চেয়েছেন। সঙ্গে দোসর জুটলেন প্রাক্তন সহচর। দুয়ে মিলে রাম আর লক্ষণ হলে তো ভারতবাসীর সৌভাগ্যের দরজা খুলেই যেত। কিন্তু, ইদানিং অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মণিপুর, অসম হয়ে সারা ভারতেই যেভাবে এন আরসি ও সিএএ-র প্রতিবাদে দাবানলের শিখা জ্বলতে শুরু করেছে, তারধুম-উদগীরনে অবশ্যই দেশবাসীর প্রাণ শক্তির শুধু অপচয়ই হচ্ছে না, রীতিমতে শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়েছে। ফলে মনে হচ্ছে উক্ত দোসর যেমন মহাভারতের যুগের দুর্যোধন আর দুঃশাসন।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই দুর্যোধন দুঃশাসনেরা কি যুগে যুগেই অনিবার। এদের বংশের আর বিলুপ্তি ঘটবেই না? আমরা দুর্যোধন,দুঃশাসন, এটিলা, হিটলার , স্ট্যালিন ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের দুরাত্মাদের কথা শুনেছি। জীবদ্দশায় ইয়াহিয়া খান, আয়ুব খান, নেহেরু তনয়া প্রমুখদের স্বৈরাচারি তার নাজীর চাক্ষুষ করেছি। কিন্তু বর্তমানে চামুণ্ডারা যেভাবে ভারতের নাগরিক বাঙালীদের হেনস্তা করতে ও তাদেরকে রাষ্ট্রহীন বানাতে যে ছক সাজিয়েছেন, তাতে আশংকা হচ্ছে আবারও না একটা 'কুরুক্ষেত্রে-রণ' দেখা দেয় অদূর ভবিষ্যতে।

কই, 'এন আর সি' ও সি এএ' প্রবর্তকদের তো জন মানসের আর্তনাদ বা প্রতিবাদ কোনটাই নিয়েই কোনরূপ ভ্রূক্ষেপের লক্ষণ বোঝা যাচ্ছে না। আজ দেশ বিদেশ ম্যয় রাষ্ট্র সংঘ পর্যন্ত ভারতীয় দুরাত্মদের ভ্রষ্টাচারে ও স্বৈরাচারিতায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে হয়েছে। ওদের প্রবর্তিত উক্ত উভয় আইনের খেসারত দিতে গিয়ে যারা পরিস্থিতির শিকার পরিণত হবেন বা আক্রান্তের বলি হবেন, তাদের চোখের জল, বুকের তাজা রক্ত আর প্রাণের মূল্য--- সবকিছুই কি নীলামদের হটকারিতার বাজারে বিকিয়ে যাবে তর্কের খাতিরে না হয় মেনেই নিলুমকে, অতীতের গান্ধী, নেহেরু, জিন্নাদের দৌরাত্ম্য ও দুর্বৃত্তপনা তৎকালীন দেশবাসী তথা বাঙালী জনগোষ্ঠী তাদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতিতে ভরসা কেরে ভুল করেছিলেন। বলেই আজ খেসারতের পর খেসারত যোগাতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু সেই দিনগুলোর হুবহু পুনরাবৃত্তির যে আজও ঘটবে, আর কি নিশ্চিয়তা রয়েছে? ১৯৪৭ আর ২০১৯-২০ সময়ের ব্যবধানে যুগের পরিবর্তন হয়েছে, মনমানসিকতা বদলেছে চিন্তাশক্তিতে এসেছে যুগোপযোগী ও বক্তব্য নিষ্ঠায়। তাই বলব দুর্যোধনীয় বৃত্তি পরিহার করে একবার জনতার মনের ভাষা বুঝতে শিখুন, তবে হবে মঙ্গল। মনে রাখা প্রয়োজন—জীবন না থাকলে ঈশ্বর গুরুত্বহীন, তদ্রূপ জনতা ছাড়া নেতারও মূল্যহীন।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দেশ : শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা ২৩ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সব ধর্মের মানুষের সমান অধিকার ভোগ করার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য কাজ করছে। সোমবার বিকেলে গণভবনে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় এ কথা বলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন,'বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে সবধর্মের মানুষের সমান অধিকার আছে। এবং সেই সমান অধিকার নিয়েই আপনারা থাকবেন। সব ধর্মের মানুষকে সরকার সমান চোখে দেখে সে কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য আমরা কাজ করি। আমরা প্রত্যেক ধর্মের মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করি।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান অধিকার নিয়ে বসবাস করবে, সমান সুযোগ নিয়ে বসবাস করবে। আমরা সেই নীতিতে বিশ্বাস করি। মহান মুক্তিযুদ্ধে সব ধর্মের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, ধর্ম-বর্ণ সব মানুষ এক হয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে আমরা বিজয় অর্জন করেছি। কাজেই আমরা চাই এই বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে উঠবে। খ্রিস্টান ধর্মীয় মানুষের কল্যাণে নেওয়া সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবাইকে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বড়দিনের সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর হাতে বড়দিনের শুভেচ্ছা কার্ড তুলে দেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও এবং বাংলাদেশ খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্মল রোজারিও। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রোমান ক্যাথলিক চার্চের বাংলাদেশে সর্বোচ্চ প্রতিনিধি কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, বাংলাদেশ খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট সংসদ সদস্য জুয়েল আরেং, সংসদ সদস্য গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার, বাংলাদেশ খ্রিস্টান লীগের সাধারণ সম্পাদক ড্যানিয়েল নির্মল ডি কস্তা প্রমুখ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মো. আব্দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্মল রোজারিও। সঞ্চালনা করেন খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার।

বাংলাদেশের কেউ ভারতে থাকলে ফিরিয়ে আনা হবে: ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা ২৩ ডিসেম্বর : ভারতে থাকা বাংলাদেশিরা চাইলে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। সোমবার দুপুরে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। এর আগে ভারতের অসম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সানোওয়াল বলেন, বাংলাদেশ থেকে আর কেউ অসমে ঢুকতে পারবে না। বিষয়টি উল্লেখ করে, সেখানকার বাংলাদেশিরা দেশে ফিরতে চাইলে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, তারা চাইলে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। এ সময় তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর বিএনপির অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে বলেন, ২০০১ সালে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর যে হামলা হয়েছিল, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ের বর্বরতাকেও তা হার মানিয়েছে। সেই সময় অনেকেই জান-মালের নিরাপত্তা রক্ষায় দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন।

এ সময় এই বিষয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের এক মন্তব্যের প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'তিনি শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছেন। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। বিএনপির সময়ই সবচেয়ে বেশি হামলা হয়েছে।

সেরা বাংলা ছবি সৃজিতের 'এক যে ছিল রাজা'

কলকাতা,২৩ ডিসেম্বর (হি.স.):আরও একবার সেরার পালক জুড়ল পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গে উ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা বাংলা ছবি হিসেবে সম্মানিত হলো ''এক যে ছিল রাজা''উ পুরস্কার গ্রহণ করে আজ সোমবার টুইটারে ফটো পোস্ট করলেন পরিচালক ।ভাওয়াল সন্ন্যাসীর ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছিল পরিচালক সৃজিতের 'এক যে ছিল রাজা'-র গল্প উ ভাওয়াল সন্ন্যাসীর চরিত্রে ছবিতে দেখা যায় যিশু সেনগুপ্তকে উ ১৯৭৫ সালে একই বিষয়ে ছবি হয়েছে বাংলা সিনেমায়উ ''সন্ন্যাসী রাজা'' মহানায়ক উত্তম কুমারের অন্যতম অমর চরিত্রউ তবে বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসীকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন পরিচালক সৃজিতউ একটি মামলাকে ঘিরেই এগিয়েছে সৃজিতের 'এক যে ছিল রাজা'-র গল্পউ মৃত ঘোষণা হওয়ার ১২ বছর পর ফিরে আসেন ভাওয়াল রাজাউ যিশু ছাড়াও এই ছবিতে দেখা যায় রাজনন্দিনী পালকে,জয়া এহসান, অঞ্জন দত্ত ও অপর্ণা সেন ছাড়াও আরও অনেককে।

কেন্দ্রীয় সম্পত্তি নষ্ট করার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহীদের উৎসাহিত করছে রাজ্য সরকার: দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.): বিভিন্ন দেশের উৎপীড়িত মানুষদের ভারত বর্ষ আশ্রয় দিয়েছে। পূর্বে কংগ্রেসও দিয়েছে এখন বিজেপিও দেবে। এটাই ভারতের পরম্পরা। রাজ্য সরকার এই পরম্পরাকে অমান্য করছে। সোমবার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সমর্থনে মিছিলের পর সমাবেশ থেকে এমনটাই জানালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন সুবোধ মল্লিক স্কয়ার থেকে মিছিল শুরু হয়ে পৌঁছায় শ্যামবাজার পর্যন্ত। মিছিলের শেষে সমাবেশ থেকে এদিন দিলীপবাবু বলেন, 'আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও এই আইনকে বিরোধিতা করছে। রাজ্যপালকে কালোপতাকা দেখাচ্ছে। তাদের ভুল বোঝানো হচ্ছে এই আইন নিয়ে।' এমনকি রাজ্য সরকার নাগরিকত্ব আইন নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ করে গেরুয়া শিবির। দিলীপ ঘোষ বলেন, 'মোদি সরকারের নেতৃত্বে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে আমরা লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাস করিয়েছি। কিন্তু বামফ্রন্ট কংগ্রেস ও তৃণমূল এই আইনের বিরোধিতা করে সংবিধান সংসদ সবকিছুকেই অমান্য করছে'। দিলীপবাবু অভিযোগ করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বাংলা পড়তে হবে। এর প্রতিবাদ করে ১৩ জন নেপালি যুবক পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। কোন তৃণমূল কর্মীকে সেই সন্তানহারা মায়ের সাথে দেখা করতে দেখা যায়নি। কিন্তু উত্তরপ্রদেশে যখন সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার জন্য কিছু রাষ্ট্রদ্রোহী মারা গেছে তখন দিদির ভাইরা তাদের সাথে দেখা করতে ছুটেছেন। এমনকি উত্তরপ্রদেশে তার পেছনে তিনি এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে দায়ী করেন। বলেন, 'উত্তরপ্রদেশে আগুন লাগাচ্ছে বাংলার লোকেরাই।' রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তিনি বলেন, 'বিভিন্ন রাষ্ট্রদ্রোহীদের উৎসাহ দিচ্ছে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সম্পত্তি নষ্ট করার জন্য।মোদি সরকারের জন্য দেশের নাম যেখানে উজ্জ্বল হয়েছে সেই দেশের নামে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে রাজ্য সরকার'।

সোমবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে নেতা কর্মীদের মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

নাগরিকত্ব আইন এবং নাগরিকপঞ্জির প্রতিবাদে পঃবঙ্গের জেলায় জেলায় প্রতিবাদ মিছিল তৃণমূলের

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স) : একদিকে বিজেপির ডাকে নাগরিকত্ব আইন এবং নাগরিকপঞ্জির সমর্থনে সোমবার মহা মিছিলে জনজোয়ারে ভেসে গিয়েছিল কলকাতা, আর তখনই একই ইস্যুতে জেলায় জেলায় প্রতিবাদ মিছিল করল তৃণমূল। মিছিল হল উত্তরের রায়গঞ্জ থেকে দক্ষিণবঙ্গের আসানসোল, বারাকপুর, শ্রীরামপুর সহ বিভিন্ন জেলায়।

আজ সোমবার উত্তর ২৪ পরগণা জেলার তৃণমূলের পক্ষ থেকে নাগরিকত্ব আইন এবং নাগরিকপঞ্জির প্রতিবাদে বারাকপুরে মিছিল করেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় রায় ও দমদম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সৌগত রায়। এদিন বারাকপুর স্টেশন থেকে মিছিল শুরু হয়ে বারাকপুর চিড়িয়ামোড়ে গিয়ে মিছিলটি শেষ হয়। এদিন মিছিলের পড়েই বারাকপুর স্টেশনের কাছে বিশাল জনসভা করে তৃণমূল। বিজেপির দাবি, নাগরিকত্ব বিল যেদিন পাশ হয় সেদিন লোকসভা ৮জন তৃণমূলের সাংসদ অনুপস্থিত ছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন, দমদম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, যেদিন এই বিল পাশ হল সেদিন মোদী নিজেই ভোট দেননি। আমাদের সাংসদেরা কোন কারনে সেইদিন যেতে পারেননি।

সোমবার দুপুরে আসানসোলে রাজ্যের শ্রম ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে এনআরসি এবং সিএএ আইনের প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের মহামিছিল বের হয়। আসানসোলের পুরনো রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে দলীয় কার্যালয় থেকে এই মিছিল বের করা হয়। মন্ত্রী মলয় ঘটক ছাড়া বারাবনির বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়,ভি শিবদাসন দাশু, লক্ষ্মণ ঠাকুর, পূর্ণশশী রায়, কাঞ্চন তিওয়ারি,আলপনা মূখার্জী সহ বিশিষ্ট তৃণমূল নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। মিছিল গির্জা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। কয়েক হাজার তৃণমুল কর্মীরা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। এই মিছিলের ফলে বিভিন্ন জায়গায় যানজটের সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

সোমবার মেদিনীপুর শহরে এনআরসি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় মিছিলে করে তৃনমূল। মিছিলে যোগ দিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী বলেন, এনআরসি ইস্যুতে বিরোধীরা যে কোনভাবেই সমঝোতার রাস্তায় আসবে না। অন্যদিকে বিজেপির অভিনন্দন যাত্রার সফলতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দেন তৃণমূলের এই বর্ষীয়ান নেতা। সদ্য সমাপ্ত হওয়া নির্বাচন ও আগামী নির্বাচনে বিজেপি সম্পূর্ণ ধরাশায়ী হবে বলেও দাবি করেন সুব্রত বক্সী।

আসানসোলের সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়কে নাটকবাজ এবং বিজেপির রাজ্যসভাপতি দিলীপ ঘোষকে দাঙ্গাবাজ বলে অভিহিত করেন আসানসোলের মেয়র তথা পান্ডবেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। সোমবার দুপুরে আসানসোলের পুরনো রামকৃষ্ণ মিশন মোড় থেকে এনআরসি এবং সিএএ বিরুদ্ধে এক মিছিল বার হয়, গীর্জা মোড়ে গিয়ে মিছিল শেষ হবার পর সভাতে মেয়র বাবুল সুপ্রিয় এবং দিলীপ ঘোষকে ব্যাংগাত্মক টিপ্পনী করেন। মেয়র বলেন এই রাজ্যে মোদি নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে,দিদির ভয় মোদীকে পিছু করেছে। তিনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে মমতার ভয় দেখতে পাচ্ছেন দিল্লি হোক বা কর্নাটক, সব জায়গায়। মোদীর পতনের শুরু ঝাড়খন্ডে হয়ে গেছে আস্তে আস্তে বাংলাতে হয়ে যাবে।

আজ বসিরহাট মহাকুমার সন্দেশখালি হিঙ্গলগঞ্জ বসিরহাট দক্ষিণ বসিরহাট উত্তর বাদুড়িয়া সহ বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বসিরহাট খোলাপোতা থেকে ত্রিমোহিনী পর্যন্ত মিছিল করল তৃণমূল। সোমবার দুপুর ১ টা নাগাদ খোলাপাতা থেকে ত্রিমোহিনী পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার রাস্তা তৃণমূলের দলীয় পতাকা নিয়ে মহা মিছিল হয়। এই মিছিলে ছিলেন বিধায়ক দেবেশ মন্ডল হাজী নুরুল ইসলাম, সুকুমার মাহাতো, দিপেন্দু বিশ্বাস, উত্তর বিধানসভার চেয়ারম্যান এটিএম আব্দুল্লাহ, উত্তর ২৪ পরগনা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ইলিয়াস সর্দার।

ঝাড়খন্ডে বিজেপির পরাজয়ের পর এনআরসি এবং সিএএ বাতিলের দাবিতে প্রতিবাদ সভায় আজ নাম সংকীর্তন দিয়ে সভা শুরু করে রায়গঞ্জ মহকুমা তৃনমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগওয়াল বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতেই এই নাম সংকীর্তন। ঝাড়খন্ড বিধানসভা থেকে এই পরাজয় শুরু হল। আগামী দিনে যত নির্বাচন হবে সবগুলোতেই বিজেপির পরাজয় হবে। এদিনের প্রতিবাদ সভায় রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানী, করণদিঘির বিধায়ক মনোদেব সিংহ, কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক তপন দেব সিংহ উপস্থিত ছিলেন।

সোমবার চুঁচড়ার খাদিনা মোড় থেকে ঘড়ি মোড় পর্যন্ত তৃণমূল মিছিল বের করে। নেতৃত্বে ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপনন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত , মন্ত্রী অসীমা পাত্র। এছাড়াও মিছিলে ছিলেন চুঁচড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, উত্তরপাড়ার বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, বলাগড়ের বিধায়ক অসীম মাজি সহ তৃনমূল কংগ্রেসের সমস্ত জন প্রতিনিধি। মিছিল শেষে ঘড়ি মোরে প্রধানমন্ত্রীর কুশ পুত্তলিকা পরানো হয়।

হুগলি জেলায় আরেকটি মিছিল বের হয় চাঁপদানির পলতা ঘাট থেকে। বৈদ্যবাটি, শেওড়াফুলি হয়ে সাড়ে ৭ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে মিছিল শেষ হয় শ্রীরামপুরের বড়তলায়। নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীরামপুরের সংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন চাঁপদানি পুরসভার চেয়ারম্যান সুরেশ মিশ্র, সিআইসি বিক্রম গুপ্ত-রিষড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান বিজয় সাগর মিশ্র প্রমুখও। মিছিল শেষে সভায় অমিত শাহ আইন জানেন না বলে কটাক্ষ করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজনীতি করতে গিয়ে দেশকে পিছিয়ে দিচ্ছেন মমতা : জগত প্রকাশ নাড্ডা

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.): '২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচন ট্রেলার ছিল আসল সিনেমা বাংলা দেখবে ২০২১-র বিধানসভা ভোটের ফলাফলে'। সোমবার শ্যামবাজারের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সমর্থনে মহামিছিলে এমনটাই হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় কার্যকারী সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। এদিন সমাবেশের মঞ্চ থেকে তিনি হুংকার দিয়ে বলেন, '২০১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৪২ টি আসনের মধ্যে ১৮ টি আসন পেয়ে আমরা ট্রেলর দেখিয়েছি। আসল সিনেমা হবে ২০২১-র বিধানসভা নির্বাচনে।'

নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের সমর্থনে এদিন মহামিছিলের ডাক দেয় বঙ্গ বিজেপি।সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে বিজেপির মিছিল শুরু হয়ে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ থেকে ভূপেন বোস এভিনিউ হয়ে মিছিল পৌঁছায় শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে। সেখানে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বিজেপি নেতা মুকুল রায়, রাজ্যের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয়, সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী, বাবুল সুপ্রিয় সহ একাধিক প্রথম সারির নেতৃত্বরা।

সিএএ- কে সমর্থন করার জন্য তিনি বাংলার মানুষদের আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি বলেন, 'সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্যই এই আইন করা হয়েছে। নাগরিকত্ব কাড়া র জন্য নয়।' একই সাথে তিনি জানান, 'দলিতদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। এই আইন প্রণয়ন হলে মতুয়ারা দলিতরা নাগরিকত্ব পাবে। এতদিন দলিতরা প্রতারিত হচ্ছে। আসলে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দলিত বিরোধী।' রাজ্য সরকার এই আইন নিয়ে অপপ্রচার করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

এদিন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সমর্থন করে জগত প্রকাশ নাড্ডা রাজ্য সরকারকে একহাত নিয়ে বলেন, 'আমরা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য নির্বাচনে জিততে চাইছি না। বরং বাংলায় যে কলঙ্কের দাগ পড়েছে সেই দাগ মুছতে আমাদেরকে ২০২১- এ জয়ী করুন।' এদিন কাটমানি প্রসঙ্গ তুলে কার্যকরী সভাপতি বলেন, 'রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সব প্রকল্প থেকেই কাটমানি খাচ্ছে। স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পের অধীনস্থ শৌচালয় তৈরির টাকা থেকেও মুখ্যমন্ত্রী কাটমানি খেয়েছে। এমনকি বাংলার সব প্রকল্প থেকেও কাটমানি খায় রাজ্য সরকার'।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এর তীব্র বিরোধিতা করেছে রাজ্য সরকার। এই নিয়ে গত সপ্তাহে একাধিক দিন পথেও নেমেছে তারা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এই নয়া আইন সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী। এ প্রসঙ্গে তীব্র নিন্দা করে নাড্ডা জানান, 'মমতা নিজেই সংবিধানকে বিপদে ফেলেছেন। আর বলছেন সংবিধান বিপদে পড়েছে।' মমতাকে বিদ্ধ করে এদিন জেপি নাড্ডা বলেন, রাজ্য সরকার সবকিছুতেই রাজনীতি করছে। রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশকে পিছিয়ে দিচ্ছে মমতা।'

কেন্দ্র সরকারের প্রকল্পকে মুখ্যমন্ত্রী নাকচ করে দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি জানান,

ছয়ের পাতায়

খারুপেটিয়ায় টর্যাক্টরের রটোভেটরের নীচে পড়ে শিশুর মৃত্যু

খারুপেটিয়া (অসম), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : কৃষিখেতে হালচাষের সময় চলন্ত ট্র্যাক্টরের রটোভেটর (লোহার লাঙল)-এর নীচে পড়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মর্মান্তিক ঘটনা সোমবার দরং জেলার খারুপেটিয়ায় সংঘটিত হয়েছে। নিহত শিশুকে নাজমুল হক (১৩) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

জানা গেছে দরঙের ধুলা থানার অন্তর্গত পশ্চিম ওজাগাঁওয়ে অন্যদিনের মতো একটি কৃষিখেতে ট্র্যাক্টরের সাহায্যে হালচাষ করা হচ্ছিল। টর্যাক্টরের ড্রাইভার তার গ্রামেরই বাসিন্দা শিশু নাজমুল হককে গাড়ি চড়ানোর প্রলোভন দিয়ে শিখরজাতীয় গুটখা আনতে বলে। সে অনুযায়ী শিখর এনে ট্র্যাক্টরের ড্রাইভারের হাতে দেয় নাজমুল। কথা অনুযায়ী নাজমুলকে ট্র্যাক্টরের ড্রাইভার তার সিটের পাশে শিশুটিকে বসিয়ে হালচাষ করতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ শিশু নাজমুল সিট থেকে পিছলে রটোভেটরের নীচে পড়ে যায়। রটোভেটরের টানে শিশুটির শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

এদিকে শিশু নাজমুলের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত জনতা টর্যাক্টরটিকে জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। তবে কতিপয় যুবকের হস্তক্ষেপে ট্র্যাক্টরটি রক্ষা পায়। খবর দেওয়া হয় ধুলা থানায়। খবর পেয়ে পুলিশের লোকজন এসে প্রাথমিক তদন্ত করে নাজমুলের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মঙ্গলদৈ অসামরিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

গোয়ালপাড়ার সোনারিতে অপহৃত সাত বছরের শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার

লক্ষ্মীপুর (অসম), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : গোয়ালপাড়া জেলার লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত সোনারি লেজাম গ্রামের বাসিন্দা অপহৃত এক শিশুর মৃতদেহ সোমবার সকালে উদ্ধার হয়েছে। তার শরীরের নানা অঙ্গে আঘাতের চিহ্ন ছাড়াও গলায় দড়ি বাঁধা ছিল। উদ্ধারকৃত মৃতশিশু সাত বছর বয়সি আহাম্মদ আলি। নিজের বাসগৃহের সামনে পুকুরপারে উদ্ধার হয়েছে তার মৃতদেহ। এ ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, সোনারি লেজাম গ্রামের বাসিন্দা জনৈক ফকির আলির শিশুপুত্র আহাম্মদ আলি গতকাল রবিবার সন্ধ্যা প্রায় ৬-টা থেকে নিখোঁজ ছিল। বাবা-সহ স্থানীয় বাসিন্দারা আহাম্মদের নিখোঁজ সংক্রান্ত দুটি কেস ডায়েরি করেন লক্ষ্মীপুর এবং সোনারি থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়ে আহাম্মদকে খুঁজে বের করতে তালাশি চালায়।

এরই মধ্যে আজ ভোর প্রায় সাড়ে পাঁচটা নাগাদ একটি মটর বাইকের শব্দ শুনে শিশু আহাম্মদের মা বিছানা ছেড়ে ছুটে ঘরের বাইরে আসেন। সে সময় পুকুরের পারে গলায় দড়ি বাঁধা এবং শরীরে আঘাতপ্রাপ্ত আহাম্মদ আলির নিথর দেহ পড়ে রয়েছে দেখে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন। স্থানীয় জনতা সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীপুর থানায় পুলিশকে এই খবর দেন। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটে যায় পুলিশ। প্রাথমিক তদন্ত করে আহাম্মদের মৃতদেহটি উদ্ধার করে তার ময়না তদন্ত করতে গোয়ালপাড়া অসামরিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

তাই-আহোম জনগোষ্ঠীকে জনজাতির মর্যাদা-সহ বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রতিনিধি দলের

গুয়াহাটি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : তাই-আহোম জনগোষ্ঠীকে জনজাতির মর্যাদা প্রদান, তাঁদের জন্য একটি উপগ্রহীয় স্বশাসিত পরিষদ গঠন ইত্যাদি দাবির ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের সঙ্গে দেখা করেছে তাই-আহোম সমন্বয়রক্ষী সমিতির এক প্রতিনিধি দল। সোমবার ব্রহ্মপুত্র রাজ্য অতিথিশালায় মুখ্যমন্ত্রীর আবাসে গিয়ে প্রতিনিধি দল সনোয়ালের হাতে একটি স্মারকপত্র তুলে দিয়েছে। স্মারকপত্রে তাঁরা তাই-আহোম জনগোষ্ঠীকে জনজাতির মর্যাদা প্রদানের ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার পাশাপাশি এই সম্প্রদায়ের জন্য একটি উপগ্রহীয় স্বশাসিত পরিষদ গঠনের দাবি জানান।

প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মতবিনিময় করে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ বলেন, রাজ্যের খিলঞ্জিয়া জনসাধারণের সকল অধিকার এবং স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ। তাই-আহোম জনগোষ্ঠীর সার্বাঙ্গীন উন্নয়ন বাস্তবায়িত করতে সরকার ইতিমধ্যে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধি দলকে জানান। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের জানান, রাজ্যের ছয় জনগোীকে জনজাতির মর্যাদা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে। এছাড়া পূর্ববর্তী কার্যকালে এ সম্পর্কিত একটি বিল রাজ্যসভায় পেশ করেছে মোদী সরকার। কেবল তা-ই নয়, বিষয়টি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করতে রাজ্য সরকার কয়েকজন মন্ত্রীকে নিয়ে কমিটি গঠন করেছে। খুব শীঘ্রই মন্ত্রীগোষ্ঠী তাঁদের প্রতিবেদন সরকারের কাছে দাখিল করবেন, জানান মুখ্যমন্ত্রী। তবে উপগ্রহীয় স্বশাসিত পরিষদ গঠনের ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে এবং রাজ্য সরকার এই বিষয়ে বিবেচনা করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেছেন।

আজকের এই আলোচনার সময় সাংসদ তপনকুমার গগৈ, বিধায়ক চক্রধর গগৈ, রাজ্য স্তরের ছাত্র ও যুবকল্যাণ উপদেষ্টা সমিতির সদস্যসচিব লক্ষকোঁওর উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক জামাল খাশোগি হত্যাকাণ্ডে পাঁচজনের মৃত্যুদণ্ড

রিয়াদ, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : সৌদি আরবের ভিন্নমতাবলম্বী সাংবাদিক জামাল খাশোগি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পাঁচজনকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিল আদালত। সোমবার আদালত এই রায় ঘোষণা করে। খাশোগি হত্যাকাণ্ডের দায়ে ১১ জন দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তিনজনকে ২৪ বছর কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। বাকি তিনজনকে খালাস দেওয়া হয়েছে। সরকারি কেঁসুলি শালান আল শালান জানিয়েছেন, এই মামলায় সৌদির প্রাক্তন এক রাজকীয় উপদেষ্টা সৌদ আল-কাহতানি ও সৌদি যুবরাজ মহম্মদ বিন সালমানের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হয়েছিল। তবে খাশোগিকে হত্যা মামলা থেকে তাদের খালাস দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছরের ২ অক্টোবর দুপুরে তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে অবস্থিত সৌদি কনস্যুলেটে জামাল খাশোগি আসেন। পরে তিনি নিখোঁজ হন। তুর্কি দাবি করেছিল, খাশোগিকে হত্যা করে তার লাশ টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে। তবে খাশোগি নিখোঁজের পর সৌদি কর্তারা এই অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেছিল, কনস্যুলেটে প্রবেশের কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বের হয়ে গেছেন। পরে তারা দাবি করে, এজেন্টদের সঙ্গে 'হাতাহাতিতে' খাশোগির মৃত্যু হয়েছে।

ফের অসুস্থ বিগ বি, নিতে পারলেন না দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার

কলকাতা,২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : জ্বর কাবু বিগ বি উ আর জ্বরের দাপটে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারলেন না বিগ বি অমিতাভ বচ্চনউ আর সেই কারণে নিজে হাতে দাদাসাহেব ফালকে সম্মান নিতে পারলেন না।

অক্টোবরে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় বিগ বি-কেউ হাসপাতাল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে দুর্বল হয়ে পরে শরীর উ আর দুর্বল শরীর নিয়েই চলছে তাঁরা কাজউ আর এই অসুস্থাতার কারণেই এই বছর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও উপস্থিত থাকতে পারেননি বিগ বি উ আর ঠিক একই কারণে নিজে উপস্থিত থেকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার নিতে পারলেন না অমিতাভ বচ্চন।

সিএএ নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে কংগ্রেস : জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছেন সোনিয়া গান্ধী। সোমবার এমনই ভাষায় কংগ্রেস সভানেত্রীর নিন্দায় মুখর হলেন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং।

এদিন প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, গণতন্ত্রে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করাটা সবার অধিকার। কিন্তু অপপ্রচার নয়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন একেবারেই সংবিধানের বর্ণিত ৬ নম্বর ধারার পরিপন্থী নয়।এনআরসি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করতে যে উঠে পড়ে লেগেছে, তা মনে করিয়ে দিয়ে জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, সংবিধানের দেখানো পথ ধরেই এনআরসি কার্যকর করা হবে। জাতীয় নাগরিক পঞ্জীর সঙ্গে এনআরসির যে কোনও মিল নেই। এর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। রবিবার রামলীলা ময়দানে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।উল্লেখ করা যেতে পারে ঝাড়খন্ড বিধানসভা নির্বাচনে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা, আরজেডির সঙ্গে জোট করে লড়ে কংগ্রেস।

ক্রু ও এয়ারক্রাফ-র অভাবে গো-এয়ারের ১৮টি উড়ান বাতিল

মুম্বই, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : পর্যাপ্ত ককপিট ক্রু ও এয়ারক্রাফ-র অভাবে গো-এয়ার ১৮টি উড়ান বাতিল করল। এরফলে দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, কলকাতা, পাটনা সহ বিভিন্ন শহর থেকে উড়ান বাতিল হয়েছে। এই বাজেট উড়ান সংস্থাটির ইঞ্জিন গ্লিচ-র

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতি ও নেতিবাচক দিক

ড্যান ব্রাউনের অরিজিন উপন্যাসটি যারা পড়েছেন তারা হয়ত কিছুটা ধারণা পেয়ে থাকবেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌরাত্ম্য সম্পর্কে। অরিজিন উপন্যাসের কাহিনি কাল্পানিক হল্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাস্তব অগ্রগতি এখন কল্পনাকেও হার মানায়।

মানব সভ্যতার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কতখানি দানবীয় গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তা বোঝা যায় গত বছরের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি ঘয়না। গত বছর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বুদ্ধিমত্তা ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিষয়ক একটি শুনানিতে পার্লামেন্টেরিয়ানদের সহেগ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানানা হয় িপিপার নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এক রোবটেকেও। এ স ময় রোবট পিপার সংশ্লিষ্ট বিষয় চাড়াও নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো মানবীয় বিষয়েও আলোচনায় অংশ নেয়। পার্লামেন্টে রিয়ানদের এক প্রশ্নের জবাবে িপিপার অবস্য তাদের আশ্বস্ত করেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কখনি মানবজাতির প্রত্তিদ্বন্দ্বি হয়ে দাঁড়াবেন। পিপারের এ উত্তরের ওপর কথখানি আস্থা রাখা যাবে, সেটি অবশ্য ভাববার বিষয়। এক সময় কম্পিউটারকেক সংজ্ঞায়িত করা হতো বুদ্ধিহীন একটি যন্ত্র হিসেবে, যা কিনা কেবল মানুষের দেয়া নির্দেশ না অনুযায়ী কাজ করতে পারে। তবে কম্পিউটারের সে সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। কম্পিউটার এখন মেশিন লার্নিং ও ডিপ লার্ি‌ং প্রযুরক্কক্তর মাধ্যমে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে. অথীতে কম্পিউটার অনেক যান্ত্রিক কাজে মানুষকে েপচনে ফেললেও কগনিটিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির মতো মানবীয় বিষয়গুলো ছিল কম্পিুটারের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে ধাড্গাও এখন বদলে যাচ্চেষ লেখালেখি বা চিত্রকর্মের মতো অতি সংবেধনসীল সৃষ্টিশীল বিষয়ও এখন কম্পিউটার দখল করে নিচ্ছে।

অথচ মানুষহলেই যে সবাই শিল্প সাহিত্যের মতো বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে পারেন, এমনটি নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন সংগীত সৃষ্টি করছে, ছবি আকছে উপন্যাসও লিখছে। জাপানে কৃত্রিম ব ুদ্ধিমত্তা রচিত একটি উপন্যাস মৌলিক সাহিত্যে হিসেবে পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বচিত হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, আগামীদিনের বেস্টসেলার বইয়ের পুরস্কারগুলো দখল করে নেবে কৃত্রিম ব ুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিদম । স ম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আঁকা একটি চিত্রকর্ম, ৪,৩২,০০০ ডলারেও বিক্রি হয়েছে। চিত্রকর্মটিরনিচে শিল্পর মতা কৃত্রিম ব ু দ্ধি ম ত্তা ভি ত্তি ক অ্যালগোরিধত্বণগ্ন। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আকা একটি চিত্রকর্মী নিচে মনবশিল্পীর মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিক অ্যালগোরিদগম তার একটি স্বাক্ষরও করে দিয়েচে। সাংবাদিকতার মতো গুরুবপূর্ণ বিষয়েও রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পদচারণা। ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস, এপি, রয়টার্সের মতো আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সফটওয়ারকে অটোমেটেড জার্নালিস্ট বা সাবাদিক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সংবাদ সংস্থা চালুহয়েছিল ২০০৮ সালেই, নতুন ধারার এই সাংবাদিকরা মানুষের চেয়ে ককোনো দিকেই কমদক্ষ নয় বরং দ্রুততা এবং নির্ভুলতা মানুষের চেয়েও বেশি। চীনে ইতিমধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ভার্চুয়াল সংবাদ পাঠককে দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করাহচ্ছে। এসব ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, আগামীর গণমাধ্যম শিল্পের গতি পথ কোনদিকে প্রবাহিতহচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ভয়াল থাবার ম প্রভাব ইতিমধ্যেই কর্মবাজরে পড়াশুরু হয়ে গেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফক্সকন ইতিমধ্যে ৬০হাজার কর্মী ছাটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চিনের শিল্প তবে কম্পিউটারের সে সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিতহচ্ছে। কম্পিউটার এখনে মশিন লার্নিং ও ডিপ লর্নিং প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়ে উটেছে। অঅতীতে কম্পিউটারের অনেক যান্ত্রিক ক কাজে মানুষকে েপছনে ফেললেও কননিটিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির মতো মনবীয় বিষয়গুলো ছিল কম্পিউটারের ধরাছোঁয়ার বারিে। সে ধারণাও এখন ব দলে যাচ্চেষ লেখালেখি বা চিত্রকর্মের মতো অতিসংবেদনশীল সযষ্টি বিষখয় বিষয়ও এখন কম্পিুটার দখল করে নিচ্ছে।

অথচ মানুষ হলেই যে সবাই শিল্পসাহিত্যের মতে বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে পারেন, এমনটি নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন সংগীত সৃষ্টি করছে, ছবি আঁকছে, ুপন্যাসও লিখশছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রচিত একটি উপন্যাস মৌলিক সাহিত্যে হিসেবে পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিল। দারণা করা হচ্ছে, আগামীদিনের বেস্ট সেলাব বই ই যে ব পুরস্কারগুলো দখল করে নেবে বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিদম। এসব ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, আগমীর গণমাধ্যম শিল্পের গতিপথ কেনদিকে প্রবাহিত হচ্চে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ভয়াল থাবার প্রভাব ইতিমধ্যেই কর্মবাজারে পড়া সুরু হয়ে গেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠা ফক্সকন ইতিমধ্যে ৬০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চিনের শিল্প কারখাণাগুলোতে রোবটের ব্যবহার বাণছে আশঙ্কাজনক ভাবে। গত বছর চিনের কারখানায়গুলো রোবট ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০.৮ শতাংশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফেরাম তাদের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২২ সালের ভেতর বিশ্বের ৮০ কোটি চাকরি দখল করে নেবে রোবট। বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি কেষ কেবল চাকুরি দখল করছে, তা নয়, ফরচুন ম্যাগাজিনের এক প্রতিবেদনে বলাহয়েছে, বিশ্বের অন্তত ৫০০টি নেতৃত্ব স্থানীয় কোম্পানি তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ছেড়ে দিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাতে, অর্থাৎ যন্ত্র এখন মানুষকে নিয়োগ দিচ্ছে। তবে অনেক বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে শুধু মানবজাতির চাকরি হরানোর কারণে হবে তা নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক রণে নতুন পেশারও সৃষ্টিহবে। ডাটা সায়েন্টিস্ট, মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার, আইওটি এক্সপার্টের মতো বিভিন্ন পেশা কৃত্রিম ব ুদিদমত্তার উত্থানের ফলে সৃষ্টি হলেও উঁচুস্তরের এ পেশায় তৃতীয় বিশ্বের মানুষের নাগাল প্যাওয়া কোনক্রমেই সহজ হবে না। উচু মানের কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন এসব েপশায় একচ্ছত্র আধিপত্য করবে উন্নত বিশ্বের উঁচুতলার মানুষজন, আর বেকারহবে গরিবরা। প্রয়াত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং, জাতিসংঘের প্রয়াত মহাসচিব কফি আনান অনেক আগেই কৃত্রিম বহুদ্ধিমত্তার উত্থান সম্পর্কে আমাদের হুঁশিয়ারি করেছিলেন। বর্তমান সময়ের অলোচিত প্রযুক্তিবিদ ইলন মাস্ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নকে দৈত্যকে ডেকে আনার শামিল হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তার মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মনবজাতির জন্য সবচেয়ে ভংয়কর হুমকি এমনকি এটি পারমাণবিক বোমার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে বড় বিপদ হল, এ প্রযুক্তি একসময় মনুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, নিজেই একটি সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন একটি চ্যাটবটের প্রকল্প ঠিক একই কারণে বন্ধ করতেবাধ্য হয়েছিল। ফেসবুকের কৃত্রিম ব ুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন চ্যাটবট মূল প্রোগ্রামের বাইরে নিজ থেকে আলাদা একটি ভাষায় মেসেজ আদান প্রদান শুরু করে দিয়েছিল। যার ওপর ওই প্রকল্পের বিজ্ঞানীদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এ ঘটনার পর ফেসবুক কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হ য়। চিনের অতি প্রাচীন গো খেলায় পেশাদার কিংবদন্তি খেলোয়াড় লি সিডলকে টান চারবার হারিয়েছে গুগল ডিপ মাইন্ডের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত াআলাফ গেঅগ্ন. এ ঘটনায় স্পষ্ট হয়, আগামী দিনে বুদ্ধিভিত্তিক বিষয়গুলোতেও মানুষকে ছাঁড়িয়ে যেতে পরে কম্পিউটার। মানুষ প্রযুক্তি সৃষ্টি করে তার পরিশ্রমের লাঘবের জন্য। মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের পার্তক্য এখনে। যন্ত্র যদি ক্রমশ মানবীয় গুণাবলি অর্জন করতে শুরু করে, মানুষ এবং যন্ত্রের বিরোধটা শুরু হবে এখান থেকেই। অনেকের ধারণা আগামীদিনে মানুষের ক্কজের পরিধি কমে গিয়ে মানুষ হয়ে পড়বে ক্রমশ কর্মশূন্য। বুদ্ধিমান যন্ত্রের মাধ্যমে যে বিপুল সম্পদ উপার্জিত হবে তার ওপর কর ধার্য করে এবং সে অর্থ মানবজাতির ভেতর বন্টন করে মানবসভ্যতায় সমন্বয় করাহবে। কর্মহীন যে জীবনের আশঙ্কা আমাদের দিকে উঁকি দিচ্ছে, তা একেবারে অমূলক নয়। সে কর্মহীন জীবন কতটা সুখকর হবে অথবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি আমরা কতটা মানবকল্যাণে কাজে লাগাতে পারব, সেটিই আসল চিন্তার বিষয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নানা প্রযুক্তি মানবজাতির কল্যাণেরর তুলনায় শোষণ ও ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ হয়েছে বেশি। ড্যান ব্রাউন তার উপন্যাসে দেখিয়েছেন মানবসভ্যতাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছেকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। উপন্যাসের ঘটনা কাল্পনিক হলেও আসল বাস্তবতা হচ্ছে আমরা অনেকটা অজান্তেই প্রবেশ ক রছি সভ্যতার আরেকটি স্তরে, যেখানে মানবসভ্যতার সঙ্গে সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, যার স্রষ্টা মানুষ নিজেই।

পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে জ্বলন্ত মহাকাশ কেন্দ্র

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন অকেজো হয়ে পড়া চীনা মহাকাশ স্টেশনের ধ্বংসাবশেষ সোমবারের মধ্যেই ভূপৃষ্ঠে এসে আছড়ে পড়বে। তবে কোথায় পড়বে তা এখনও কেউ ধারণা করতে পারছেন না।

টিয়াংগং ১ নামে এই মহাকাশ গবেষণা স্টেশনটি চীনের উচ্চাভিলাষী মহাকাশ কর্মসূচির অন্যতম প্রধান অংশ ছিল। চীনের লক্ষ্য হচ্ছে ২০২২ সাল নাগাদ তারা মানুষের বসবাসের উপযোগী একটি মহাকাশ কেন্দ্র মহাশূন্যে পাঠাতে চায়। টিয়াংগং ১ ছিল তারই পূর্ব প্রস্তুতি।

২০১১ সালে মহাকাশ কেন্দ্রটি কক্ষপথে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। প্রায় সাত বছর পর এটি এখন ধ্বংস হয়ে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। চীনা ও ইউরোপীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সোমবা নাগাদ মহাকাশ কেন্দ্রটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে। বায়ুমন্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটিতে আগুন ধরে যাবে। তারপরও কিছু ধ্বংসাবশেষ মাটিতে এসে পড়বে।

চীনের মহাকাশ প্রকৌশল দফতর তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্ভয় দিয়েছে, কোনো সায়েন্সফিকশন সিনেমার মতো ঘটনা ঘটবে না। বরঞ্চ দেখারমতো কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, আকাশে উল্কাবৃষ্টির মতো দৃশ্য চোখে পড়তে পারে।

কোথায় এসে পড়বে এই মহাকাশ স্টেশন?

২০১৬ সালে চীন জানায়, টিয়াংগংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা সেটিকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ফলে কোথায় গিয়ে সেটি পড়বে, তা বলা যাচ্ছে না। ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানাচ্ছে, এটি নিউজিল্যান্ড থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে কোনো এক জায়গায় গিয়ে পড়বে।

কীভাবে এটি বিধ্বস্ত হবে?

এস্ট্রেলিয়ার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের ড. এলিয়াস আবোটানিয়োস বলেছেন, বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পর এটির পতনের গতি ক্রমে বাড়তে থাকবে। একপর্যায়ে এর গতি ঘন্টায় ২৬ হাজার কিলোমিটারে পৌঁছাতে পারে। তিনি বলেন, ভূপৃষ্ঠের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছানোর পর এটি গরম হতে থাকবে। ফলেএটি পুড়তে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত মাটিতে পড়ার আগে এর কত অংশ টিকে থাকে বলা কঠিন। কারণ এর গঠন নিয়ে চীন কখনও কিছু খুলে বলেনি। ভয়ের কি কোনো কারণ রয়েছে?

বিজ্ঞানীরা বলছেন না। যদিও এই মহাকাশ স্টেশনটির ওজন ৮.৫ টন, কিনতু বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তবে যন্ত্রগুলো যেমন, তেলের ট্যাংক বা রকেট ইঞ্জিন হয়তো পুরোপুরি ভস্মীভূত নাও হতে পারে। যদি না হয়, তা হলেও এগুলো কোনো মানুষের ওপর এসে পড়বে সেই সম্ভাবনা খুবই কম।

আবোটানিয়োস বলছেন -এসব ক্ষেত্রে ধ্বংসাবশেষের সিংহভাগই গিয়ে পড়ে সাগরে।

টিয়াংগং১ কেমন মহাকাশ স্টেশন?

যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার তুলনায় মহাকাশে চীনেরযাত্রা অল্প দিন আগের ঘটনা। ২০০১ সালে প্রথম চীন মহাকাশ যন্ত্র পাঠায়। তার পর ২০০৩ সালে প্রথমবার চীনা কোনো নভোচারী মহাকাশে যায়। এরপর ২০১১ সালে এসে চীন প্রথম মহাকাশ স্টেশন পাঠায়, যার নাম টিয়াংগং১ বা স্বর্গের প্রাসাদ। এই কেন্দ্রে মানুষ যেতে পারত, তবে অল্প ক'দিনের জন্য। ২০১২ সালে একজন নারী নভোচারী টিয়াংগংয়ে গিয়েছিলেন। দুবছর পর অর্থাৎ ২০১৬ সালের মার্চের পর এটি আর কাজ করছিল না।

তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরের মাইক্রোচিপ উদ্ভাবন

তরঙ্গের মাধ্যমেই আমাদের পরিচিত আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি ইত্যাদি সঞ্চালিত হয়। আর তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরিত করে। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক এমন একটি মাইক্রোচিপ তৈরি করেছেন যা আলোর তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করতে সক্ষম। মাইক্রোচিপটি আলো হিসেবে সঞ্চিত তথ্য ধীরে ধীরে এবং আরও কার্যকরীভাবে দ্রুত প্রসেস করতে সক্ষম। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলটি তাদের গবেষণা জার্নালটি 'নেচার কমিউনিকেশনে' প্রকাশ করেছেন। এই দলে আছেন মরিসত মারক্লিন ও ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার।দূর থেকে কোনো তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আলো তরঙ্গ বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর একটি দুর্বল দিক হল শব্দ তরঙ্গের তুলনায় এর গতি কম।

ফলে এটি কম্পিউটার ও টেলি যোগাযোগ সিস্টেমের জন্য সংরক্ষিত তথ্য প্রসে করাকে কঠিন করে তোলে। এ কারণে শব্দ তরঙ্গ অথবা আলো থেকে পরিণত শব্দ তরঙ্গে তথ্য চলাচলের কাজ দ্রুত হয়।

গবেষকদের মাইক্রোচিপটি আলো তরঙ্গ থেকে তথ্য পাঠাতে যে সময় প্রয়োজন হয় সে সময়ের চেয়ে কম সময়ে শব্দ তরঙ্গতে রূপান্তরিত করে। যা আলো তরঙ্গ থেকে বহু গুণ দ্রুত কাজ করে। গবেষকদের মতে, বর্তমান সময়ের ল্যাপটপগুলোর চেয়ে আলোর তরঙ্গ ভিত্তিক বা ফোটোনিক কম্পিউটারগুলো ২০ গুণ বেশি দ্রুত গতিতে চলতে পারবে। ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার বলেন, শব্দ তরঙ্গ রূপান্তরের মাইক্রোচিপটি আলোর তুলনায় ৫ গুণ দ্রুত কাজ করে। এ ছাড়া এটি আলো তরঙ্গের মতো অধিক তাপ উৎপাদন করে না।সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কম্পিউটার প্রযুক্তিও দ্রুত উন্নত হচ্ছে। তবে ডিভাইসগুলো তাপ নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করলে তাপবিষয়ক সমস্যা থেকে অনেকটা সমাধান পাওয়া যাবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।গবেষক দলের মাইক্রোচিপটির উন্নয়ন ঘটনোর জন্য আরও গবেষণা চালানো হচ্ছে।

ছিল না বিয়ে করার কথা, রণবীরের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে যা করেছিলেন দীপিকা...

ীমুম্বই: নিজের বিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন দীপিকা। বেশ কিছু অজানা কথা এল সামনে। বিয়ের পর থেকে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে চর্চায় ছিলেন দীপিকা। কখনও দীপিকার প্রেগনেন্সি তো কখনও দীপিকার পোশাক নিয়ে। এই সব নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী। একটি বিদেশি ম্যাগাজিনের কভার পেজ শ্যুটের মাঝেই দীপিকা জানালেন কিছু গোপন তথ্য। জানিয়ে দিলেন কেন তিনি বিয়ে করলেন ।অভিনয়ের চাপ। বাড়িতে খুব কম সময় কাটাতে পারেন দীপিকা বা রণবীরও। বাড়িতে একসঙ্গে কম সময় কাটাতে পারবেন, এটা জেনেও বিয়ের করেন দু''জনে। দীপিকা জানিয়েছেন যে রণবীর সিং তার সঙ্গে থাকতে চাইছিলেন যে কোনও উপায়ে। লিভ ইনেও তার আপত্তি ছিল না। পারিবারিক ঐতিহ্যের কথা ভেবে লিভ ইন করতে চাননি নায়িকা। একসঙ্গে থাকতে হলে, বিয়ে করতে হবে এমনই মন ছিল সুন্দরীর। রণবীরের কোনও কিছুতেই আপত্তি ছিল না। দীপিকার কথায় সায় দিয়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে নন দু''জনে।আর রোম্যান্টিক নয়, রাণুর গলায় এবার লতার দেশপ্রেমের গান! শুনুন গানটিনানা সমস্যা ও ব্যস্ততার মধ্যেও বাবা ও মাকে কর্তব্য পালন করতে দেখেছেন দীপিকা। তাই তারও বিশ্বাস যে প্রচুর ব্যস্ততার মধ্যেও নিজের সংসার সুন্দর করে গুছিয়ে নিতে পারবেন তিনি ও স্বামী রণবীর সিং। বিয়ের বছর খানেক হতে চলেছে। সবটাই মনমতো চালাতে সক্ষম হচ্ছেন তারা, জানিয়েছেন দীপিকা। তাই বিয়ের সিদ্ধান্তে খুশি বলি অভিনেত্রী।

বাচ্চাদের বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ, দৌড়

বাচ্চাকে শুধুই ঘাড় গুঁজে বইপড়াচ্ছেন? স্কুল টিউশনেই ব্যস্ত সন্তান? ভুল করছেন এতে আপনার বাচ্চার কোনও লাভই হচ্ছে না। ওকে দৌড় করান । শরীর থাকবে ঝরঝরে। বাড়বে বুদ্ধিও।

বই, খাতা, স্কুলের ভারে ভারাক্রান্ত শৈশব। মাঠ, ঘাট, দমকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার টান বাঁধা পড়ছে ইট কাঠ কংক্রিটের জঙ্গলে। বইথেকে মুখ তুললেই ছোটা ভীমের হাট করে খোলা জগৎ। সবুজ মাঠ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার সব উপকরণ চার দেওয়ালের অন্দরেই মজুত। পড়াশোনা ছাড়া কার্টুন এভাবেই আবর্তিত ছেলেবেলা, মেয়েবেলা। সবুজ ঘাসে পা ফেলার ফুসরত কই! ভুল হয়ে যাচ্ছে। বিরাট ভুল। দৌড়তে হবে। আরওবেশি। পা ফেলতে হবে মাটিতে।

বই খাতার মুখ গুঁজে থাকলেই বুদ্ধি বাড়ে না। টিভির পর্দায় চোখ আটকে থাকলে আই কিউ বাড়ে না। বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ। দৌড়। বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাধারণত ৮ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র বলে, একজন মানুষ খুব বেশি হলে তাঁর বুদ্ধির মাত্র ২ শতাংশ ব্যবহার করতে পারে।

আমেরিকান দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং এর গবেষণা বলছে, দৌড়লে মানুষের শরীরের মাংসপেশি থেকে ক্যাথাপসিন বি নামে একটি প্রোটিন বেরোয়। এই প্রোটিন সরাসরি মস্তিষ্কে প্রবাহিত হয়। ক্যাথাপসিন বি নামে এই প্রোটিনেই লুকিয়ে রয়েছে বুদ্ধি বাড়ার রহস্য। গবেষকদের দাবি, ৪ মাস ধরে সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার ২০ মিনিট করে দৌড়লে পেশিতে ক্যাথাপসিন প্রোটিনের নিঃসরণ বাড়তে থাকে। রক্তে এই পরিমাণ তাৎপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায়। মস্তিষ্কের নিউরোজেনেসিসগুলি প্রভাবিত হয়। ফলে, খুব সহজেই কেউ জটিল কাজ করতে পারে।

জাপান ভ্রমণের গাইড রোবট

জাপান ভ্রমণে পর্যটকদের সহায়তা করছে শার্পের 'রোবোহন' রোবট। মানুষের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন চালাতে পারে ছোট এই রোবটটি। আপাতত শুধু জাপানের বাজারেই রোবটটি উন্মুক্ত করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান শার্প।

এবারদেশটিতে পর্যটকদের কাছেও ভাড়াদেয়া হচ্ছে রোবটটি। গ্রাহকের সেলফোনের সম্ভাব্য বদলি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে 'রোবোহন।'

অ্যামাজনের অ্যালেক্স, অ্যাপলের সিরি যেখানে গ্রাহককে আবহাওয়ার তথ্য এবং অন্যান্য খবর জানায় সেখানে রোবোহন গ্রাহকের সঙ্গী হিসেবে কাজ করে। জিপিএস দিয়ে গ্রাহকের ভ্রমণ পর্যবেক্ষণ করে রোবোহন। গ্রাহক কোথায় আছেন তার ওপর ভিত্তি করে তিনি কী করবেন তার পরামর্শঁ দিয়ে থাকে রোবটটি।

সম্প্রতি জাপানের টোকিও ভ্রমণের সময় রোবটটি এক সপ্তাহ ব্যবহার করেছেন সিএনবিসির এক প্রতিবেদক।

হানেদা এয়ারপোর্টে বাড়ায় পাওয়া যাচ্ছে রোবোহন। রোবটটির প্রতিদিনের ভাড়া বলা হয়েছে ১২ কোটি মার্কিন ডলার। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য ভাড়া নিলে কিছু ছাড় দেয়া হবে।

সিএনবিসির প্রতিবেদক যখন রপ্পোংগি এলাকার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রোবটটি তাকে কাছেই মামান স্পাইডার স্কাল্পচারের শৈল্পিক ছবি' তোলার পরামর্শ দেয়, আবার টোকিও স্টেশন দিয়ে যাওয়ার সময় রেলওয় স্টেশনটির সাম্প্রতিক সংস্কার নিয়ে কথা বলা শুরু করে রোবোহন। গ্রাহক একা থাকলে সহায়ক এই সঙ্গী রোবটটি তার জন্য ছবি তুলে দেবে এবং কমান্ড শুনে নাচতে পারে বলেও জানানো হয়েছে ।

মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা। যেকথাটি সত্যি বলে মেনে নেবে মোবাইলের লাই ডিটেক্টর, তার পাশে সবুজ টিক চিহ্ন দেখা দেবে আর মিথ্যে বলে মনে হলে তার পাশে লাল কাটা দাগ দেবে। পরস্পরবিরোধী তিনটি ভিন্নধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে ওই অ্যাপের সফলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। অ্যানড্রয়েড স্মার্টফোনের জন্য ডিজাইন করা অ্যাপটি নিয়ে এখন পর্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

ভারতের চলচ্চিত্র ইতিহাসে জায়গা করে ঋত্বিক রোশান অভিনীত ওয়ার

হৃতিক রোশান ও টাইগার শ্রফ অভিনীত ''ওয়ার'' ভারতীয় বক্স অফিসে সর্বোচ্চ টাকা আয়ের নিরিখে দশম স্থান অধিকার করলো। এবছরই মুক্তিপ্রাপ্ত ''উরি: দ্যা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'' ও ''কবির সিংহ'' কে পিছনে ফেলে ২০১৯ এর সর্বোচ্চে টাকা আয় করে বক্স অফিসে বছরের প্রথম এবং সর্বকালের হিসাবে দশম স্থান অধিকার করল ''ওয়ার''।চলচ্চিত্রের বাণিজ্য বিশ্লেষক তারান আদর্শ বুধবার তার টুইটার হ্যান্ডলে জানান,' ''ওয়ার'' আয়ের নিরিখে বক্স অফিসে আয় অনুযায়ী দশম স্থানাধিকারী হয়েছে। ১. ''বাহুবলি ২''(হিন্দি) , ২. ''দঙ্গল'', ৩. ''সঞ্জু'', ৪. ''পিকে'', ৫. ''টাইগার জিন্দা হ্যায়'', ৬. ''বজ ব. ঙ্গি ভাইজান'', ৭. ''পদ্মাবত'', ৮. ''সুলতান'', ৯. ''ধূম ৩'', ১০. ''ওয়ার''।''কবির সিংহ'' বর্তমানে এগারোতে এবং ''উরি: দ্যা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'' বারো নম্বরে।''ওয়ার'' ''কবির সিংহ'' এর সর্বকালের কালেকশনকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। এই শুক্রবারে ৭.১০ কোটি ,শনিবারে ১১.২০ কোটি , রবিবারে ১৩.২০ কোটি ,সোমবারে ৪.৪০ কোটি আর মঙ্গলবারে ৩.৯০ কোটি টাকা যায় করে মত হয়ে দাঁড়ায় ২৬৮.৩০ কোটি টাকা। তামিল ও তেলেগু ভাষা মিলিয়ে ওয়ার এর মত টাকার অঙ্ক হয়ে দাঁড়ায় ২৮০.৬০ কোটি টাকা'।শাহীদ কাপুর অভিনীত ''কবির সিংহ'' এর মত আয় ২৭৮.২৪ কোটি টাকা এবং ভিকি কৌশল অভিনীত ''উরি: দ্যা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'' ২৪৪.০৬ কোটি টাকা নিজের ঝুলিতে পোরে। টাইগার ও হৃতিক এর ওয়ার প্রথম দিনেই ৫৩.৩৫ কোটি টাকা আয় করে। দুই তারকাই সিনেমাটির যাবতীয় একশন স্টান্ট নিজেরাই করেছেন।যশ রাজ ফিল্মসের প্রযোজনায় তৈরি এই সিনেমাটির পরিচালক ''ব্যাং ব্যাং'' খ্যাত সিদ্ধার্থ আনন্দ। অভিনেত্রী বাণী কাপুর কেও এই সিনেমায় অভিনয় করতে দেখা যায়।

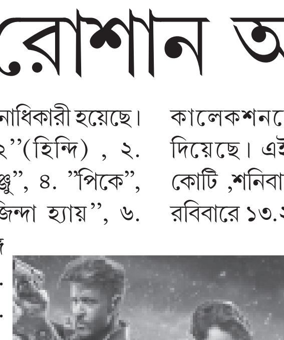

রাজ্যকে সিএএ ও এনআরসি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রত্যাহারের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স): কলকাতা হাইকোর্টে বড়সড় ধাক্কা রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকারের তরফে নাগরিকত্ব আইন ও এনআরসির বিরোধিতা করে দেওয়া বিজ্ঞাপন প্রত্যাহারের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। সোমবার এই নির্দেশ দেয় এই প্রধান বিচারপতি থোট্টাথিল ভাস্করণ নায়ার রাধাকৃষ্ণণ ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ।

গত কয়েক দিন ধরে রাজ্য সরকারের তরফে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে টেলিভিশনে। যাতে দেখা যাচ্ছে রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্র, কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা সহ রাজ্যের শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকরা রয়েছেন। এবং মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দিচ্ছেন, বাংলায় এনআরসি এবং ক্যাব হবে না। এদিন বিজ্ঞাপন দেওয়ার সাপেক্ষে রাজ্যকে যুক্তি দিতে বলা হয়। পাশাপাশি প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, পোর্টাল, সোশ্যাল মিডিয়া সব জায়গা থেকে বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করে নেওয়ার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। যদিও রাজ্যের আডভকেট জেনারেল কিশোর দত্তের দাবি , বিজ্ঞাপন দেওয়ার অধিকার রয়েছে রাজ্যের। কিন্তু মামলাকারীর আইনজীবী স্মরজিৎ রায়চৌধুরী বলেন, 'কোনও কেন্দ্রীয় আইনের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার বিজ্ঞাপন দিতে পারে না। এটা অন্যায়। ক্যাব অর্থাৎ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংসদের দুই কক্ষে পাশ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি সই করে দিয়েছেন। সেটি এখন আইন হয়ে গেছে। রাজ্য সরকার কখনও এই ভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে আইনের বিরোধিতা করতে পারে না'।

তখন প্রধান বিচারপতি রাধাকৃষ্ণণ নির্দেশ দেন প্রিন্ট, টিভি, পোর্টাল, সমস্ত মাধ্যম থেকে এই বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করতে হবে। শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকারের নিজস্ব কোন ওয়েবসাইট বা পোর্টালে নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় প্রচার করা হয়, তাও প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে রাজ্য জুড়ে সমস্ত এলাকায় ইন্টারনেট চালু করতে হবে। নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় রাজ্য জুড়ে অশান্তির বিস্তারিত রিপোর্ট আজ সোমবারই চেয়েছিল হাইকোর্ট। কিন্তু আডভকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান তারা আজ এই রিপোর্ট দিতে অপরাগ, তাদের সময় চাই। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি বলেন, বিস্তারিত রিপোর্টে রাজ্য জুড়ে পুলিশি নিস্ক্রিয়তা এবং অশান্তির ছবি বিস্তারিত থাকতে হবে। আগামী ৯ জানুয়ারি ওই রিপোর্ট জমা দিতে বলেন প্রধান বিচারপতি।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ও এনআরসির প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ অব্যাহত। হিংসাত্মক আন্দোলনের জেরে বিপর্যস্ত স্বাভাবিক জনজীবন। আন্দোলনের জেরে কখনও ট্রেনে বাসে ভাঙচুর এমনকি অগ্নি সংযোগের মত ঘটনাও ঘটেছে। তার জেরে ক্ষতি হয়েছে কয়েক হাজার কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি।

পাশাপাশি নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করতে না পেরে এমনিতেই হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে পড়েছে ভারতীয় রেল। এদিন প্রধান বিচারপতি থোট্টাথিল ভাস্করণ নায়ার রাধাকৃষ্ণণ ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকার, ভারতীয় রেল ও কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট তলব করে। পাশাপাশি আদালতের তরফ থেকে এনআরসি বিরোধিতায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য আলাদা করে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। রেলকে বলা হয়েছে তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান জানাতে। আজ প্রধান বিচারপতি থোট্টাথিল ভাস্করণ নায়ার রাধাকৃষ্ণণ ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে আরেকটি মামলায় আইনজীবী স্মরজিৎ রায়চৌধুরী বলেন, গত ১৯ তারিখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রানী রাসমনি আভিনিউয়ের এক সভায় সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘে যাবেন বলেছেন এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে গণভোট চেয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় থেকে তিনি এটা করতে পারেন না।

সওয়াল করতে গিয়ে মামলাকারীর আইনজীবী বলেন, ২০০৫ —এর ৪ আগস্ট লোকসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বাংলাদেশ থেকে মুসলিমরা এসে এই রাজ্যে জন সংখ্যা বাড়াচ্ছে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

এবং এই নিয়ে সভায় আলোচনা হোক। লোকসভার ততালীন স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় তাতে রাজি হন নি। তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই সঙ্ক্রান্ত কাগজপত্র স্পিকারের দিকে ছুঁড়ে মারেন। এবং কান্নায় ভেঙে পরেন। লোকসভা থেকে পদত্যাগও করেন। যদিও তখন তাঁর পদত্যাগ পত্র গৃহিত হয় নি। সেই সময় তিনি বিজেপির জোট সঙ্গী ছিলেন। এখন ১৪ বছর পরে ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো থেকে কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধিতা করছেন। এর রহস্যও জানা দরকার। তখন প্রধান বিচারপতি রাধাকৃষ্ণণ আডভকেট জেনারেল কিশোর দত্তকে এই ব্যাপারেও রিপোর্ট দিতে বলেন।

দুটি মামলারই পরবর্তী শুনানি আগামী ৯ জানুয়ারি। তাই আগামী ৯ তারিখ রাজ্য সরকার , কেন্দ্র সরকারও রেলকেও হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দেয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

জন্মদিন পালন না করে গান্ধী মণ্ডপে 'অবস্থান ধরনা' প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্তের

গুয়াহাটি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল অসম গণ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রফুল্লকুমার মহন্তের আজ জন্মদিন। প্রতি বছর ঘটা করে এই দিন পালন করেন তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা। প্রতি বছর জন্মদিনে তাঁর প্রাক্তন সাংসদ-পত্নী জয়শ্রী গোস্বামী মহন্ত একটি করে বই উন্মোচন করতেন। কিন্তু এবারই ব্যতিক্রম। এ বছরের জন্মদিন পালন না করে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ)-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করতে স্থানীয় গান্ধী মণ্ডপে স্ত্রী এবং অনুগামীদের নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর পূর্ণাবয়ব মূর্তির পাদদেশে 'অবস্থান ধরনা'য় বসেছেন প্রফুল্লকুমার।

১৯৫২ সালের ২৩ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক প্রফুল্লকুমার মহন্ত। আজ তিনি ৬৭ বছরে পা দিয়েছেন। সারা অসম ছাত্র সংস্থার সভাপতি থেকে সামাজিক জীবন শুরু করেছিলেন প্রফুল্ল মহন্ত। ১৯৮৫ সালে ঐতিহাসিক অসমচুক্তির পর অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর হাতে গড়া আঞ্চলিক দল অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এর টিকিটে নগাঁও আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিধায়ক এবং ওই বছর ২৪ ডিসেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন তিনি। ১৯৮৫-র ২৪ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত অগপ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন মহন্ত। এর পর ১৯৯৬ সালে নগাঁও জেলার বড়মপুর বিধানসভা আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে দ্বিতীয়বারের মতো অসমের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসেন। কার্যকাল ছিল ১৯৯৬ সালের ১৫ মে থেকে ২০০১ সালের ১৭ মে পর্যন্ত।

নানা কারণে ২০০5 সালে প্রফুল্লকুমার মহন্তকে অসম গণ পরিষদ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এর পর তিনি ২০০5 সালের ১৫ সেপ্টেম্বরে অসম গণ পরিষদ (প্রগতিশীল) নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ২০০৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক-মুহূর্তে অসম গণ পরিষদে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব দেখা দিলে দল তাঁর প্রয়োজন হয়। সে সময় চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি (বর্তমানে বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের ক্যাবিনেটমন্ত্রী) ছিলেন দলের সভাপতিত্ব। তাঁর প্রচেষ্টায় অসম গণ পরিষদ (প্রগতিশীল) দল ভঙ্গ করে প্রফুল্লকুমার মহন্তকে পুনরায় অগপতে শামিল করা হয়।

২০১০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর প্রফুল্লকুমার মহন্তকে সর্বসম্মতিক্রমে অসম বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত করা হয়। সারা অসম ছাত্র সংস্থার সভাপতি হিসেবে অসম আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন প্রফুল্ল মহন্ত।

রাজ্যের প্রাক্তন এই মুখ্যমন্ত্রী সিএএ-বিরোধী আন্দোলনে পাঁচ যুবক শহিদ হওয়া এবং অসমের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির জন্যই বিগত বছরগুলির মতো এবার জন্মদিন পালন না করার সিদ্ধান্ত নেন। আজ সিএএ-র বিরোধিতা করে তা বাতিলের দাবিত অবস্থান ধরনায় বসেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন সকাল ৯-টা থেকে বেলা ১-টা পর্যন্ত স্থানীয় গান্ধীমণ্ডপে এই প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করেছেন অগপ-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

কিরারী অগ্নিকাণ্ড : আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা, তদন্তের নির্দেশ দিল্লি সরকারের

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর-পশ্চিম দিল্লির কিরারী এলাকায় তিন-তলা বহুতলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিল দিল্লি সরকারঊ একইসঙ্গে নিহত ও আহতদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারঊ সোমবার দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, 'নিহতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং আহতদের ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবেঊ আহতদের চিকিতার সমস্ত খরচ বহন করবে দিল্লি সরকারঊ' স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, 'কিরারী অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ জানার জন্য এসডিএম তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছেঊ আগামী ৭ দিনের মধ্যেই শুরু হবে তদন্ত। রবিবার গভীর রাতে ভয়াবহ আগুন লাগে কিরারী এলাকায় অবস্থিত একটি তিন-তলা আবাসিক তথা বাণিজ্যিক বহুতলেঊ বহুতলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত কাপড়ের গোডাউনে আগুন লাগেঊ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে তিনটি শিশু-সহ ৯ জনেরঊ এছাড়াও শিশু-সহ তিনজন আহত হয়েছেন।

উত্তর প্রদেশে আত্মঘাতী বিজেপি বিধায়কের আত্মীয়, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

বান্দা (উত্তর প্রদেশ), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বান্দায় বিষাক্ত রাসায়নিক খেয়ে আত্মঘাতী হলেন বিজেপি বিধায়কের আত্মীয়ঊ পুলিশের দাবি, নিজ বাড়িতেই বিষাক্ত রাসায়নিক খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন বিজেপি বিধায়কের আত্মীয় রাঘবেন্দ্র (২৫)ঊ যদিও রাঘবেন্দ্রর বাবার দাবি, গত শনিবার রাতে পুলিশ আউটপোস্টেই বিষাক্ত রাসায়নিক খেয়েছিলেন তাঁর ছেলেঊ রাঘবেন্দ্র হলেন বিজেপি বিধায়ক প্রকাশ দ্বিবেদীর নিকটাত্মীয়।

গত শুক্রবার আর্থিক বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন রাঘবেন্দ্র এবং করণ সিংঊ ওই বিবাদের জেরে গত শনিবার রাঘবেন্দ্রকে সিভিল লাইন্স পুলিশ আউটপোস্টে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তদন্তকারীরাঊ সার্কেল অফিসার অলোক মিশ্র জানিয়েছেন, নিজ বাড়িতেই মৃত্যু হয়েছে রাঘবেন্দ্ররঊ যদিও রাঘবেন্দ্রর বাবার দাবি, গত শনিবার রাতে পুলিশ আউটপোস্টেই বিষাক্ত রাসায়নিক খেয়েছিলেন তাঁর ছেলেঊ দীনেশ দ্বিবেদীর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লালভরত কুমার পাল।

পাঠশালায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হোটেল-সহ চার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান

পাঠশালা (অসম), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : নিম্ন অসমের বজালি জেলার পাঠশালা স্টেশন রোডে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে হোটেল-সহ চারটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ভস্ম হয়ে গেছে। রবিবার রাত প্রায় ১১ নাগাদ সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা।স্থানীয়রা বলেছেন, গতকাল রাতে স্টেশন রোডে অবস্থিত একটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। আগুনের কবলে পড়ে তিনটি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। ফলে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে আগুন। ইত্যবসরে তিনটি ইঞ্জিন নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী। তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রিত হলেও হোটেল-সহ চারটি দোকানকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি দমকল বাহিনীর। আগুনে একটি মটর বাইক পুড়ে গেছে।অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ এখনও জানা না গেলেও লক্ষাধিক টাকার লোকসান হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাছাড়া বৈদ্যুতিক গোলযোগের ফলে আগুনের সূত্রপাত বলে মনে করছেন দমকলের আধিকারিকরা।

বিজেপির আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন, দাবি রাউতের

মুম্বই, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : ঝাড়খন্ড বিধানসভা নির্বাচনে এখনও পর্যন্ত যা ফলাফল তাতে ৪৬টি আসনে এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস-জেএমএম জোট। অন্যদিকে মাত্র ২৮ আসনে এগিয়ে বিজেপি। এমন পরিস্থিতিতে বিজেপিকে আত্মসমীক্ষা করে দেখার পরামর্শ দিল প্রাক্তন জোটসঙ্গী শিবসেনা। সোমবার শিবসেনার মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, ঝাড়খন্ডের মতো ছোট রাজ্যে মোদী-শাহ জুটি ১৮টি জনসভা করেছেন। স্থানীয় সমস্যার বদলে নিজেদের বক্তব্যে জাতীয় প্রসঙ্গ টেনে এনে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু এই ফাঁদে পা দেয়নি সাধারণ মানুষ। ফলফল প্রকাশের আত্মসমীক্ষা করে দেখা উচিত বিজেপির। রাউত আরও দাবি করেছেন যে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এনে বিজেপি ভেবেছিল যে তাদের ভোট বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আদিবাসীরা বিজেপি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

ফের হন্ডুরাসের কারাগারে কয়েদিদের সংঘর্ষ, নিহত ১৮

তেগুসিগালপা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : হন্ডুরাসে কারাগারে বন্দিদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই চলেছে ঊ গত শুক্রবারের পর রবিবার ফের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হল মধ্য আমেরিকার হন্ডুরাসে এক কারাগার ঊ এই সংঘর্ষে অন্তত ১৮ জন বন্দি নিহত হয়েছেন।

রাজধানী টেগুসিগ্যালপা থেকে ৭০ কিলোমিটার পূর্বে এল পরভেনির কারাগারে কয়েদিদের দুই সশস্ত্র দলের মধ্যে সংঘর্ষে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। নিরাপত্তা বাহিনীর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট অ্যান্টোনিও কোয়েলো জানান, গুলি ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহতরা প্রাণ হারিয়েছেন।

এর আগে শুক্রবার দেশটির উত্তরের বন্দরনগরী তেলায় কারাগারে বন্দিদিদের মধ্যে সংঘর্ষে ১৮ জন নিহত হয়।এর আগে শুক্রবারের ঘটনার পর হন্ডুরাস সরকার দেশটির কারাগারগুলোতে জরুরি অবস্থা জারি করে এবং কারা কর্তৃপক্ষের হাত থেকে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর কাছে কারাগারের নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করে।

দেশটির শীর্ষস্থানীয় এক সামরিক কর্মকর্তা জেনারেল টিটো লিভিও মোরনো জানান, ঝুঁকিপূর্ণ ১৮ কারাগারে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

মধ্য আমেরিকার এ দেশটিতে বন্দিদের সংঘর্ষ সাধারণ ঘটনা। ধারণক্ষমতার বেশি বন্দিরাখা হয় এক একটি কারাগারে ঊ সেই সঙ্গে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কারাগারের ভেতরের বিভিন্ন দলের ভূমিকাও থাকে ঊ যা মাঝে মাঝে সংঘর্ষের রূপ নেয়।

হন্ডুরাসের মোট ২৭টি কারাগারে বর্তমানে প্রায় ২২ হাজার বন্দি আছেন।

জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা বজায় রয়েছে রাজধানীতে, বাতাস ফের দূষিত

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): জাঁকিয়ে ঠাণ্ডায় বজায় রয়েছে রাজধানী দিল্লিতেঊ একইসঙ্গে দাপট রয়েছে কুয়াশারঊ যদিও, সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিন ট্রেন অথবা বিমান চলাচলে কোনও বিঘ্ন ঘটেনি দিল্লিতেঊ এদি দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসঊ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দতা ছিল ৯৭ শতাংশঊ তবে, দূষণ থেকে এখনও মুক্তি পেলেন না রাজধানীর মানুষজনঊ সোমবারও দিল্লির বাতাস ছিল দূষিতই।

আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার প্রবল ঠাণ্ডা ছিল দিল্লির সর্বত্রঊ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসঊ সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ সফদরজঙে দৃশ্যমানতা ছিল ১,০০০ মিটার এবং সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ দৃশ্যমানতা ছিল ৬০০ মিটারঊ সকাল ৯.৪৪ মিনিট নাগাদ এয়ার

ছয়ের পাতায়

আফগানিস্তানে তালিবান হামলা, মার্কিন সৈনিকের মৃত্যু

কাবুল, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): আফগানিস্তানে তালিবান হামলায় প্রাণ হারালেন আমেরিকান সার্ভিস মেম্বারঊ বিবৃতি মারফত আফগানিস্তানে নিযুক্ত আমেরিকা বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার আমেরিকান কনভয়ে হামলা চালায় তালিবান সন্ত্রাসবাদীরাঊ হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন একজন মার্কিন সৈনিকঊ এছাড়াও বেশ কয়েকজন মার্কিন সৈনিক জখম হয়েছেন।

সপ্তাহ দু'য়েক আগে আফগানিস্তানের লোগার প্রদেশে হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ায় মৃত্যু হয়েছিল দু'জন আমেরিকান সৈনিকেরঊ এবার আফগানিস্তানে তালিবান হামলায় প্রাণ হারালেন একজন আমেরিকান সৈনিকঊ নিহত মার্কিন সৈনিকের সম্পর্কে বিশদে কিছুই জানানো হয়নিঊ চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত আফগানিস্তানে প্রাণ হারিয়েছেন ২০ জন মার্কিন সৈনিকঊ সোমবারের হামলার নেপথ্যে তালিবানদের হাত রয়েছে বলে মনে করা হলেও, তালিবান এখনও পর্যন্ত দায় স্বীকার করেনি।

ভারতীয়ত্ব বজায় রাখাটা চলচ্চিত্রের দায়িত্ব : বেঙ্কাইয়া নাইডু

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : সমাজে ভারতীয় সংস্কৃতি বজায় রাখাটা চলচ্চিত্র জগতের দায়িত্ব বলে জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু। সোমবার ৬৬তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বেঙ্কাইয়া নাইডু জানিয়েছেন, সমাজে ভারতীয়ত্ব বজায় রাখাটা চলচ্চিত্র জগতের দায়িত্ব। চলচ্চিত্র হচ্ছে সমাজের দর্পণ। নেতিবাচক ও কুসংস্কারগুলিকে দূর করার দায়িত্ব চলচ্চিত্রকে নিতে হবে। যৌথ পরিবার নিয়ে ছবি বানানো উচিত। কারণ যৌথ পরিবারের ধারণা ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ।

প্রাদেশিক ভাষার চলচ্চিত্রকে গুরুত্ব দিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, প্রাদেশ ভাষার ছবি হচ্ছে চোখের মতো। তাই দেশের চোখকে রক্ষা করাটা একান্ত প্রয়োজন যা ভারতীয় চলচ্চিত্র জগত খুব সুন্দর ভাবে করে চলেছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর জানিয়েছেন, নতুন পৃথিবীর নির্মাণের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র নির্মাতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। চলচ্চিত্র নির্মাণে পরিশ্রম, প্রতিভা আর অনুশাসনের একান্ত প্রয়োজন।

১৫৭ জন যাত্রী নিয়ে গুয়াহাটি বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ কলকাতাগামী 'গ এয়ার'-এর

গুয়াহাটি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি থেকে কলকাতার উদ্দেশে উড়ে পুনরায় গুয়াহাটি বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো হয়েছে 'গ এয়ার' নামের এক বিমানকে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, সোমবার দুপুরের দিকে জিএইচ ৫৪৬ নম্বরের 'গ এয়ার'-এর এক বিমান গুয়াহাটির বড়ঝাড়ে অবস্থিত গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জ্বালানি ভরে ১৫৭ জন যাত্রী নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করে। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে বিমানে যান্ত্রিক গোলযোগের সৃষ্টি হলে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে পাইলট ফের গুয়াহাটি বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করান। জানা গেছে, জরুরি অবতরণের পর এয়ারপোর্ট অথরিটি কর্তৃক বিমানটির সব যাত্রীকে অক্ষত উদ্ধার করা হয়েছে। জানা গেছে, বিমানকে সারাইয়ের কাজ শুরু করে পুনরায় উড়ানোর প্রস্তুতি চলছে।

প্রতিদিন একটি করে প্যালেস্টাইন গ্রাম ধ্বংস করার হুমকি দিল ইজরায়েল

জেরুজালেম, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) থেকে ইজরায়েল বিরোধী অভিযোগ প্রত্যাহার না করলে প্রতিদিন একটি করে প্যালেস্টাইন গ্রাম ধ্বংস করা হবে ঊ এমনই হুমকি দিয়েছেন ইজরায়েলের সড়ক যোগাযোগ মন্ত্রী বেজালাল স্মোট্রিচ।

কট্টর ইহুদিবাদি ওই মন্ত্রী লিখেছেন, প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষকে আইসিসি থেকে ইজরায়েল বিরোধী অভিযোগ প্রত্যাহার করতে হবে। অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেওয়া উচিত। শুধু তাই নয় স্বশাসন কর্তৃপক্ষকেই ধ্বংস করে দেওয়া উচিত।

প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে ইজরায়েলের যুদ্ধাপরাধের পূর্ণ তদন্তের ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত। শুক্রবার নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে এক বিবৃতিতে আইসিসির প্রধান কৌঁসুলি ফাতো বেনসুদা এই কথা বলে মন্তব্য করেন, প্যালেস্টাইনে যুদ্ধাপরাধ তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করার যৌক্তিকতা সব কারণই আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পূর্ব জেরুজালেমসহ পশ্চিমতীর ও গাজা উপত্যকায় যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং হচ্ছে। যেহেতু প্যালেস্টাইন অঞ্চল থেকেই দাবি তোলা হয়েছে, তাই এ বিষয়ে আর কোনও বাধা নেই।

মধ্যপ্রদেশে পিকআপ ভ্যান উল্টে নিহত তিন

খারগোনা(মধ্যপ্রদেশ), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : পিকআপ ভ্যান উল্টে বিপত্তি। নিহত তিন। পাশাপাশি গুরুতর আহত ১৩। সোমবার ভোরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের খারগোনা জেলার পিপরদ এবং তেমলা গ্রামের মাঝখানে ঘটেছে।

দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাকেরা তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিহতদের চিহ্নিত করা গিয়েছে। নিহতরা হলেন গুলসিং বারেলা(৫০), কৈলাশ বারেলা(৪), মাঙ্গীলাল ভেল(৩৬)। খেরদায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ঘাত্তির দিকে পিকআপ ভ্যানটি যাচ্ছিল। বর্তমানে আহতদের চিকিৎসা ভিখানগাঁও হাসপাতালে হচ্ছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত পিকআপ ভ্যানটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই দুর্ঘটনায় একটি বাতিস্তম্ভও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আফগানিস্তানে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে বিস্ফোরণ, মৃত্যু ৩ জন সাধারণ নাগরিকের

কাবুল, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): আফগানিস্তানের লাঘমান প্রদেশে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ৩ জন সাধারণ নাগরিকঊ এছাড়াও আরও ৭ জন গুরুতর জখম হয়েছেনঊ স্থানীয় সময় অনুযায়ী, সোমবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ লাঘমান প্রদেশে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে বিস্ফোরণ হয়ঊ বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকাঊ শক্তিশালী বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ৩ জন সাধারণ নাগরিকেরঊ এছাড়াও কমপক্ষে ৭ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

প্রাদেশিক গভর্নরের মুখপাত্র আসাদুল্লাহ দওলতজাই জানিয়েছেন, সোমবার সকালে লাঘমান প্রদেশে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের সময় বিস্ফোরণ হয়ঊ বিস্ফোরণে ৩ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে, জখম হয়েছে ৭ জনঊ প্রত্যেককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ স্থানীয় প্রশাসনের দাবি, এদিনের হামলার নেপথ্যে তালিবান জঙ্গি সংগঠনের হাত থাকতে পারেঊ তবে, তালিবান এখনও পর্যন্ত হামলার দায় স্বীকার করেনি।

কাশ্মীরে ফের সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর, পৃথক জেলায় গ্রেফতার দু'জন জঙ্গি

শ্রীনগর, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনীঊ জম্মু ও কাশ্মীর বারামুল্লা এবং পুলওয়ামা জেলায় দু'জন কুখ্যাত জঙ্গিকে গ্রেফতার করল সুরক্ষা বাহিনীঊ বারামুল্লায় গ্রেফতার করা হয়েছে লস্কর-ই-তৈবা (এলইটি) জঙ্গিকে এবং পুলওয়ামা জেলার ত্রালে গ্রেফতার করা হয়েছে জইশ-ই-মহম্মদ সন্ত্রাসবাদীকে।

রবিবার রাতভর অভিযান চালিয়ে উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরে টাউনশিপে গ্রেফতার করা হয়েছে লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি সাদ্দাম মীরকেঊ ওই লস্কর সন্ত্রাসবাদীর হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদঊ অপরদিকে, পুলওয়ামা জেলার ত্রালে গ্রেফতার করা হয়েছে জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) জঙ্গি সংগঠনের একজন সন্ত্রাসবাদীকেঊ জম্মু ও কাশ্মীরের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ডিজিপি) দিলবাগ সিং জানিয়েছেন, রবিবার ত্রাল থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে একজন জেইএম জঙ্গিকেঊ ডিজিপি আরও জানিয়েছেন, 'নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছে পাকিস্তানঊ সীমান্তে প্রহরারত আমাদের জওয়ানরা যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছেনঊ এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।

উদ্বাস্তুদের কাছে প্রধানমন্ত্রী ভগবানের মতো, দাবি শিবরাজের

জয়পুর, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় কারণে নিগৃহীত হয়ে ভারতে আসা উদ্বাস্তুদের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভগবানের মত বলে দাবি করেছেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

সোমবার সকালে রাজস্থানের জয়পুরে এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, অমুসলমান উদ্বাস্তুদের জীবনধারণের জন্য দিশা দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এই দেশে থাকাকালীন যে সকল উদ্বাস্তুদের জীবন নরকের মতো

ছয়ের পাতায়

২৭ ডিসেম্বর শুরু আগরতলা চলচ্চিত্র উৎসব

আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারো সিনেড্ডেলভ আয়োজন করতে চলেছে ২৪তম আগরতাল চলচ্চিত্ত্র উযসব। শুরু হবে ২৭ ডিসেম্বর আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে, চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবারের চলচ্চিত্র উৎসব সিনেডেলভের অন্যতম কর্মকর্তা সদস্য প্রয়াত হিমাদ্রী চৌদুরির স্মরণে উৎসর্গ করা হয়েছে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ২৭ ডিসেম্বর বেলা ৩টায় এই উৎসবের সূচনা হবে।

এ বছরই স্বনামধন্য পরিচালক মৃণাল সেন প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর পরিচালিত 'একদিন আচানাক' হিন্দি ছায়াছবিটি প্রদর্শরে মধ্য দিয়ে এই উৎসবের সূচনা হবে। এছাড়া সদ্য প্রয়াত পরিচালক তথ্য অভিনেতা গিরিশ কারনাড়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 'নিশান্ত' হিন্দি ছবিটি উৎসবে প্রদর্শিত হবে। এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে উৎসবে মোট ১২টি দেশ-বিদেশের পুরস্কার প্রাপ্তন ও বিবিন্ন সময়ে বিশেষভাবে আলোচিত ছায়াছবি প্রদর্শিত হবে, তার মধ্যে বাংলা ছবি ৬টি, হিন্দি ছবি ৪টি, বিদেশি ছবি ২টি ও শিশু কিশোরদের জন্য ২টি ছবি, যা সব বয়সের দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এ দুটি ছবি প্রদর্শিত হবে ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর সকাল ১১টায়য়। এছাড়াও দেশ ও রাজ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও প্রযোজনায় নির্মিত স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি/তথ্য চিত্রও এই উৎসবে স্থান দেওয়া হয়েছে। চলচ্চিত্র উৎসবের প্রথম দিনের উদ্বোধনী ছবি হচ্ছে মৃণাল সেনের বিখ্যাত ছবি 'একদিন আচানক'। ১০৮৯ সালের এই ছবিটি একদিন আচমকা এক অবসররাপ্ত অধ্যাপকের হারিয়ে যাওয়ার কাহিনী। প্রথমদিন এই ছবিটির পরে থাকবে সুপ্রিয় সেনের ডকুমেন্টারি 'সুইমিং থ্রো দ্য ডার্কনেস'। সবশেষে বাংলা ছবি সুমন মুখোপাধওায়ের অসমাপ্ত। পরের দিন ২৮ ডিসেম্বর শনিবার সকাল এগারোটায় শিশু-খিশোরদের জন অনিন্দ্য চ্যাটার্জি 'মনোজদের অদ্ভূত বাড়ি।' পরে শঅম বেনেগোলের 'নিশান্ত তারপর সৌমেন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্তীর তথ্যচিত্র 'দ্য মর্গ'। সবশেষে ন্দ্রিদীপ দাশগুপ্তের 'কেদারা'। রবিবার ২৯ তারিখ এক ঝাঁক বিখ্যাত ছবি। সকাল এগাটোয় শিশু-কিশোরদের জন্য জন ফারেহ-এর 'দ্য লায়ন কিং'।

এদিন দুটো বাংলা ছবি থাকবে। শিশুদের ছবির পরে থাকবে প্রতীম দাশগুপ্তের 'আহারে মন' এবং তরুণ মজুমদারের সেই বিখ্যাত চবি 'ভালোবাসর বাড়ি'। মাঝখানে থাকবে শ্রীমতী মুখার্জির ডকুমেন্টারি 'ভি সেনগুপ্ত-রবীন্দ্রসঙ্গীত মেস্ট্রো'। ৩০ ডিসেম্বর শুরু হবে বিদেশি বিভাগের ছবি দিয়ে।

থাকবে দক্ষিম কোরিয়ার ইয়ে সাঙ হো'র ছবি 'ট্রেন টু বুসান।' হাইতি'র লোকগল্পের 'জোম্বি'-দে নিয়ে এই ছবিটি। তারপর দেখানো হবে শম্পা মিত্রের তথ্যচিত্র 'অগ্নি দেহ না যারে'। দিনের শেষে বাংলা ছবি অমিতাভ চ্যাটার্জির 'আমি ও মনোহর।' উৎসবের শেষ দিনে প্রথণ ছবি তুনিমিয়ার ইব্রপাহিম লেতাইফের ছবি 'পরতো ফারিনা'। তারপর নন্দিতা দাশের বহু আলোচিত ছবি 'মান্টো'। সবশেষে অমিত রবীন্দ্রনাথ শর্মার 'বাধাই হো' দিয়ে সমাপ্তি ঘটবে উৎসবের।

১৮টি উড়ান বাতিল

তিনের পাতার পর

অভাবের চালানোর মতো উড়ানের অভাব রয়েছে বলে সূত্রের খবর। সোমবার এরই জেরে গো-ওয়ার ১৮টি উড়ান বাতিল করেছে — মুম্বই, গোয়া, বেঙ্গালুরু, দিল্লি, শ্রীনগর , জম্মু, পাটনা, ইন্দোর এবং কলকাতা। এই বাতিলের কারণ হল হল এয়ারক্রাফ এবং ক্রু-এর অভাব। গো-এয়ার যদিও বিবৃতিতে জানিয়েছে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদের পাশাপাশি কাজের ডিউটি নিয়ে ক্রু-দের প্রতিবাদের জেরে পরিষেবা ব্যহত হয়েছে। তবে সোমবার কত উড়ান বাতিল হয়েছে তা নিদিষ্ট ভাবে জানায়নি। এভাবে উড়ান বাতিলের জেরে যাত্রীরা অসুবিধায় পড়েছেন। এদিকে এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, যাত্রীদের অসুবিধা দূর করতে সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বিকল্প উড়ানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে হয়রানি সবচেয়ে কম হয়। অসুবিধায় পড়া যাত্রীদের জন্য বিনামূল্য টিকিট বাতিল এবং রি-বুকিং করা যাবে বলে জানিয়েছেন সংস্থার মুখপাত্র।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-২০ ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে ভারতীয় দল, ফিরলেন ধাওয়ান ও বুমরাহ

মুম্বই, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : আসন্ন শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে দলে কামব্যাক করলেন জসপ্রীত বুমরাহ ও শিখর ধাওয়ান। পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজেও এই দুজন ফিরছেন বলে জানা গিয়েছে। আগামী ৫ জানুয়ারি শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ নতুন বছরে ভারতীয় দল খেলবে। সোমবার ভারতীয় দল ঘোষণা করল এমএসকে প্রসাদ নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি। শ্রীলঙ্কার পরবর্তী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের জন্য এদিন দল ঘোষণা করলেন নির্বাচকরা। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের পাশাপাশি একদিনের সিরিজ জিতে বছর শেষ করছে ভারতীয় দল। দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হল সহ-অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও মহম্মদ শামিকে। স্বাভাবিকভাবেই রোহিত শর্মার পরিবর্তে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজে রাহুলের সঙ্গে ওপেনিং করবেন ধাওয়ানই। ২০১৯ বিশ্বকাপ পরবর্তী সময়ে তিনটি ফর্ম্যাটেই সমানভাবে খেলা চালিয়ে যাওয়া রোহিত শর্মার পক্ষে এই বিশ্রামটা ভীষণই প্রয়োজন ছিল বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। তবে রোহিত কিংবা শামির বিশ্রামের চেয়েও এদিনের দল নির্বাচনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক চোট সারিয়ে ওপেনার শিখর ধাওয়ান ও পেস বিভাগের ভরসা জসপ্রীত বুমরাহর দলে ফেরা। উল্লেখ্য, প্রাথমিক দলে থাকলেও হাঁটুর চোটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ থেকে ছিটকে যান 'গব্বর'। পরিবর্তে ভারতীয় দলে সুযোগ পান ঘরোয়া ক্রিকেটে দুরন্ত ফর্মে থাকা কেরল ব্যাটসম্যান সঞ্জু স্যামসন। সেই চোট সারিয়ে দলে ফিরলেন বাঁ-হাতি ওপেনার। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের ১৫ সদস্যের টি-২০ স্কোয়াড: বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), শিখর ধাওয়ান, কেএল রাহুল, শ্রেয়স আইয়ার, ঋষভ পন্ত (উইকেটরক্ষক), রবীন্দ্র জাদেজা, শিবম দুবে, যুবেন্দ্র চাহাল, কুলদীপ যাদব, জসপ্রীত বুমরাহ, নভদীপ সাইনি, শার্দুল ঠাকুর, মনীশ পান্ডে, ওয়াশিংটন সুন্দর ও সঞ্জু স্যামসন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের ওয়ান-ডে স্কোয়াড: বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), শিখর ধাওয়ান, কেএল রাহুল, শ্রেয়স আইয়ার, ঋষভ পন্ত (উইকেটরক্ষক), কেদার যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা, শিবম দুবে, যুবেন্দ্র চাহাল, কুলদীপ যাদব, জসপ্রীত বুমরাহ, নভদীপ সাইনি, শার্দুল ঠাকুর, মনীশ পান্ডে, ওয়াশিংটন সুন্দর ও সঞ্জু স্যামসন।

সোমবার থেকে শুরু হল শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা

শান্তিনিকেতন, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : সোমবার রাত ৯টায় গৌর প্রাঙ্গণে বৈতালিক, শান্তিনিকেতন গৃহে সানাই সুরের সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলা।

'মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্ত দ্বারে' সঙ্গীতে বৈতালিক এবং উপাসনার মধ্যে দিয়ে শান্তিনিকেতনে শুরু হল ১২৫ তম পৌষ মেলা। মঙ্গলবার সকাল হতেই শান্তিনিকেতন গৃহ থেকে ভেসে আসবে সানাইয়ের শুরু। তারপরেই ছাতিমতলায় ৭ই পৌষের উপাসনা। উপাসনায় অংশগ্রহণ করেন উপাচার্য বিদ্যুৎ কুমার চক্রবর্তী, আশ্রমিক সুপ্রিয় ঠাকুর প্রমুখ। বিশ্বভারতী ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনার জানান, ১৮৯৪ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন জোড়াসাঁকোয় শয্যাশায়ী। তখন তাঁরই নির্দেশে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর ভাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতিতে ৭ ই পৌষ উপাসনা গৃহের উদ্বোধন করেন। ধর্মীয়ভাবাপন্ন মানুষের সাথে সেই উপলক্ষে কাঁচ ঘর সংলগ্ন মাঠে এক দিনের মেলা হত। তখন ইলেক্ট্রিক আলো ছিল না। দিনের বেলায় যাত্রা অনুষ্ঠান সারা হত। ১৮৯৪ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত একদিনের পৌষ মেলায় হত। ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার পর, ১৯৬১ সাল অর্থাৎ গুরুদেবের শতবর্ষ পর্যন্ত ২ দিন মেলা হত। মেলার কলেবর বৃদ্ধি হওয়ায় সেই সময় থেকে মেলা পূর্ব পল্লীর মাঠে সরে যায়। ১৯৬১ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মূল মেলা ছিল তিন দিনই। ২০১৬ সালে পরিবেশ আদালতের নির্দেশে তিনদিনের মেলা শেষ হতেই মাঠ খালি করে দেয় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। এবার সেই মেলায় চার দিনের ছাড়পত্র মিলেছে। মেলা প্রবর্তনের ৪ বছর বাদে অর্থাৎ ১৮৯৮ সাল থেকে ৭ পৌষ কলকাতা থেকে হাওয়াই বাজি নিয়ে আসা হত। ছোট আকারে পূর্ব পল্লীর মাঠে পোড়ান হত। পরিবেশ আদালতের নির্দেশে এখন বাজি পোড়ান বন্ধ হয়েছে। মেলার দূষণ বিধি নিয়ন্ত্রণ দেখার জন্য একটি মনিটরিং কমিটি গড়া হয়েছে।

কংগ্রেসের বৈঠক

আটের পাতার পর

নাম বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের পুনরায় ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করানো হবে। পিযুষ বাবু আরও বলেন, ২৮ শে ডিসেম্বর সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হবে। এই কর্মসূচির মূল শ্লোগান থাকবে মোদি হঠাও দেশ বাঁচাও।

পাঁচ একর জমি

দুইয়ের পাতার পর

অর্থমন্ত্রী। এছাড়াও, রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ভাতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা।এদিন নবান্নে স্বাস্থ্যপ্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, রাজ্যের পিছিয়ে পড়া শিশুদের বার্ষিক ভাতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছ। এতদিন পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়াদের বার্ষিক ৭৫০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হত। সেই ভাতা বাড়িয়ে বার্ষিক ৮০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকেই এই ভাতা দেওয়া হবে।

বাতাস ফের দূষিত

পাচের পাতার পর

কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩১০, যা খুবই খারাপঊ আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, দিল্লিতে আপাতত বজায় থাকবে শীতের আমেজঊ দাপট থাকবে কুয়াশারও।

দাবি শিবরাজের

পাচের পাতার পর

হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের কাছে নরেন্দ্র মোদী ভগবানের মত। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভার পর উচ্চকক্ষ রাজ্যসভাতেও পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। ধর্মের কারণে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে ভারতে আসা অমুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে।

জগত প্রকাশ নাড্ডা

তিনের পাতার পর

'মুখ্যমন্ত্রী খালি কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে "হবে না,হবে না" বলেন। মোদী সরকার বাংলার গরিব মানুষদের চিকিৎসার সুবিধার জন্য আয়ুষ্মান প্রকল্প আনতে চেয়েছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রকল্পকেও হবে না বলে উড়িয়ে দিলেন।' কিন্তু কেন কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাংলায় বাস্তবায়ন হবে না সেই প্রশ্ন সমাবেশের মঞ্চ থেকে তোলেন সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি। একই সাথে তিনি অভিযোগ করেন, মন্ত্রী নিজে বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করে আসছেন। কিন্তু এই মাসে কেন্দ্র যে টাকা দিচ্ছে সেই টাকা মুখ্যমন্ত্রী আটকে দিচ্ছেন। এ দিনের মিছিলে মতুয়া মহাসংঘের একাংশ পা মিলিয়েছে। জগত প্রকাশ নাড্ডা বলেন, 'মতুয়া সংঘের প্রতিষ্ঠাতা বীণাপাণি দেবী থেকে আশীর্বাদ নিয়ে এসেও তার বিরুদ্ধে কাজ করছে মমতা। এর থেকেই তার আদর্শ বোঝা যাচ্ছে'।

চায়ের দোকানে বচসার জেরে যুবককে গুলি অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশ

বসিরহাট, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : চায়ের দোকানে বচসার যুবককে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। গুলিবিদ্ধ যুবককে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত অপর এক যুবক। সোমবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হাড়োয়ার খাসবালান্দা গ্রামে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সোমবার দুপুরে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হাড়োয়ার খাসবালান্দা গ্রামের একটি দোকানে ছিলেন বছর ৪৪-এর সঞ্জয় রায়। সেখানেই ছিলেন শেখ নাদু ও মোশারফ নাম দুই যুবক। দোকানেই ওই দুই যুবকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় সঞ্জয়বাবুর। সেই সময় আচমকা বন্দুক বের করে পরপর তিনটি গুলি করে শেখ নাদু। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন সঞ্জয়। সঞ্জয়কে বাঁচাতে গেলে শেখ গিয়াসউদ্দিন নামে এক যুবককে বেধড়ক মারধর করা হয়। অভিযোগ, এরপর এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি করে অভিযুক্তরা। বোমার শব্দে স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছেন গিয়াসউদ্দিন। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা গিয়াসউদ্দিন ও সঞ্জয়কে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় গিয়াসউদ্দিনকে স্থানান্তরিত করা হয় কলকাতার হাসপাতালে। ইতিমধ্যেই ৭ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে হাড়োয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে ঘটনার পর বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলেও এখনও উত্তপ্ত এলাকা। আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয়রা। পরিস্থিতি যাতে নতুন করে উত্তপ্ত না হয় সেই কারণে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত শেখ নাদুর নামে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। পুলিশের তরফে জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। চায়ের দোকানের কথা কাটাকাটির জেরেই এই আক্রমণ নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রিমিয়র লিগে টটেনহ্যামের বিরুদ্ধে জয় চেলসির

লন্ডন, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রিমিয়র লিগে টটেনহ্যামের বিরুদ্ধে হাই-ভোল্টেজ লড়াইয়ে ব্রাজিলিয়ান তারকা উইলিয়ানের গোলে জয় পেল চেলসি। লিগের শুরু থেকেই নেপথ্যের নায়ক হিসাবে দলের জয়ে ভূমিকা নিচ্ছিলেন উইলিয়ান। টটেনহ্যামের বিরুদ্ধে উইলিয়ানের জোড়া গোলেই টটেনহ্যামকে হারিয়ে অনুরাগীদের বড়দিনের উপহার দিল চেলসি। ঘরের মাঠে ম্যাচের প্রথমার্ধেই জোড়া গোলে পিছিয়ে পড়ে টটেনহ্যাম। দ্বিতীয়ার্ধে মরিয়া প্রচেষ্টা চালিয়েও ম্যাচে ফেরা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। ম্যাচের ১২ মিনিটের মাথায় উইলিয়ান প্রথমবার টটেনহ্যামের জালে বল জড়ান। কর্ণার থেকে কোভাচিচের সঙ্গে পারস্পরিক বল বিনিময় করে বক্সে ঢোকেন উইনিয়ান এবং গড়ানো শটে দ্বিতীয় পোস্টের একেবারে কোণ দিয়ে বল জালে ঠেলে দেন তিনি। ২৮ ও ২৯ মিনিটে পর পর দু'বার গোল করার সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করে টটেনহ্যাম। তবে চেলসি গোলরক্ষক কেপাকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। উলটে প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে চেলসিকে পেনাল্টি উপহার দিয়ে বসেন টটেনহ্যাম গোলরক্ষক গাজানিগা। এই জয়ের সুবাদে ১৮ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থান আরও কিছু দিনের জন্য নিরাপদ করল চেলসি। টটেনহ্যাম নেমে গেল পাঁচ থেকে সাত নম্বরে।

রেবতির

● প্রথম পাতার পর

সমালোচনার বদলে নেতিবাচক ভূমিকাই ফুটে উঠছে বিরোধীদের। তাঁর কথায়, সারা দেশেও একই হাওয়া বইছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে না বুঝে বিরোধীরা চিৎকার করছেন।

তিনি বলেন, সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ হওয়ার পর তাতে রাষ্ট্রপতির শিলমোহর পড়েছে। কিন্তু, এখনও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওই বিল রূপায়ণে চর্চা করছেন। তিনি বলেন, এনআরসি নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। তেমনি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়নে এখনও কোন ঘোষণা দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে, না জেনে না বুঝেই বিরোধীরা সারা দেশ তোলপাড় করছেন। তাদের চিৎকারে দেশ অশান্ত হয়ে রয়েছে। তার দাবি, বিরোধীরা মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। তাই তিনি সকলকে বিভ্রান্ত না হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্ব উন্নয়নের একমাত্র মাধ্যম।

সাংসদ রেবতি ত্রিপুরাও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে সওয়াল করেছেন। তাঁর দাবি, বিরোধীরা এই আইন নিয়ে সারা দেশে উস্কানি দিচ্ছেন। শান্তির ভারতে অশান্তির ছায়া ঘুরপাক খাচ্ছে। রেবতি ত্রিপুরা বলেন, বিরোধীরা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। এই ধরনের সস্তা রাজনীতি কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তিনি এর বিরুদ্ধে সকলকে রুখে দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার জাতি-উপজাতি উভয় অংশের কল্যাণে অঙ্গীকারবদ্ধ।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

হবার পর হাসপাতালে আসে। গৃহবধূর শরীরের ত্রিশ ভাগ অংশ আগুনে পুড়ে যায়। তবে সঙ্কটজনক নয়। হাসপাতালের ইমার্জেন্সি রুমে প্রাথমিক চিকিৎসা করে গৃহবধূকে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

গৃহবধূর স্বামীর তরফে কিংবা পরিবারের কেউ এই ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ প্রতিনিধিদের সামনে প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাননি। উল্লেখ্য, গৃহবধূর স্বামী কৈলাসহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। তবে পরিবারে মাত্র তিনজন সদস্যই ছিলেন। কিন্তু ২০১৬ সালে গৃহবধূর একমাত্র ছেলেটি এই বাড়িতেই নিজে নিজে আগুন লাগিয়ে মারা যাবার পর থেকে পরিবারে বর্তমানে স্বামী এবং স্ত্রী দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষকে

● প্রথম পাতার পর

প্রায় ২০০০। তৈরি হচ্ছে জব ক্রিয়েটর, যুবকরা হচ্ছেন স্বাবলম্বী। বলেন, ত্রিপুরা সরকার বর্তমানে শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধিতে যে কাজগুলি করে চলেছে তা যদি আগের সরকার করত তবে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততা থাকত না। তিনি বলেন, রাজ্যে যাতে একজনও বেকার না থাকে, সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তাঁর সরকার। এক্ষেত্রে সংগঠনকেও ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

দলকে অবগত করার নির্দেশ দেন পি সি সি-র অস্থায়ী সভাপতি পিযূষ বিশ্বাস। আগামী ২৮ ডিসেম্বর জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস। সাড়া দেশের সঙ্গে রাজ্যেও বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। ব্যাথা দেওয়ার সরকার বলে কটাক্ষ করেন পি সি সি-র অস্থায়ী সভাপতি পিযূষ বিশ্বাস। সি এ এ এবং এন আর সি নিয়ে আগামী দিনে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন কর্মসূচী স্থির করতে এদিনের বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

দু''জন এসপিও

আটের পাতার পর

দু''জন স্পেশ্যাল পুলিশ অফিসার (এসপিও)। জখম এসপিও-দের নাম হল-মহম্মদ সেলিম এবং অজয় কুমার। কিশত্বর টাউনের উপকণ্ঠে সিমনা কলোনির ঘটনা। পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার রাতে কিশত্বর টাউনের উপকণ্ঠে সিমনা কলোনিতে মোতায়েন ছিলেন স্পেশ্যাল পুলিশ অফিসার মহম্মদ সেলিম এবং অজয় কুমার। রাত দশটা নাগাদ আচমকাই গুলির শব্দ শোনা যায়। রাতের অন্ধকারে গুলির শব্দ শোনা মাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে যান পুলিশ কর্মীরা।

রিমান্ডে

● প্রথম পাতার পর

ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছিল পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বিদ্যালয়ের পাশের একটি স্টেশনারি দোকানে গিয়েছিল ছাত্রীটি। দোকান থেকে বের হওয়া মাত্রই মেয়েটিকে কালো রঙের একটি আল্টো গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় অজ্ঞাতপরিচয় যুবক।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, সোনামুড়ার ঠাকুরমুড়া এলাকায় চলতি গাড়ি থেকে ওই নাবালিকাকে ফেলে দিয়ে খেদাবাড়ির ওএনজিসি প্রজেক্টের দিকে পালিয়ে যায় গাড়িটি। সোনামুড়া থানার তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন, ওই নাবালিকার বাবা লিখিত অভিযোগ করেছিলেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৫৬ ও ৩৭৬ এবং পক্সো আইনের ৬ ধারায় ১৮৫/১৯ নম্বরে মামলা রুজু করা হয়েছে।

সোনামুড়া থানার মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর জানিয়েছেন, নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী গত ১৮ ডিসেম্বর থেকে একটি অজানা ফোন নম্বরে একটি ছেলের সাথে কথা হত। ওই ছেলেটিই তাকে বলপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়েছিল। সোনামুড়ার এসডিপিও সৌভিক দে জানিয়েছেন, ওই ঘটনায় ব্যবহৃত গাড়িটির খোঁজ মিলেছে। গাড়ির সূত্র ধরে ঘটনার সাথে জড়িত মূল অভিযুক্ত আব্দুল খালেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। গাড়িটিও উদ্ধার হয়েছে। তিনি বলেন, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা গাড়িটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আলামত সংগ্রহ করেছেন। এসডিপিও-র কথায়, থানায় ধৃত যুবকের জিজ্ঞাসাবাদের পর গতকাল তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল। রেগুলার কোর্ট ছিল না, তাই তাকে একদিনের জেল হাজতে পাঠিয়েছিল আদালত। তিনি জানান, আজ তাকে পুনরায় আদালতে তোলা হয়েছিল। আদালত তাকে চারদিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে। জেরায় ওই যুবক জানিয়েছে কয়েকদিন আগে সৌদি আরব থেকে সে ফিরেছে, বলেন এসডিপিও।

পথ অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ দক্ষিণ রাঙ্গুটিয়ার অভিজিৎ বিশ্বাস নামে এক যুবক অস্বাভাবিক গতিতে আগরতলার দিক থেকে কালি বাজারের দিকে আসছিল আগরতলা বামুটিয়া সড়ক ধরে। জামাই চৌমুনী এলাকায় রাস্তার অপর প্রান্ত দিয়ে বাঁ দিকে হেঁটে বৃন্দা রানী সরকার তাঁর বাবার বাড়িতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় উল্টো দিক থেকে এসে অভিজিৎ বিশ্বাস সজোরে ধাক্কা দেয় বৃন্দা রানী সরকারকে। ঘাতক বাইকটি নাম্বার টি আর ০১ এফ ৭২৭৭। ঘটনাস্থলে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর জখম হয় বৃন্দা রানী সরকারের। পড়ে তাকে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয়। ঘটনার ৩ দিন পর লেফুঙ্গা থানাধীন বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃতার স্বামী গোপেশ সরকার। কিন্তু অভিযোগ করার ৬ দিন অতিবাহিত হতে চললেও গ্রেপ্তার হয়নি অভিযুক্ত। মৃত স্বামীর অভিযোগ অভিযুক্ত অভিজিৎ বিশ্বাস কালিবাজার স্থিত জয় শংকর দাসের বাইকের গ্যারেজে সহকর্মী হিসেবে নিয়োজিত ছিল। তার গ্যারেজের বাইক ট্রায়াল দিতে এসে ঐ দিন এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করেন গোপেশের। জানা গেছে বাইক চালক অভিজিৎ বিশ্বাস এর ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। আরো অভিযোগ এই বাইকটি বামুটিয়া বিনোদিনী- টি এস্টেট কর্তৃপক্ষের। যার কোন বৈধ কাগজ ছিল না। ক্ষতিপূরণ প্রদান ও বিচারের দাবিতে এই পথ অবরোধ বলে জানান মৃতার স্বামী।প্রশ্ন উঠছে চা বাগান কর্তৃপক্ষের নথিবিহীন বাইকটি কি করে রাস্তায় নিয়ে বের হয়েছিল? আরো প্রশ্ন লাইসেন্সবিহীন বাইক চালককে দিয়ে গ্যারেজ মালিক কি করে বাইক ট্রায়াল দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন ? অবরোধকারীদের দাবি অভিযুক্ত বাইক চালকে অতিসত্বর গ্রেপ্তার করতে হবে। এলাকাবাসীর অভিযোগ দুর্ঘটনার মামলা দায়ের করার পর অভিযোগকারীর বাড়িতে পুলিশ এসে একবারের জন্যও জিজ্ঞাসাবাদ করেনি।অন্যদিকে পুলিশের বক্তব্য অভিযোগের পরের দিন রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। এছাড়াও দুর্ঘটনাস্থলের পাশেই মৃতার বাবার বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। যদিও সোমবারের মধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিয়ে আগরতলা বামুটিয়া সড়ক অবরোধ মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে লেফুঙ্গা থানা কর্তৃপক্ষ। এই অবরোধের জেরে এলাকার পথচলতি মানুষের বেশ সমস্যা ভোগ করতে হয়েছে এদিন।

শান্তির

● প্রথম পাতার পর

প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত করার বিষয়টি তুলে ধরেছিল।

সম্প্রতি ব্রু শরণার্থী সংগঠনের পক্ষ থেকে উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসকের কাছে শান্তি বৈঠকের আয়োজন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কাঞ্চনপুরের মহকুমাশাসক অভেদানন্দ জানিয়েছেন, ব্রু শরণার্থী সংগঠনের কাছ থেকে আলোচনার জন্য চিঠি পেয়েছেন উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক। তবে এখনও আলোচনার দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি।

এদিকে, এ-বিষয়ে ব্রু শরণার্থী সংগঠনের নেতা ব্রুনো মিসা বলেন, ব্রু শরণার্থীরা কারোর ওপর হামলা করেননি। ত্রিপুরা বনধ-এ যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তার জন্য ব্রু শরণার্থীরা দায়ী নন। তাঁর দাবি, ভুল বোঝাবুঝির কারণে কাঞ্চনপুরবাসী ব্রু শরণার্থীদের ওপর রুষ্ট হয়েছেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে বাঙালিদের সাথে মিলেমিশে রয়েছি আমরা। কারণ, তাঁরা আমাদের পরম মিত্র। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা বনধ-এ হামলা হুজ্জুতির জন্য ২৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তাতে একজনও ব্রু শরণার্থীর নাম নেই। ব্রুনো মিসা বলেন, ভুল-ভ্রান্তি দূর করার জন্যই আলোচনা করতে চাইছি। তাই জেলাশাসকের কাছে শান্তি বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছি।

অবশ্য ব্রু শরণার্থীদের এই আবেদনে চিড়ে ভিজবে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ, কাঞ্চনপুরবাসী তাঁদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে অনড় রয়েছেন। এ-বিষয়ে উন্নয়ন মঞ্চের কনভেনর রঞ্জিত নাথ বলেন, ১৯৯৭ সালের পর থেকে ব্রু শরণার্থীরা বহুবার বাঙালিদের ওপর অত্যাচার করেছেন। তাদের জন্য বহু পরিবার উদ্বাস্তু হয়েছেন। তবুও সবকিছুই খোলামনে সহ্য করেছি আমরা। কিন্তু, এখন সহ্যের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে। তাঁর কথায়, শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমরাও ইচ্ছুক। তাই অনির্দিষ্টকালের বনধ প্রত্যাহার করেছি। কিন্তু, এতকাল ধরে ব্রু শরণার্থীদের অত্যাচারের জবাব দেওয়ার সময় এসেছে। তাঁর দাবি, বনধে-এর নামে ব্রু শরণার্থীরাই হামলা হুজ্জুতি করেছেন, তার ভিডিও ফুটেজ রয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে ওই সমস্ত প্রমাণ তাঁর হাতে তুলে দিতে চাইছি।

তিনি বলেন, ব্রু শরণার্থীদের শান্তি বৈঠকের প্রস্তাব নিয়ে প্রশাসনের তরফে কিছুই জানানো হয়নি। তবে তাঁদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত হলে যে কোনও বৈঠকে আমরা প্রস্তুত, বলেন তিনি। ফলে, উদ্ভূত ওই সমস্যার আদৌ সমাধান সম্ভব হবে কিনা, সংশয় দেখা দেওয়া স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে।

এসডিএম

● প্রথম পাতার পর

শাসকের কাছে বিষ সরবরাহের অনুরোধ জানিয়েছেন।

এ-বিষয়ে বিলোনিয়ার মহকুমাশাসক বলেন, এমন কোনও চিঠি এখনও আমার কাছে আসেনি। তবে বিষয়টি জানতে পেরেছি। তাঁর কথায়, খাদ্য দফতরের অ্যাকাউন্টেন্ট ব্রজলাল দেববর্মার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। ইতিপূর্বেও তাঁর বেতন আটকে দেওয়া হয়েছিল। মহকুমাশাসকের বক্তব্য, সরকারি কর্মচারী হয়েও নিয়ম বহির্ভূত কাজ করেছেন ব্রজলাল দেববর্মা। ত্রিপুরা বনধ-এর সময় পিকেটারদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তাই লংতরাইভ্যালির মহকুমাশাসক তাঁর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছেন। মানিকলাল দাসের বক্তব্য, ব্রজলাল দেববর্মার পারফরমেন্স রিপোর্ট আসেনি, তাই তাঁর বেতন আটকে রয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, বনধ-এ শামিল হওয়ার জন্য এখন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাই, বিষ সরবরাহের চিঠি পাঠিয়ে সহানুভূতি কুড়াতে চাইছেন। আইনি বেড়াজাল থেকে বাঁচতে চাইছেন ব্রজলাল, দাবি করেন বিলোনিয়ার মহকুমাশাসক।

বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

জি ভি এল নরসিমহা রাও জানিয়েছেন, পরাজয়ের কারণ খতিয়ে দেখা হবে। কিন্তু সংঘবদ্ধ বিরোধীদের বিরুদ্ধে জোট না করে বিজেপির একা লড়াই করাটা অন্যতম কারণ। রাজ্যভিত্তিক নির্বাচনে স্থানীয় সরকারের কাজ এবং ভাবমূর্তিও একটা প্রভাব ফেলে।

অঙ্গন

স্বপ্নের আইপিএল একাদশে নিজেকেই অধিনায়ক বাছলেন সৌরভ, বাদ দিলেন ধোনিকে

মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্ব প্রশ্নাতীত। তা সে দেশের জার্সি গায়ে হোক কিংবা আইপিএলে। চেন্নাই সুপার কিংসকে তিন-তিনটি ট্রফি এনে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন কুল। আইপিএলে তাঁর মতো সফল অধিনায়কের সংখ্যা নেহাতই হাতে গোনা। অথচ সেই ধোনিকেই আইপিএলের স্বপ্নের একাদশ থেকে বাদ দিয়ে দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়! স্বপ্নের একাদশের নেতা হিসেবে বিসিসিআই সভাপতি বেছে নিয়েছেন নিজেকেই।ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা অধিনায়ক সৌরভ। বিদেশের মাটিতে তাঁর সাফল্য আজও চর্চিত ক্রিকেট মহলে। কিন্তু আইপিএলে তিনি সেভাবে সফল নন। তা সত্ত্বেও স্বপ্নের আইপিএল এগারোয় নেতার ভূমিকায় নিজের নামই রাখলেন দাদা। দলে জায়গাই দিলেন না ধোনিকে। বরং দলের উইকেটকিপার হিসেবে বেছে নিয়েছেন ঋষভ পন্থকে। সৌরভের দল দেখে বেশ অবাকই হয়েছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। দাদা যদিও বলছেন, “এটা পুরোটাই মজা করার জন্য। পন্থ একজন তরুণ উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। এটা নিয়ে কোনও বিতর্ক চাই না।’’

ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের সভাপতির পদে বসেই এমএসের প্রশংসা করেছিলেন সৌরভ। বলেছিলেন, ধোনির মতো চ্যাম্পিয়নরা সহজে হারিয়ে যান না। সঙ্গে মাহির অবসর প্রসঙ্গে বলেছিলেন, এ নিয়ে ধোনির সঙ্গে কথা হয়েছে। এ বিষয়ে কোনও ধোঁয়াশা নেই। যদিও গত দু-এক বছরে টি-টোয়েন্টিতে ধোনির ফর্ম নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলতে শোনা গিয়েছে সৌরভকে। ছোট ফরম্যাটে ধোনি যে আর আগের মতো ছন্দে নেই, একটা সময় তা সোজাসাপটাই বলেছিলেন সৌরভ।এবার স্বপ্নের আইপিএল একাদশ থেকে ধোনিকে বাদ দিয়ে যেন নিজের মন্তব্যকেই মান্যতা দিলেন বোর্ড সভাপতি।তবে ধোনিকে বাদ দিয়ে ঋষভকে নেওয়ায় অনেকেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন। সৌরভ মুখে যতই বলুন, মজা করেই তিনি দল বেছেছেন, কিন্তু এর মধ্যে অন্য বার্তার ইঙ্গিত পাচ্ছে ক্রিকেট মহলের একাংশ। অস্ট্রেলিয়ায় আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ধোনির বদলে ঋষভের নামই ভাবছেন জাতীয় নির্বাচকরা। আর কাকতালীয়ভাবে সেই ভাবনা মিলে গিয়েছে সৌরভের ভাবনার সঙ্গে। তবে কি ধোনির বিদায় সত্যিই আসন্ন? উঠছে প্রশ্ন। চলুন একনজরে দেখে নেওয়া যাক

সৌরভের স্বপ্নের আইপিএল একাদশ।সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, ডেভিড ওয়ার্নাস, ঋষভ পন্থ, আন্দ্রে রাসেল, জশপ্রীত বুমরাহ, মার্কাস স্টয়নিস, রিয়ান পরাগ, জোফ্রা আর্চার এবং রবীন্দ্র জাদেজা।

সৌরভ ইতিমধ্যেই আইসিসির কাছ থেকে বোর্ডের বকেয়া অর্থ দাবী করেছে।এই নিয়ে রবি শাস্ত্রী বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। শাস্ত্রী এই বিষয়ে জানিয়েছে, ’’ আমরা জানি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের

নজরবন্দি ব্যুরোঃ বিসিসিআই বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন বিরাট কোহলিদের হেডস্যার রবি শাস্ত্রী। সৌরভকে অভিনন্দন জানিয়েছে রবি শাস্ত্রী। শাস্ত্রী বলেছে, ’’বোর্ড প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য সৌরভকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভারতীয় ক্রিকেট যে সঠিক পথে এগোচ্ছে, এটাই তার প্রমাণ।’’ শাস্ত্রী বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন, ’’সৌরভ বরাবরই সহজাত নেতা। সৌরভ চার পাঁচ বছর আগেই ক্রীড়া প্রশাসনে এসেছে। এমন ব্যক্তি বোর্ড প্রেসিডেন্ট হলে দেশের ক্রিকেটের উন্নতি হবে। ভারতীয় বোর্ড কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছিল। বোর্ডকে গৌরবের কাজে ফেরাতে অনেক কাজ করতে হবে। এর জন্য আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সৌরভকে।’’ সৌরভ ইতিমধ্যেই আইসিসির কাছ থেকে বোর্ডের বকেয়া অর্থ দাবী করেছে। সৌরভ চার পাঁচ বছর আগেই ক্রীড়া প্রশাসনে এসেছে। এমন ব্যক্তি বোর্ড প্রেসিডেন্ট হলে দেশের ক্রিকেটের উন্নতি হবে। ভারতীয় বোর্ড কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছিল। বোর্ডকে গৌরবের কাজে ফেরাতে অনেক কাজ করতে হবে। এর জন্য আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সৌরভকে।’’

অবদান কতটা। কিছু পেতে গেলে কিছু আনতেও হয়। প্রশ্ন হল, ভারত যতটা আনছে, তার কি ঠিকঠাক ভাগ পাচ্ছে? আমার তা মনে হয়না। উত্তরটা ঠিক এই জায়গায় লুকিয়ে আছে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে দেশের ক্রিকেট প্রশাসন যোগ্য ব্যক্তির হাতে রয়েছে। যারা যানে এই সময়ে ঠিক কি করতে হবে।’’ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বর্ড প্রেসিডেন্ট হতেই পরতে পরতে নাটকীয় মোড় বদল। এখন দেখার বোর্ডে সৌরভময় জাদু কতটা সফ্লতার মুখ দেখে ফেলে।বোর্ডের মসনদে অভিষেক হওয়ার পর থেকেই শুভেচ্ছা-অভিনন্দনের বন্যায় ভাসছেন ’’প্রিন্স অফ ক্যালকাটা’’।

প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে দেশের অন্যতম সফল অধিনায়কের হাতে ভারতীয় ক্রিকেটের গুরুদায়িত্ব সঁপতেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে দেশের ক্রিকেটমহল। দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে ব্যাপ্তি ছড়িয়েছে বিদেশেও। বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হিসেবে সৌরভের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার ইঙ্গিত দিয়েছেন অভিজাত মেরিলিবোন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের প্রথম নন-ব্রিটিশ প্রেসিডেন্ট অর্থাত প্রাক্তন শ্রীলঙ্কান অধিনায়ক কুমার সাঙ্গাকারা।শুক্রবার সিএবি’’র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভিডিওবার্তার মাধ্যমে মহারাজের কাছে অভিনন্দন পৌঁছে দিয়েছিলেন গ্রেম স্মিথ, কেভিন পিটারসন, ব্রায়ান লারারা। কিন্তু ততক্ষণ অবধি তালিকায় ছিলেন না ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ রবি শাস্ত্রী। অ্যাডভাইসরি কমিটিতে থাকাকালীন সৌরভের সঙ্গে শাস্ত্রীর মতানৈক্যের কথা দেশের ক্রিকেট অনুরাগীদের অজানা নয়। ২০১৬ অ্যাডভাইসরি কমিটি কর্তৃক বিরাটদের কোচের পদপ্রার্থী শাস্ত্রীকে সরিয়ে অনিল কুম্বলেকে কোচ নির্বাচন করার বিষয় হোক কিংবা অন্যান্য ইস্যু, সৌরভের সঙ্গে খোটাখুটি লেগেই ছিল শাস্ত্রীর। অবশেষে মৌনতা ভেঙে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য শাস্ত্রীয় অভিনন্দন পেলেন মহারাজ।টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাতকারে বিরাটদের কোচ জানালেন, ’’বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদে বসার জন্য সৌরভকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। তাঁর অন্তর্ভুক্তি প্রমাণ করে ভারতীয় ক্রিকেট সঠিক দিশাতেই এগোচ্ছে।’’ এখানেই শেষ নয়। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রেসিডেন্ট সৌরভ প্রসঙ্গে শাস্ত্রীর আরও সংযোজন, ’’সৌরভের মধ্যে বরাবরই নেতৃত্ব প্রদান করার একটা সহজাত ক্ষমতা রয়েছে। তার উপর প্রশাসক হিসেবেও বর্তমানে চার-পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা ওর ঝুলিতে। সুতরাং, বোর্ডের প্রেসিডেন্ট পদে সৌরভের আসীন হওয়া আসলে ভারতীয় ক্রিকেটেরই জয়।’’একইসঙ্গে বিরাটদের কোচ জানান, ’’বর্তমান পরিস্থিতিতে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। উন্নয়নের রাস্তায় হাঁটতে হলে বিসিসিআই’’কে বেশ কিছু সংস্কারের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সৌরভের জন্য আমার অনেক শুভেচ্ছা রইল।’’

পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট হয়েই আইসিসি’’র থেকে বকেয়া অর্থ আদায়ের বিষয়ে মহারাজ যে সুর চড়িয়েছেন, সেই বিষয়টিকেও সমর্থন জানিয়েছেন শাস্ত্রী।সাক্ষাতকারে বিশ্বজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির পাশে দাঁড়িয়ে শাস্ত্রী সমালোচকদের একহাত নিতেও পিছপা হননি। ধোনির অবসর চেয়ে যারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তাঁদের তিরস্কার করে বিরাটদের কোচ বলেছেন, ধোনির অ্যাচিভমেন্টের ঝুলিতে যা যা রয়েছে, তাতে ধোনি নিজের ইচ্ছামতো অবসর নেবে।

ম্যাচ শেষে দাবানলের ধোঁয়ায় অসুস্থ সিডল

সিডনি:ক্রিকেটারদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে চাইলেই ম্যাচটি স্থগিত করা যেত। কিন্তু সতর্কতা সত্ত্বেও রবিবার মানুকা ওভালে অনুষ্ঠিত হল বিগ ব্যাশ লিগে সিডনি থান্ডার বনাম অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের মধ্যে ম্যাচ। ম্যাচ চলাকালীনই পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় কোনও ফলাফল ছাড়াই নিষ্পত্তি হল ম্যাচের। আর ম্যাচ শেষে দাবানলের ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন অজি ফাস্ট বলার তথা অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স পেসার পিটার সিডল।উল্লেখ্য, দাবানলের আগুনে পুড়ছে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাংশ। এমন সময় বাতাসের দূষণ সূচক এবং ধোঁয়ার মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতির কারণে রবিবার ম্যাচ আয়োজনের ব্যাপারে ছিল সতর্কবার্তা।‘কিন্তু সতর্কতা উপেক্ষা করেই এদিন শুরু হয় ম্যাচ। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় ফলাফল থেকে মাত্র চার বল দূরে দাঁড়িয়ে পরিত্যক্ত হয় ম্যাচ। ১৬২ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে সিডনি থান্ডারের রান তখন ৪.২ ওভারে ১ উইকেটে ৪০।রুপায় হয়ে ম্যাচ শেষ করতে হলেও ম্যাচ শেষে দাবানলের ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন সিডল। দু’’ওভার বল করা অ্যাডিলেড পেসারকে ম্যাচ শেষে দ্বারস্থ হতে হয় চিকিতসকের। পরে সুস্থ হয়ে সিডল জানান, ’’এখন অনেকটাই সুস্থ। ম্যাচটা শেষ না হওয়ায় খারাপ লাগছে। কিন্তু ক্রিকেটারদের সুরক্ষার বিষয়টা সবার আগে মাথায় রাখা উচিত।’’ অ্যাডিলেড দলনায়ক জানান, মাঠের অবস্থা মোটেই নিরাপদ ছিল না।উল্লেখ্য, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বক্সিং-ডে টেস্টে আহত জোস হ্যাজেলউডের বদলি হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার ১৩ জনের দলে সুযোগ পেয়েছেন পিটার সিডল। তবে একাদশে যে তিনি যে সুযোগ সেটা একপ্রকার নিশ্চিত। হ্যাজেলউডের পরিবর্ত হিসেবে একাদশে শুরু করবেন জেমস প্যাটিনসন। তবে দাবানলের আঁচ থেকে বছরের শুরুতে সিডনিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা টেস্টকে দূরে রাখার জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। কারণ চলতি মাসের শুরুতে দাবানলের কারণে সিডনির দূষণ সূচক ১০০০ ছাড়িয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বক্সিং-ডে পরবর্তী সিডনি টেস্ট ম্যাচ আয়োজন করা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কাছে দারুণ চ্যালেঞ্জ।

৩০ বছর পর জার্মান ডার্বিতে

বার্লিন প্রাচীর ভেঙে যাওয়ার তিরিশ বছর পর জার্মানির বুন্দেশলিগা ফুটবল ডার্বিতে প্রথম মুখোমুখি হচ্ছে বার্লিনের এফসি ইউনিয়ন আর হার্থা বার্লিন। এই খেলা ফের রেষারেষির জন্ম দেবে নাকি সংযুক্তির হাওয়া আরও বাড়াবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। দুই ক্লাবের স্টেডিয়ামের মধ্যে ফারাক ২৬ কিলোমিটার। কিন্তু কমিউনিস্ট পূর্ব জার্মানি আর ধনতান্ত্রিক পশ্চিম জার্মানি তাদের দুই দেশে আলাদা করে দিয়েছিল দুই ক্লাবকে। খেলা হবে শনিবার। ১৯৯০ সালে বার্লিন প্রাচীর ভাঙার ৭৯ দিন পর বন্ধুত্বমূলক ম্যাচ খেলেছিল দুই দল অলিম্পিক স্টেডিয়ামে। এই প্রথম জার্মান ফুটবল লিগের প্রথম ডিভিশনে খেলতে চলেছে দুই দল।

তিন ক্রিকেট কর্তাকে সাসপেন্ড

ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে লজ্জাজনক পারফরম্যান্সের পর ভারতের বিরুদ্ধে তাদের মাটিতে টেস্ট সিরিজে ওয়াশ আউট হয়ে গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কার্যত ছত্রাখ্যান হয়ে থাকা প্রোটিয়া শিবিরে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করেছে বেতন বিতর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার তিন ক্রিকেট কর্তার সাসপেন্সন।দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট বোর্ড সূত্রে খবর, সাসপেন্ড হওয়া ক্রিকেট কর্তারা হলেন চিফ অপারেটিং অফিসার নাসেই আপিয়া ও স্পনসরশিপ হেড ক্লাইভ একসটেন। তালিকায় রয়েছে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন ক্রিকেট ডিরেক্টর কোরি ভান জেইল।

কেন ২০১৯-কে ’’দারুণ বছর’’ বললেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক বিরাট

দেশের মাটিতে টি-টোয়েন্টির পর ওয়ান ডে সিরিজেও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে কুপোকাৎ করেছে ভারত। টিম গেমেই ভারত বাজিমাত করেছে বলে বিশেষজ্ঞ ও ক্রিকেট প্রেমীদের দাবি। শুধু এই সিরিজ নয়, গোটা বছরটাই তাঁদের কাছে অন্য রূপে ধরা দিয়েছে বলে দাবি টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক বিরাট কোহলির। দুর্দান্ত কোহলি দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক বিরাট কোহলির ব্যাট ঝলসে উঠলেও, সিরিজের প্রথম দুটি ওয়ান ডে-তে তিনি ব্যর্থ হন। তবে সিরিজের তৃতীয় তথা সিরিজ নির্ধারক ম্যাচে ৮১ বলে ৮৫ করে ভারতকে জিতিয়ে অনন্য রেকর্ড গড়েছেন ভিকে। বিরাটের ওয়ান ডে রান চলতি বছর ভারতের জার্সিতে ২৬টি ওয়ান ডে মাচ খেলেছেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ১৩৭৭ রান। এক মরশুমে ওয়ান ডে রানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বিরাট।

তালিকার শীর্ষে থাকা রোহিত শর্মা চলতি বছর ওয়ান ডে-তে ১৪৯০ রান করেছেন। ভারতীয় পেসার মহম্মদ শামি চলতি বছর সবচেয়ে বেশি ওয়ান ডে উইকেট (৪২) নিয়েছেন। সর্বত্রই এগিয়ে ভারত ভারতীয় ক্রিকেটারদের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তাঁর কথায়, ভারতীয় ক্রিকেটারদের এই সাফল্য বহু পরিশ্রমের ফসল আগামী দিনে টিম ইন্ডিয়া আরও সফল হবে বলে আশা অধিনায়ক বিরাটের। ভারতীয় ফাস্ট বোলারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ভিকে। শুধু বিশ্বকাপ কাঁটা ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে যায় টিম ইন্ডিয়া। সেই ঘটনাকে খারাপ স্মৃতি বলে আখ্যা দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ওই ঘটনা ছাড়া ভারতীয় ক্রিকেট দলের জন্য ২০১৯ দারুণ কেটেছে বলে দাবি করেছেন ভিকে।

উধাও পায়ের চোট! দুরন্ত নাচে ’’ফর্মে’’ ফিরলেন শিখর ধওয়ন

হাঁটুর চোটের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডে সিরিজে খেলতে পারেননি। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দুই ফরম্যাটেই ওপেনার হিসেবে নিজের দাবি জোরালো করেছেন লোকেশ রাহুল। কিন্তু শিখর ধওয়ন তা নিয়ে ভাবছেন না।ইনস্টাগ্রামে এক ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন বাঁ-হাতি ওপেনার। যাতে দেখা গিয়েছে, বাচ্চাদের সঙ্গে নাচছেন তিনি। শিখর সেই ভিডিয়ো পোস্ট করে লিখেছেন, ’’ভিতরে সবসময় একটা শিশু রয়েছে। ভালবাসি বিশ্ব জুড়ে ভালবাসা ছড়িয়ে দিতে। শিশুদের এই নাচ দেখে দারুণ লাগল। ওরা যে ভাবে নিজেদের ভিতরের সৌন্দর্যকে বের করে আনল,সেটাও মন ভরিয়ে দিল।’’পোস্টের সঙ্গে সঙ্গে নেটদুনিয়ায় সাড়া ফেলে দিয়েছে ধওয়নের এই নাচ।

তবে তিনি যতই নাচে মেতে উঠুন,তাঁর কেরিয়ার নিয়ে থাকছে প্রশ্ন। লোকেশ রাহুলের ফর্ম ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে স্বস্তি দিয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে শেষবার দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা গিয়েছিল ধওয়নকে। তার পর থেকে চোটের জন্য দলের বাইরে রয়েছেন তিনি।এখনও পর্যন্ত ৩৪ টেস্ট,১৩৩ একদিনের ম্যাচ ও ৫৮ টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন ধওয়ন।

টেস্টে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ২৩১৫ রান। একদিনের ক্রিকেটে ও টি-টোয়েন্টিতে করেছেন যথাক্রমে ৫৫১৮ ও ১৫০৪ রান। একদিনের ক্রিকেটে তাঁর গড় বেশ ভাল,৪৪.৫০। ওপেনিংয়ে রোহিত শর্মার সঙ্গে তাঁর জুটিও রীতিমতো সফল।

এ বার চার দেশের ’’সুপার সিরিজ’’-এর পরিকল্পনায় সৌরভ

এ বার চতুর্দেশীয় টুর্নামেন্ট করার ভাবনা বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। ২০২১ সালে টুর্নামেন্টের প্রথম সংস্করণের বল গড়াবে ভারতের মাটিতে। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ছাড়া আরও একটি দল খেলবে সেই টুর্নামেন্টে। সেই দলটির নাম এখনও স্থির হয়নি।এর আগে আইসিসি এ রকমই ’’সুপার সিরিজ’’ করার কথা ভেবেছিল। ২০২৩ থেকে ২০৩১ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর একটি করে সুপার সিরিজ করা হবে এমন প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, সেই সময়ে ভারতীয় বোর্ড, ইসিবি (ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড) ও সিএ (ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া) আইসিসি-র সঙ্গে ’’সুপার সিরিজ’’ নিয়ে সহমত পোষণ করেনি।ফলে সুপার সিরিজ বাস্তবায়িত করার চিন্তাভাবনা ধাক্কা খেয়েছিল।সুপার সিরিজ করার উদ্যোগ নতুন করে নিয়েছেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ। এই টুর্নামেন্ট করার জন্য বোর্ড প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যেই ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে জানা গিয়েছে।সংবাদ মাধ্যমকে সৌরভ জানান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত ও আরও একটি দেশকে নিয়ে সুপার সিরিজ করা হবে। ২০২১ সালে ভারতের মাটিতে টুর্নামেন্টের প্রথম সংস্করণ হবে। আমাদের সঙ্গে ইসিবি-র সম্পর্ক বেশ ভাল। আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে।ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের সঙ্গে চতুর্থ দলটি কারা হবে, তা এখনও স্থির হয়নি।

বড় খবর! সাকিবের নির্বাসনের পিছনে রয়েছে ভারতীয় বুকি

আইসিসির কাছে ম্যাচ-ফিক্সিং সংক্রান্ত তথ্য গোপন করার জন্য আইসিসি দুবছরের জন্য নির্বাসিত করেছে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডে দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসানকে। আইসিসি প্রথমে দুই বছরের জন্য নির্বাসিত করেছিল ওয়ানডেতে বিশ্বের নাম্বার ওয়ান অলরাউন্ডার সাকিব কে, কিন্তু সাকিব নিজের দোষ স্বীকার করে নেওয়ায় তার শাস্তি কমিয়ে এই মুহূর্তে এক বছর করা হয়েছে। অর্থাত ২০২০ সালে ফের ক্রিকেট মাঠে নামতে পারবেন সাকিব। আর বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে সাকিবের এই শাস্তির নেপথ্যে রয়েছে এক ভারতীয় বুকির হাত।ভারতীয় জুয়াড়ি দীপক আগারওয়ালের নাম এই মুহূর্তে জড়িয়ে গিয়েছে সাকিব আল হাসানের নির্বাসনের ঘটনার সাথে। জানা গিয়েছে ২০১৭ সালে এই ভারতীয় বুকের সাথে হোয়াটসঅ্যাপে ম্যাচ ফিক্সিং সংক্রান্ত বেশ কিছু কথাবার্তা হয় সাকিবের। তবে সেই কথাবার্তার ব্যাপারে আইসিসি কিংবা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কাউকেই কিছু জানায়নি সাকিব আল হাসান, আর এই তথ্য গোপন করে যাওয়ার জন্যই কার্যত সাকিবকে ২ বছরের জন্য নির্বাচিত হতে হল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে।বাংলাদেশ লিগ চলাকালীন সাকিবের এক পরিচিত ব্যাক্তি সাকিবের নাম্বার দিয়েছিলেন দীপক আগারওয়াল কে। এরফলে দীপক এবং সাকিবের মধ্যে ফের কথাবার্তা শুরু হয় ২০১৮ সালে।দীপক ২০১৮ সালে ত্রিদেশীয় সিরিজ চলাকালীন ম্যাচ ফিক্সিং এর প্রস্তাব দিয়েছিল সাকিবকে পরে আইপিএল চলাকালীন ফের সাকিবকে ম্যাচ ফিক্সিং করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল এই দীপকই। কিন্তু দুবারই তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেয় সাকিব কিন্তু প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও সেই প্রস্তাবের ব্যাপারে আইসিসি কে কিছুই জানায় নি সাকিব। আর তাই আইসিসির কাছে ম্যাচ ফিক্সিং সংক্রান্ত তথ্য গোপন করার জন্য সাকিবকে এক বছর নির্বাসিত করল আইসিসি।

NOTICE INVITING e-TENDER

College of Agriculture, Tripura invites electronic bids through e-Procurement Portal of Government of Tripura (https://tripuratenders.gov.in) from reputed organizations involved in supply of manpower for executing cooking & catering services in the Boys' & Girls' Hostel of College of Agriculture, Tripura. Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https://tripuratenders. gov.in. **Last Date of submission of the e-Tender: 01/01/2020 5:30 PM.**

Sd/-
(Dr. Debashish. Sen)
Principal In-charge
College of Agriculture, Tripura
Lembucherra, West Tripura

ICA/C-1985/2019-20

নির্বাচকরা প্রথমবারে তাঁকে বাতিল করে দিয়েছিলেন, বললেন সচিন তেণ্ডুলকর

তাঁকে ক্রিকেটের ঈশ্বর বলতেও অনেকে দ্বিধা করেননি। টেস্ট ক্রিকেটে প্রায় ১৬ হাজার আর একদিনের আন্তর্জাতিকে সাড়ে ১৮ হাজারের কাছাকাছি রান। এই সচিন তেণ্ডুলকরকেও প্রথমবার ট্রায়ালে বাতিল করে দিয়েছিলেন নির্বাচকরা। সেই কথা বললেন সচিন তেণ্ডুলকর নিজেই। পশ্চিম মহারাষ্ট্রের ’’লেট লক্ষ্মণ রাও দুরে স্কুলে’’র পড়ুয়াদের সচিন বলেন, ’’আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন আমার মনে একটাই কথা ছিল, ভারতের হয়ে আমাকে খেলতে হবে। আমার সেই সফর শুরু ১১ বছর বয়সে। আমার এখনও মনে আছে যে আমি ভালো ব্যাট করলেও তা আশানুরূপ ছিল না, তাই নির্বাচকরা আমায় মনোনীত করেননি, তখন আমি খুব হতাশ হয়েছিলাম। কিন্তু তার পরে আমার একাগ্রতা, জেদ ও কঠোর পরিশ্রম আরও বেড়ে গেল। যদি তোমাদের মনে কিছু করার ইচ্ছা থাকে, তা হলে শর্ট কার্টে কাজ হবে না। ’’ রাজ্যসভার সাংসদ থাকাকালীন সচিন তেণ্ডুলকর তাঁর এলাকা উন্নয়নের অর্থের একাংশ এই স্কুলকে দেন। সেই অর্থেই স্কুলের তিনটি শ্রেণিকক্ষ হয়েছে ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য একটি মঞ্চ তৈরি হয়েছে। উপস্থিত পড়ুয়াদের উদ্দেশ্য করে সচিন বলেন, ক্রিকেটার হিসাবে আমার সব সাফল্য আমার পরিবারকে, পরিবারের সকলকে উতসর্গ করছি। পরিবার বলতে আমি প্রথমেই বলব আমার মা-বাবা, আমার ভাই অজিত ও বড়ভাই নীতিনের উতসাহ দেওয়ার কথা। নীতিন সাধারণত সামনে আসেন না। বিয়ের পরে আমার দিদি পুণেতে চলে যায়, সেও আমাকে উতসাহিত করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার প্রথম ক্রিকেট ব্যাটটা দিদিই আমাকে দিয়েছিল। বিয়ের পরে অঞ্জলি (স্ত্রী) এবং সারা ও অর্জুন (দুই সন্তান) আমাকে উতসাহ দিয়েছে। এই তালিকায় আমার মামা-মাসী, কাকা-পিসিরাও আছেন। আর একজনের কথা অবশ্যই বলতে হবে, (রমাকান্ত) আচরেকর স্যার। ’’ সারা বিশ্বে সচিনই একমাত্র ক্রিকেটার যিনি একশোটি শতরান করেছেন (টেস্ট ও ওয়ান ডে মিলিয়ে)। জীবনের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ সচিন

খেলেছেন তাঁর ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। দীর্ঘ ক্রিকেট জীবনে অধিনায়কত্বও করেছেন তিনি, তবে তা খুবই কম সময়ের জন্য। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বেশ কয়েকটি বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী সচিন। স্কুলজীবন থেকেই তাঁর বিশ্বরেকর্ড গড়া শুরু। টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটের পাশাপাশি টি-২০ ক্রিকেটও খেলেছেন সচিন। আন্তর্জাতিক ম্যাচ কম খেললেও ঘরোয়া আইপিএলে তিনি খেলেছেম মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে। শচিনের ছেলে অর্জুন এখন ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছেন।

Online percentage rate bids in single bid system is invited for the following work:

Sl No	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Tender Fee	Time for completion	Deadline for online bidding	Place, Time and date of opening of online bid	Website for online bidding	Class of Bidder
1	**Name of Work: -** Construction of 01(one) nos. semi-permanent pump house, in/c. related allied works for DTW scheme at Thamani Under Ratannagar VC Gandacherra. 2nd Call DNIe-T No.11/EE/PWD(DWS)/AMB/2019-20	Rs. 1972920.00	Rs. 19729.00	Rs. 1000.00	60(Sixty) days	Upto 15.00 Hrs on 09/01/2020	O/O the Executive Engineer, DWS Division, Ambassa at 16.30 Hrs on 13/01/2020	https:tripura tenders.gov.in.	Appropriate Class/ Category as per NIe-T

All details can be seen in the office of the undersigned, NB : This detailed press notice & bid documents for the work can seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For details please visit www.tripuratenders.gov,in & for any query please contract : 03826-267230 / M8787354471

For anal on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-1992/2019-20

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ainbassa,
Dhalai District, Tripura.

জাগরণ 24 December, 2019, Tuesday আগরতলা ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ৭ পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

সোমবার ঝাড়খন্ডে বিজেপি'র পরাজয়ে রাজ্য কংগ্রেস ভবনের সামনে বাজি পুড়িয়ে খুশি প্রকাশ করে দলীয় কর্মীরা। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্যেক স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে মৌমাছি পালন-মৃৎশিল্প-চর্মশিল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্যে এই শিল্পগুলির বিকাশের সম্ভাবনাও রয়েছে। তাছাড়া, গ্রামীণ এলাকার মানুষ এই সমস্ত শিল্পের সাথেও যুক্ত। তাঁদের কাছে ওই শিল্প জীবিকা নির্বাহেরও একটা অন্যতম মাধ্যম। তাই রাজ্যে এ-সমস্ত শিল্পের বিকাশে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। সোমবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২ নম্বর হল-এ ভারত সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি শিল্পমন্ত্রকের অধীন খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত মৌমাছি পালনের বাক্স, চর্মশিল্পীদের শিল্পসামগ্রী এবং মৃৎশিল্পীদের ইলেকট্রিক পটার হুইল বিতরণী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। প্রসঙ্গত, অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২০০ জন মৌমাছি পালক, ১০০ জন চর্মশিল্পী এবং ১০০ জন মৃৎশিল্পীর মধ্যে মৌমাছি পালনের বাক্স, সহায়ক শিল্পসামগ্রী এবং ইলেকট্রিক পটার হুইল দেওয়া হয়েছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে একসময় অবহেলা করা হত। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশের ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর এই অঞ্চলের রাজ্যগুলিকে আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার জন্য বাজেটে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করেছেন। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ বা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় নানা রকমের সেমিনারের আয়োজন করা হয়। কিন্তু প্রকৃতিরই অংশ মৌমাছি প্রাকৃতিক ভারসাম্য যেমন বজায় রাখে তেমনি রোজগারের সুযোগও সৃষ্টি করে। তাই আমাদের দায়িত্ব এই প্রজাতিকে রক্ষা করা। মৌমাছিকে জীবিত রেখে রোজগারের প্রক্রিয়াগত কৌশল শিখতে হবে। এর জন্য ত্রিপুরায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিয়েছে খাদি গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে স্বরোজগারীর পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকারীও তৈরি হচ্ছে। ব্যাংকও ঋণ প্রদান করছে। ভারত সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি শিল্পমন্ত্রকের মাধ্যমে ভরতুকিতে বিভিন্ন প্রকল্প রাজ্যে লাগু হচ্ছে। তিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৃৎশিল্প, মৌমাছি প্রতিপালন এবং সংরক্ষণ-সহ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিজের আশপাশের ব্যক্তিদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য উদ্যোগী হতে আহ্বান জানান। একই সাথে তিনি ক্লাস্টার পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরাকে স্বনির্ভর এবং নতুন দিশায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। এই লক্ষ্যে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের চেয়ারম্যান বিনয় কুমার সাক্সেনা বলেন, ত্রিপুরার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে, যাতে অধিক পরিমাণে রোজগার সৃষ্টি করা যায়। তিনি বলেন, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্ন ছিল দেশের সমস্ত গ্রামের উন্নয়ন। গ্রামের উন্নয়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে দেশের উন্নয়ন। বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ণে কাজ করছেন। তিনি বলেন, মৌমাছি প্রতিপালনের সাথে যুক্তরা রোজগার বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের পরিবেশ রক্ষার্থেও বড় ভূমিকা নিতে পারেন। সারা দেশে এখন পর্যন্ত এর জন্য ১ লক্ষ ৩৫ হাজার মৌমাছি বাক্স বিলি করা হয়েছে। মৌমাছি পালনের বিভিন্ন সুফলগুলি তিনি তার ভাষণে তুলে ধরেন। মৃৎশিল্পের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, গত বছর দেশে ১৩ হাজার ইলেকট্রিক পটার হুইল দেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৬৫ হাজার লোকের রোজগারের ব্যবস্থা হয়েছে। এই বছর ৩০ হাজার ইলেকট্রিক পটার হুইল দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, বিকল্প অর্থনীতির মাধ্যমে রোজগার সৃষ্টি করার ওপর বর্তমান রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিয়েছে। তার জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে সরকার। আরও রোজগার সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে রাজ্যের খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ উদ্যোগ নিচ্ছে। রাজ্যের উৎপাদিত মধু, আদা, হলুদ, গুলমরিচকে বাজারজাতকরণের ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে সরকার। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী মৌমাছি পালক, মৃৎশিল্পী এবং চর্মশিল্পীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

বড়দিনে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা ক্ষীণ, ফের ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): বড়দিনে এবার বোধ হয় জাঁকিয়ে শীতের আমেজ থাকবে না তিলোত্তমায়উ আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা অন্তত এমনটাই ইঙ্গিত দিচ্ছেউ সোমবার ফের এক ধাক্কায় খানিকটা বাড়ল তাপমাত্রার পারদউ ফলে শীতের দাপট কিছুটা হলেও কমেছেউ সোমবার এক ধাক্কায় ২ ডিগ্রি বেড়ে গিয়েছে তাপমাত্রার পারদউ এদিন শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসউ বাধা পাচ্ছে উত্তুরে হাওয়া, একইসঙ্গে কুয়াশার কারণেই ঊর্ধ্বমুখী পারদ।

আবহবিদরা জানিয়েছেন, একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর ভারতে ঢুকেছেউ তাই বাধা পাচ্ছে উত্তুরে হাওয়াউ বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়ায় কুয়াশাও বাড়ছেউ ফলে শীতপ্রেমীদের মনে এখন একটাই প্রশ্ন, বড়দিনে ঠাণ্ডা থাকবে তো? অবহবিদরা মনে করছেন, উত্তুরে হাওয়া বাধা পাওয়ায় বড়দিনে শীতের সম্ভাবনা কমইউ গত সপ্তাহে ধুন্ধুমার ব্যাটিং করেছে শীতউ এক ধাক্কায় অনেকটাই নেমে গিয়েছিল তাপমাত্রার পারদউ কিন্তু, গত শনিবার থেকেই ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার পারদ।

যোরহাটে পুলিশের জালে তিন ড্রাগস কারবারি, বাজেয়াপ্ত ব্রাউন সুগার

যোরহাট (অসম), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : অবৈধ নেশাদ্রব্যের চোরাকারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে যোরহাট পুলিশ তিন ড্রাগস কারবারিকে গ্রেফতার করেছে। তাদের একজনের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সন্দেহজনক নেশাদ্রব্য ব্রাউন সুগার।

পুলিশ সূত্রের খবর, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার সন্ধ্যারাতে যোরহাটের ভোগদই নদী তীরবর্তী হুওনিগ্রামে জনৈক দীপেন দাসের ঘরে হানা দেওয়া হয়েছিল। দীপেনের ঘরে হানা দিয়ে পুলিশের দল ৩৬ গ্রাম ওজনের ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানান, এর আগে গত এপ্রিল মাসে দীপেন দাসকে একটি পিস্তল-সহ গ্রেফতার করা হয়েছিল।

দীপেন দাসকে গ্রেফতারের পর ড্রাগস কারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে যোরহাট পুলিশ জনার্দন দাস এবং সুরজ দাস নামের দুই ব্যক্তিকে বড়িগাঁও থেকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানিয়েছে, দীপেন দাসের হেফাজত থেকে বাজেয়াপ্তকৃত ড্রাগসের নমুনা পরীক্ষার জন্য গুয়াহাটিতে অবস্থিত রাজ্য ফরেনসিক বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে পাঠানো হবে।

কিশত্বর টাউনের উপকণ্ঠে চলল রহস্যজনক গুলি, জখম দু'জন এসপিও

শ্রীনগর, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ভূস্বর্গে সন্ত্রাসী হামলা থামছেই না, বরং আরও বেড়েই চলেছে। এমতাবস্থায় জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বর টাউনের উপকণ্ঠে চলল রহস্যজনক গুলি। রবিবার রাতের এই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন

আটের পাতার পর

দিল্লিতে তিন-তলা বহুতলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড শিশু ও মহিলা-সহ মৃত্যু ৯ জনের

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের আগুন-আতঙ্ক রাজধানী দিল্লিতে। এবার ভয়াবহ আগুন লাগল উত্তর-পশ্চিম দিল্লির কিরারী এলাকায় অবস্থিত একটি তিন-তলা আবাসিক তথা বাণিজ্যিক বহুতলে। রবিবার গভীর রাতে ভয়াবহ আগুন লাগে তিন-তলা আবাসিক তথা বাণিজ্যিক বহুতলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত কাপড়ের গোডাউনে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আবাসিক বহুতল। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে তিনটি শিশু-সহ ৯ জনের। এছাড়াও কমপক্ষে ৩ জন আহত ও জখম হয়েছেন।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, রবিবার গভীর রাত ১২.৩০ মিনিট নাগাদ কিরারী এলাকায় অবস্থিত একটি তিন-তলা আবাসিক তথা বাণিজ্যিক বহুতলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত কাপড়ের গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগে। গোডাউনের ভিতরে প্রচুর পরিমানে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখা। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকার সময় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে বহুতলের দো-তলার একাংশও ভেঙে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের আটটি ইঞ্জিন। দমকল সূত্রের খবর, দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় সোমবার ভোর ৩.৫০ মিনিট নাগাদ আগুন আয়ত্তে এলেও প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি তিনটি শিশু-সহ ৯ জনকে। এছাড়াও ৩ জন আহত ও জখম হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের নাম হল-রামচন্দ্র ঝা (৬৫), সুদারিয়া দেবী (৫৮), সঞ্জু ঝা (৩৬), উদয় চৌধুরী (৩৩), উদয়ের স্ত্রী মুসকান (২৬), উদয় ও মুসকানের সন্তান অঞ্জলি (১০), আদর্শ (৭) এবং তুলসী (৬ মাস)। আহত তিনজনের নাম হল-পূজা (২৬), এবং তাঁর মেয়ে আরাধ্যা (৩) এবং সৌম্য (১০)। পুলিশ সূত্রের খবর, অগ্নিকাণ্ডের সময় পূজার স্বামী অমরনাথ ঝা (বহুতলের মালিক) হরিদ্বারে ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা রঘুবরের

রাঁচি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজ্যপাল দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে নিজের পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে এলেন রঘুবর দাস। মুখ্যমন্ত্রী দফতরের তরফে সোমবার বিকেলে এমনই জানানো হয়েছে।

ঝাড়খন্ড বিধানসভা নির্বাচনের জনাদেশকে মেনে নিয়ে রঘুবর দাস রাজ্যবাসী ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বিজেপিকে পাঁচ বছর সেবার করার সুযোগ দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। এই পরাজয়কে দলের নয় ব্যক্তিগত পরাজয় বলে চিহ্নিত করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৪৭টি আসনে এগিয়ে জেএমএম-কংগ্রেস জোট। বিজেপি ২৮। অন্যান্য ৯।

মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল মহারাষ্ট্র সাতারায় ২.৬ তীব্রতার কম্পাঙ্ক

সাতারা (মহারাষ্ট্র), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল মহারাষ্ট্রউ সোমবার সকালে কম তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায়উ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ২.৬উ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় এদিনের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ তবে, সাত সকালে মৃদু ঝাঁকুনি অনুভূত হওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন মানুষজন।

ভূতত্ত্ববিদরা জানিয়েছেন, সোমবার সকাল ৬.৪২ মিনিট নাগাদ মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয় মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায়উ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ২.৬উ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল কোয়না বাঁধ থেকে মাত্র ৮ কিলোমিটার দূরেউ জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, এদিনের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই।

সিএএ হিংসায় মেঙ্গালুরুতে দু'জনের মৃত্যু সিআইডি তদন্তের নির্দেশ বি এস ইয়েদুরাপ্পার

বেঙ্গালুরু, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): কিছুদিন আগে নতুন নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কর্ণাটকেউ মেঙ্গালুরুতে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল দু'জনেরউ বিক্ষোভ-হিংসায় মেঙ্গালুরুতে দু'জনের মৃত্যুর ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পাউ কর্ণাটক প্রশাসন সূত্রের খবর, গত ১৯ ডিসেম্বর নতুন নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় হিংসার সময় মেঙ্গালুরুতে দু'জনের মৃত্যুর ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা।

সিএএ বিরোধিতায় গত ১৯ ডিসেম্বর অশান্ত হয়ে উঠেছিল মেঙ্গালুরুউ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটিয়েছিল পুলিশউ পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন জলিল (৪৯) এবং নৌশিন (২৩) নামে দু'জনউ বিক্ষোভকারীরা মেঙ্গালুরু নর্থ থানা দখল করতে আসলে বাধ্য হয়েই গুলি চালায় পুলিশউ মেঙ্গালুরুতে ১৯ ডিসেম্বরের হিংসার ঘটনায় সোমবার সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিলেন ইয়েদুরাপ্পা।

মুনিলালের প্রয়াণে শোক প্রকাশ রবীন্দ্রকিশোর সিনহার

পাটনা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী মুনিলালের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্রকিশোর সিনহা। প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর নশ্বর শরীরে মাল্যদান করে তাঁর আত্মার শান্তির কামনা করেন তিনি।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা মুনিলাল সোমবার সকালে পাটনায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ এক বার্তায় রবীন্দ্রকিশোর সিনহা জানিয়েছেন, মনিলাল যখন বোকারোর ডিসি ছিলেন তখন লালুপ্রসাদের সরকার তাঁকে অন্যায় ভাবে এবং কোনও কারণ ছাড়াই পাটনায় বদলি করেছিলেন। তাঁর জন্যই যে মুনিলালের বিজেপিতে যোগদান করে সমাজসেবা করে যাওয়া সেটা মনে করিয়ে দেন রবীন্দ্রকিশোর সিনহা। মুনিলালকে বিনম্রতার মূর্তপ্রতীক অভিহিত করে রবীন্দ্রকিশোর সিনহা জানিয়েছেন, এরপরে সাসারাম লোকসভা কেন্দ্র থেকে জিতে সাংসদ হয়েছিলেন মুনিলাল। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী হন। আজীবন দলের কর্তব্যপরায়ণ নেতা হিসেবে কাজ করে গিয়েছেন। নিহতদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানান তিনি। উল্লেখ করা যেতে পারে মুনিলালের ছেলে শিবেশ বর্তমানে বিজেপির নেতা হিসেবে কাজ করে করে চলেছেন।

সিপিআইএম-এর মহকুমাভিত্তিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত কদমতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। জনগণের কাছে পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠিত করতে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে সিপিআইএম। গত কয়েরকদিন ধরে গোটা ত্রিপুরায় বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দল তাদের অস্তিত্বের জানান দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে সোমবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা টাউন হল-এ মহাকুমাভিত্তিক সিপিআইএম-এর ভ্রাতৃ সংগঠন সারা ভারত কৃষক সভার ডাকে কুড়িতম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার ১৩টি অঞ্চলের ৩১০ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে আহূত আজকের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারত কৃষক সভার ধর্মনগর মহকুমাভিত্তিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সহ-সম্পাদক কমরেড নারায়ণ দে, গণ-আন্দোলনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অমিতাভ দত্ত, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অভিজিত দে-সহ অন্যরা।

মূলত 'কৃষি বাঁচাও, কৃষক বাঁচাও, দেশ বাঁচাও' স্লোগান দিয়ে গোটা দেশব্যাপী সিপিআইএম-এর সারা ভারত কৃষক সভা সম্মেলন অনুষ্ঠিত করছে। গোটা ভারতবর্ষের পাশাপাশি ত্রিপুরার কৃষকদের 'চরম দুরবস্থা', 'কৃষি ঋণে জর্জরিত' ও 'সঠিক পরিকাঠামো থেকে বঞ্চিত কৃষকদের' নানা সমস্যা ও দাবি-দাওয়া নিয়ে 'অসহায় কৃষকদের স্বার্থে' এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। সম্মেলনে উপস্থিত প্রায় সব অতিথিই কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকারকে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে শাসকদলকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করে বলেন, বিজেপি সরকার বর্তমানে এক কর্পোরেটের সরকার হিসেবে দেশ শাসন করছে। দেশে গরিব কৃষকদের কৃষিঋণ মকুব না করে উল্টো পুঁজিপতি কৃষকদের কৃষিঋণ মকুব-সহ তাদেরকে সাই কৃষি ঋণ প্রদান করে আসছে। এতে প্রকৃত কৃষকরা সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাই সিপিআইএম দেশব্যাপী কৃষকদের স্বার্থে সারা ভারত কৃষক সভা সম্মেলনের ডাক দিয়েছে। গোটা দেশের সাথে সংগতি রেখে এমন অনুষ্ঠান রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায়ও অনুষ্ঠিত হবে বলে বিভিন্ন বক্তারা জানান।

জেলা, ব্লক কমিটির নেতৃত্বদের নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। সোমবার রাজধানীর প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে জেলা, ব্লক ও অঞ্চলের সভাপতি ও সম্পাদকদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরহিত্য করেন প্রদেশ কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি পিযূষ কান্তি বিশ্বাস। তিনি বলেন, সারা রাজ্যে ড্রাফট্ ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্যে একটি রেওয়াজ রয়েছে বিরোধী দলের ভোটারদের শাসক দলীয় বেছে বেছে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়। সেই কারণে জেলা থেকে বুথ পর্যায়ে সকল নেতৃত্বকে সভায় এই খসড়া ভোটার তালিকা সম্বন্ধে অবগত করানো হবে এবং যে সকল ক্ষেত্রে

আটের পাতার পর

২৪শে ডিসেম্বর জাতীয় ভোক্তা দিবস
অধিকার সুরক্ষার অঙ্গীকারের এক বিশেষ দিন

জাগো গ্রাহক জাগো

ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬	সংস্থানসমূহ	ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ২০১৯
আলাদা কোন নিয়ন্ত্রক ছিল না	নিয়ন্ত্রক	বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন ও অনৈতিক ব্যবসায়িক কার্যকলাপের শাস্তির জন্য কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা নিয়ন্ত্রক থাকবে।
একজন ভোক্তা কেবল মাত্র যেখানে বিক্রেতা বা পরিষেবা প্রদান কারীর অফিস আছে সেই এলাকার ভোক্তা আদালতে অভিযোগ জানতে পারতেন	উপযুক্ত ক্রেতা আদালত	ক্রেতা যে এলাকায় বাস করেন বা কাজ করেন সেই এলাকার ভোক্তা আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।
পন্য বা পরিষেবা ব্যবহার করে স্বাস্থ্যের ক্ষতি বা মৃত্যু হলে ভোক্তা আদালতে অভিযোগ জানানো যেত না	পন্য বা পরিষেবার দায়বদ্ধতা	পন্য বা পরিষেবা ব্যবহার করে স্বাস্থ্যের ক্ষতি বা মৃত্যু হলে ক্রেতা ক্ষতিপূরণের জন্য কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট দাবি জানাতে পারবেন
জেলা আদালত ঃ ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত রাজ্য আদালত ঃ ২০ লক্ষ টাকা বেশী এবং ১ কোটি টাকা পর্যন্ত জাতীয় আদালত ঃ ১ কোটি টাকার বেশী	ভোক্তা আদালতে আর্থিক ক্ষমতা	জেলা আদালত ঃ ১ কোটি টাকা পর্যন্ত রাজ্য আদালত ঃ ১ কোটি টাকার বেশী এবং ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত জাতীয় আদালত ঃ ১০ কোটি টাকার বেশী
ই-কর্মাস বা অনলাইনে কেনাকাটা সংক্রান্ত অভিযোগ জানানো যেত না	ই-কমার্স	ই-কর্মাস বা অনলাইনে কেনাকাটা সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের দাবি ভোক্তা আদালতে করা যাবে।
আপোষের মাধ্যমে অভিযোগ নিস্পত্তির কোন আইনগত সংস্থান ছিল না	আপোষের মাধ্যমে অভিযোগের নিস্পতি	আদালত সর্বপ্রথম আপোষের মাধ্যমে অভিযোগ নিস্পত্তির প্রচেষ্টা নেবে।

খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার
সত্যমেব জয়তে
ওয়েবসাইট ঃ www.fcatripura.nic.in

যেকোনো তথ্য বা পরামর্শের জন্য ডায়াল করুন ঃ
রাজ্য কনজিউমার হেল্প লাইন (নিঃশুল্ক) - ১৮০০-৩৪৫-৩৬৬৫
পিডিএস কল লাইন (নিঃশুল্ক)
১৯৬৭

ICA/D-1449/2019-20

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।